BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ্রহ।

—§§§—

অহল্যা ভড়্‌ডিকার জীবন বৃত্তান্ত।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

ইংরাজী ভাষা হইতে

অনুবাদিত।

—§§§—

CALCUTTA

BAHIR MIRZAPORE.

PRINTED FOR THE VERNACULAR LITERATURE COMMITTEE, AT THE VIDYARATNA PRESS.

1858.

Price 3¼ Annas.—মূল্য ৶৫ তের পয়সা।

অহল্যা হড্ডিকার জীবন-বৃত্তান্ত।

প্রথম অধ্যায়।

দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত হড্ডিকপরিবারদিগের অপরিসীম দুঃখ, হোমায়ুন বাদশাহের প্রসাদে তাহাদের ক্লেশ নিবারণ, অহল্যার বাল্যবিবরণ, হোমায়ুন বাদশাহের সহিত হড্ডিকের মিত্রতা।

পঞ্জাব রাজ্যের অন্তঃপাতি সিন্ধু নদীর তীরে সামান্য এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া একজন হড্ডিক বাস করিত। সে অতিশয় দীন হীন, তাহার সংসার ভরণ পোষণের কিছুমাত্র উপায় ছিল না। ধনাভাবে ঐ হড্ডিকের সমুদায় পরিবার খাদ্য সামগ্রী না পাইয়া অত্যন্ত শীর্ণ-কলেবর হইয়াছিল।

দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল; আহারাভাবে প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক একেবারে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এই দুঃসময়ে হড্ডিকের আর দুর্দ্দশার ইয়ত্তা রহিল না। সে চতুর্দ্দিকস্থ লোকদিগকে

আহারাভাবে মরিতে দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল আমাকেও এবার এ ভূমণ্ডল পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই। তাহার ছয়মাস বয়সের একটী শিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করিতেছিল, তাহার পত্নী ঐ শিশুকে লইয়া ভগ্ন কুটীরের কোণে বসিয়া স্তন্যপান করাইতে লাগিল, কিন্তু আহারাভাবে তাহার শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিল, অতএব কিরূপে সে দুগ্ধ দিয়া ঐ ক্ষুদ্র শিশুর প্রাণ রক্ষা করিতে পারে? নিকটবর্ত্তী সহরে খাদ্য কিনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু টাকার অভাবে হড্ডিক তাহা ক্রয় করিতে না পারিয়া কেবল মনস্তাপ ও মনোদুঃখে কাল যাপন করিতে লাগিল। এক এক বার বিক্রেতাদিগের নিকটে যাইয়া সে সাধ্যসাধনা করে, "ভাই! আহারাভাবে আমার ধর্ম্মপত্নী এবং ক্ষুদ্র শিশুগণের মরিবার উপক্রম হইয়াছে, তোমরা আমাকে ধারে কিছু ভক্ষ্য দ্রব্য দাও, কিছু দিন বিলম্বে সুসময় হইলেই আমি তোমাদিগের এ ঋণ পরিশোধ করিব"। কিন্তু নীচ জাতি বলিয়া ঐ বণিকেরা তাহার কথায় শ্রদ্ধা করেনা, বরং অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে দোকান হইতে দূর করিয়া দেয়।

চারি পাঁচ দিন অনাহারেই অতীত হইল, হড্ডিক-পরিবারগণ জীবন রক্ষার কোন উপায় করিতে পারিল না, নিশ্চয় স্থির করিল, ঈশ্বর পুত্রকলত্রাদির সহিত আমাকে এবার প্রাণে নিধন করিবেন। নদীতীরে কতগুলি চারা গাছ ছিল, হড্ডিক কোন মতে তাহার মূল উৎপাটন পূর্ব্বক বাটীতে আনয়ন করিয়া প্রিয়তমা ভার্য্যাকে তাহা ভক্ষণ করিতে দিল, এবং আপনিও তাহার কিয়দংশ আহার করিয়া দুই দিন যাপন করিল।

কিন্তু তাহাতেও কি ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়? অনন্তর বুভুক্ষার্ত্ত হড্ডিক মনে মনে বিবেচনা করিল, "মাঠের মধ্যে গো মেষ সকল চরিয়া বেড়াইতেছে, আমি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া উহাদিগের গোময় সংগ্রহ করি, গোমেষাদি পশুগণ নানাজাতীয় শস্য ভক্ষণ করে, অনেক গোময় সংগৃহীত হইলে অবশ্যই তন্মধ্যে তাহাদিগের জীর্ণাবশিষ্ট কিঞ্চিৎ চনকাদি শস্য প্রাপ্ত হইতে পারিব তাহার কোন সন্দেহ নাই"। এই বিবেচনা করিয়া সে মাঠে যাইয়া বিস্তর গোবিট্ আনয়ন পূর্ব্বক নদীর জলে তাহা ধৌত করিয়া এক মুষ্টি শস্য প্রাপ্ত হইল, এবং বহু যত্নে বাটীতে আনয়ন পূর্ব্বক অগ্নি সংযোগদ্বারা তাহা পাক করিয়া আপন ক্ষুধার্ত্তা পত্নীকে ভোজন করিতে দিল, কিন্তু আপনি পূর্ব্বদিনাবধি অনাহারে ছিল তথাপি ঐ অত্যল্প বস্তুর কিছুই আহার করিল না।

তাহার স্ত্রী যুবতী নারী, পঞ্চদশ বৎসরের অধিক বয়স হয় নাই, এই অল্প কালের মধ্যেই তাহার তিনটী অপত্য জন্মে। অধিকবয়স্ক পুরুষদিগের যুবতী ভার্য্যা প্রাণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতরা হয়, এজন্য ঐ হড্ডিক সরলান্তঃকরণে আপন পত্নী এবং সন্তান সন্ততি গুলিকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। বিপদকাল উপস্থিত না হইলে প্রকৃত স্নেহের পরীক্ষা হয় না। এই দুর্ভিক্ষ রূপ দুর্ঘটনার সময় ঐ হড্ডিকের পরিবারগণ কৃতান্তের করাল গ্রাসে পতিত হইবার উপক্রম হইলে, সে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রণয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে অতিশয় যত্ন ও নিতান্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর, এতাদৃশ প্রণয়পাত্র পুত্রকলত্র অন্নাভাবে প্রাণ-

ত্যাগ করিবেক, আমি স্বচক্ষে কি রূপে দর্শন করিব, হড্ডিক মনেং এই রূপ ভাবিতে লাগিল। সে অসীম দুঃখ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আপন কুটীরের দ্বারে বসিয়া নদীর স্রোত নিরীক্ষণ করিতেছে এমত সময়ে তাহার অন্তঃকরণে বিপুল চিন্তা আসিয়া উদয় হইলে: সে মনে মনে বলিল, "ভাল, নীচ জাতি হড্ডিকেরা লোকসমাজে ঘৃণিত হইয়া এ জগতে কি নিমিত্তে জীবন ধারণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে? আমার বিবেচনায় তাহাদের তো কোন সুখই নাই, বরং যাবজ্জীবন ক্রমাগত দুঃখ ভোগ করিয়া তাহাদিগকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। তাহারা মনুষ্যসমাজ হইতে এক প্রকার বহির্গত, অন্য কোন জাতির সঙ্গে তাহাদের আহারব্যবহার আলাপপরিচয় প্রভৃতি কিছুমাত্র সংস্রব নাই। গ্রামের প্রান্তভাগে তাহাদিগের বাসস্থান, অন্যান্য উত্তম বা মধ্যম জাতিরা প্রাণান্তেও সেই স্থান স্পর্শ করিতে চাহেন না। ধিক! এতাদৃশ অত্যধম হীন জাতির মধ্যে আমার জন্ম হইয়াছে। শুনিয়াছি শাস্ত্রে বলে ব্রাহ্মণের সম্মুখভাগে যদি কোন হীন জাতি দণ্ডায়মান হয়, তবে তদ্দণ্ডেই তাহার প্রাণ দণ্ড করা উচিত। ব্রাহ্মণ যদ্যপি খড়্গ বহির্গত করিয়া নীচজাতি চণ্ডাল হড্ডিক প্রভৃতির প্রাণবধে উদ্যত হন তথাপি ঐ দুর্ভাগ্য হীন জাতিদিগকে তাহা নিবারণ করিতে নাই। আমরা যে স্থানে যাই, সে স্থান অপবিত্র। পুণ্যশীল দ্বিজবরেরা প্রাণান্তেও হড্ডিকদিগের ছায়া স্পর্শ করেন না, দৈবাৎ স্পর্শ করিলে তাঁহারা বিধিমতে নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন, এবং পৃথিবী অপবিত্র হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা নীচজাতীয় লোকদিগকে যথোপযুক্ত

দণ্ড প্রদান করেন। অতএব স্বজাতি ভিন্ন এ জগতে অন্য কাহারও নিকটে আমাদের জীবনরক্ষার উপায় দেখিতে পাই না। আহা তথাপি আমরা মৃত্যুকে এত ভয় করি কেন? মাদৃশ অধম জাতিদিগের মাংস যদি শকুনিতে ভক্ষণ করে, এবং অস্থি যদি মৃত্তিকাতে লীন হইয়া যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ইহকালে তো আমাদিগের কোন সুখ নাই, এবং ভবিষ্যৎ পরকালেও যে সুখ হইতে পারিবে এমন কোন প্রত্যাশাও নাই, তবে এ নিরর্থক জীবন রক্ষা করণের ফল কি? অতএব যাহাতে ইহার বিনাশ হয় এমত চেষ্টা পাওয়াই বিধেয়। কিন্তু তথাপি এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ হারাইতে আমার এত ভয় জন্মাইতেছে, কি আশ্চর্য্য!"।

কিয়ৎকাল এইরূপ চিন্তার পর হতভাগ্য হড্ডিক আরও বিবেচনা করিল, "বর্ত্তমানের তো এই দুরবস্থা, ইহার পর আরও যে কত মন্দ হইবে তাহা বলিয়া উঠা যায় না। যাহা হউক এক্ষণে ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই বা করি কি। আপাততঃ যেরূপে আহারের আহরণ করিতে পারি তাহারই উপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। নীচজাতি বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিলে কি হইবে। এক্ষণে যদি কোন প্রকারে আমি আপন পরিবারদিগের ভরণ পোষণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আপনাকে এক প্রকার কৃতার্থ করিয়া মানিব। সর্ব্বান্তঃকরণে আমি নিজ ভার্য্যাকে স্নেহ করিয়া থাকি; সন্তান সন্ততি গুলিনও আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়; এতদ্রূপ দুঃখের সময়ে খাদ্য দ্রব্য দিয়া আমি তাহাদিগের জীবন রক্ষা করিতে পারিলে আর আপনাকে নীচজাতি বলিয়া কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করিব না"।

এইরূপ নানা চিন্তায় মগ্ন হইয়া হজিক আপন কুটীরের দ্বারদেশে উপবেশন করিয়া নদীস্রোতের হিল্লোল অবলোকন করিতেছিল, এমত সময়ে হঠাৎ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল এক জন অশ্বারোহী দ্রুততরবেগে অশ্ব চালাইয়া ঐ স্রোতস্বতী-তীরে গমন করিতেছেন; তিনি অতিশয় অন্যমনস্ক; তীরের সন্নিহিত জল যে বড়ই গভীর এবং অতি দুস্তর ইহা তাঁহার কিছুই বোধ ছিলনা; কেবল ঘোড়াটাকে ঘন ঘন চাবুক মারিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। হঠাৎ এই ব্যাপার দর্শনে হজিকের পূর্ব্ব ভাবনা একেবারে দূর হইল। সে মনে ২ বিবেচনা করিল, নিশ্চয় বোধ হইতেছে ঐ ব্যক্তি জলপতন ভয়ে নিজ অশ্বকে আর এত দ্রুতপদে সম্মুখে ধাবমান হইতে দিবে না, অবশ্যই দণ্ডায়মান করাইয়া ক্ষণকাল বিলম্ব করিবে। পরন্তু তাহার এইরূপ বিবেচনা বৃথা হইল, ঐ বিদেশী ব্যক্তি মুহূর্ত্তেকও বিলম্ব না করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেগে অশ্ব চালাইতে লাগিলেন। তীরের মাটি শক্ত নহে, অতএব কত দূর যাইতে পারিবেন! কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়াতে অশ্বশুদ্ধ ঐ বিদেশী ব্যক্তি একেবারে জলমগ্ন হইলেন। তখন বায়ুর বেগ তাদৃশ প্রবল না থাকাতে তরঙ্গের বড় একটা প্রাদুর্ভাব ছিল না; কিন্তু স্রোতের এমনি টান যে সেস্থানে স্থির হইয়া অবস্থিতি করা সুকঠিন। হতভাগ্য অশ্বারোহী জলমধ্যে পতিত হইবামাত্র একেবারে অনেক দূর ভাসিয়া গেলেন। অশ্বটার পৃষ্ঠে আরোহী ব্যতিরেকে আরো অনেক বোঝাই চাপান ছিল, বোঝার ভারে ঐ অশ্ব সাঁতার দিতে অক্ষম হইয়া একেবারে ডুবিয়া পড়িল। তখন অনাকূত ঐ বিদেশী আপনাকে প্রাণসঙ্কটে পতিত

নিশ্চয় জানিয়া জিন এবং লাগাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলে সন্তরণ দিতে লাগিলেন; প্রাণপণে চেষ্টিত হইয়া তীরের অভিমুখে আসিবার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু গাত্রে অনেক বস্ত্র ছিল বলিয়া তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইল না; ঐ প্রবল প্রবাহে তাঁহাকে দূরে ভাসিয়া যাইতে হইল। এদিকে ঐ বিদেশীর তুরঙ্গ বিশেষ চেষ্টা করিয়া মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক জলে সন্তরণ দিতে দিতে ক্রমে কূল প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তদারোহী ঐ হতভাগ্য ব্যক্তির বিপদের আর সীমা পরিশেষ রহিলনা, কূল পাইবার প্রত্যাশায় তিনি যত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই বল হীন হইয়া তাঁহার মস্তক ভারী হইল; সুতরাং আর কতক্ষণ মস্তক তুলিয়া তিনি ভাসিয়া থাকিতে পারিবেন, একেবারে উহা অবনত হওয়াতে তিনি বারিমধ্যে মগ্ন হইয়াপড়িলেন। তখন তাঁহার উদর জলে পরিপূর্ণ এবং দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, উপরি স্থিত বস্তু সকল আর দেখিতে পাইলেন না, সমুদায় ইন্দ্রিয় ক্রমে অবশ হইয়া আসিল। শরীরে আর কিছুমাত্র চৈতন্য ও স্পন্দ রহিল না, এক একবার খাবি খাইতে খাইতে তিনি স্রোতের জলে ভাসমান হইয়া চলিলেন।

হড্ডিক ঐ বিদেশী ব্যক্তিকে এইরূপ সঙ্কটে পতিত দেখিয়া আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না, তৎক্ষণাৎ গাত্রো-খান করিয়া অতিসত্বরে ঐ নদীতীরে ধাবমান হইল। নিরাহারে আপনি এত দুর্ব্বল হইয়াছে, তথাপি নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া ঐ আসন্নমৃত্যু হতভাগ্য বিদেশীর নিকট উপস্থিত হইল, এবং অনেক কষ্টে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহা-কে তীরে আনয়ন করিল। কূল প্রাপ্ত হইয়াও কিয়ৎ-কাল পর্য্যন্ত তাঁহার চৈতন্য হইল না, এজন্য দয়ালু

স্বভাব হড্ডিক তাঁহার পাদদ্বয় ধরিয়া ঘুরাইতে আরম্ভ করিল, এবং মৃত্তিকাতে ফেলিয়া তাঁহার উদর ঘর্ষণ করিল। তদ্দ্বারা তাঁহার উদরস্থিত জল সকল বমন হইয়া যাওয়াতে অনেক ক্ষণের পর তিনি চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন। উদ্ধারকর্ত্তা প্রাণদাতাকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঐ বিদেশী সসম্ভ্রমে তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিলেন এবং বিস্তর ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। "প্রাণ রক্ষা হেতু আমি তোমার নিকটে যাবজ্জীবন বাধিত হইয়া থাকিব," এই কথা বলিয়া তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন। বিদেশী ব্যক্তি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আপন রক্ষাকর্ত্তার প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! হিন্দু হইয়া আপনি যে আমাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইবেন, স্বপ্নেও আমার এমন বোধ ছিলনা। আমি জাতিতে মুসলমান। হিন্দুরা মুসলমানদিগকে অস্পর্শ্য ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে, অধর্ম্ম ভয়ে তাহারা কোন প্রকারে আমাদিগের সহিত সংস্রব রাখিতে চাহে না। আমি এতাদৃশ ঘৃণাস্পদ হইলেও আপনি হিন্দু হইয়া আমাকে কি প্রকারে সংস্পর্শ করিলেন?"। বিদেশী মুসলমানের এইরূপ বিনয়বচনে তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তা দয়ালু হড্ডিক বলিল, "বাপু আমি হিন্দু বটে, কিন্তু জাতিতে অতি অধম। অস্পর্শ্য হড্ডিক বলিয়া আর২ প্রধান হিন্দুরা আমাদিগের প্রতি অতিশয় অশ্রদ্ধা করিয়াথাকে; আমাদিগের স্পর্শেও তাহারা অপবিত্র হয়। যাহাহউক এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া আমি অতি আহ্লাদিত হইলাম। পূর্ব্বে আমার এইরূপ বোধ ছিল যে এই পৃথিবীমণ্ডলে এমন কোন মনুষ্য নাই যাহারা আমাদিগের সংস্রবে অতিশয় কোপান্বিত

না হয় ; কিন্তু তুমি আমার সংস্পর্শ হেতু কোপান্বিত না হইয়া আমার প্রতি যে এতাদৃশ সদ্ব্যবহার করিতেছ, এজন্য আমি আপনাকে কৃতার্থ করিয়া মানিলাম"।

বিদেশী বলিলেন "হে মহাশয় ! নীচজাতি বলিয়া এত দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি আমার প্রাণদাতা। আমার পক্ষে আপনার তুল্য মহৎ ব্যক্তি আর নাই। জাত্যভিমানের বিবেচনা কেবল মনের অহঙ্কার মাত্র, তাহাতে মন্দ ব্যতীত উত্তম ফল ফলে না, এবং এই অভিমানে পরস্পর সামাজিক প্রত্যুপকারের অনেক ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। অতএব দেশের অমঙ্গলকারি এতাদৃশ জাত্যভিমানরূপ বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন করাই কর্ত্তব্য। আমি নিশ্চয় কহিতেছি দরিদ্র হড্ডিক যদি অনুগ্রহ করিয়া আপন কুটীরের মধ্যে আমাকে আশ্রয় প্রদান করেন, তবে তাহাতে বাস করণে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, বরং যাবজ্জীবন তাহার নিকটে বাধিত হইয়া থাকি"।

বিদেশীর এই কথায় হড্ডিক করুণ বচনে কান্দিতে ২ কহিল, "বাপু আমি অন্নাভাবে অত্যন্ত শীর্ণ হইয়াছি, আমার জঘন্য কুঁড়িয়া ঘরের ভিতরে এমন কোন সামগ্রী নাই যে তোমাকে আহ্বান করিয়া আমি তাহা প্রদান করিতে পারি। আমার স্ত্রীপুত্র কন্যা সকলেই মৃতবৎ হইয়া ঐ দুরস্থিত ভগ্ন কুটীরে অবস্থিতি করিতেছে। অন্নাভাবে আমার এক্ষণে যেরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, বোধ হইতেছে অল্পকালের মধ্যেই আমাকে সপরিবারে নির্দয় মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইতে হইবে। আপনকার ইচ্ছা হয় তো ঐ দুঃখপূর্ণ কুটীরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করুন। যদি

আমার থাকিত আমি আপনাকে উত্তম আশ্রম প্রদান করিতে পারিতাম, কিন্তু কি করি, কিছুই নাই"। বিদেশী বলিলেন, এক্ষণে আর তোমার চিন্তা নাই। তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ; আমি অবশ্যই তোমার উপকার করিতে পারিব। বাছা হডিক! আমার ঘোড়াটী নিরাপদে কূল প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহার পৃষ্ঠদেশে অনেক খাদ্যদ্রব্য আছে: তদ্দ্বারা তোমার অনেক সাহায্য হইতে পারিবে। আইস এক্ষণে আমরা উভয়ে তোমার গৃহে গমন করি"।

বিদেশীর এই কথায় উদ্ধারকর্ত্তার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। সে ভূমিতে অবনত হইয়া একবার হস্তদ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ করে। আরবার তাহা উঠাইয়া আপন মস্তকোপরি দেয়। এইরূপ অস্পষ্ট বাক্যদ্বারা বিদেশীকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া হডিক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আপন কুটীরাভিমুখে চলিল।

বিদেশী, প্রাণদাতা হডিকের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, যে তৎপত্নী মৃতপ্রায়া ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছে। দুই পার্শ্বে দুইটী অল্পবয়স্ক শিশু, একটী দুই বৎসর আর একটী তিন বৎসরবয়স্ক ক্রন্দন করিতেছে, এবং তাহার বক্ষঃস্থলে আর একটী ক্ষুদ্র শিশু পড়িয়া স্তন্য পান করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্রতা জানাইতেছে। কিন্তু তাহার মাতা নিরাহারে শীর্ণা, স্পন্দ মাত্র নাই; অতএব কিরূপে সে হতভাগ্য শিশুকে আর দুগ্ধ প্রদান করিবে? হডিকপরিবারের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া ঐ অপরিচিত ব্যক্তির মন আর্দ্র হইয়া নয়নহইতে অবিরত শোকাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। পত্নীপ্রিয় এবং পুত্রবৎসল ঐ

হড্ডিকও আপন নয়ন বারি নিবারণ করিতে না পারিয়া রোদন করিতে লাগিল।

যাবতীয় পশুজাতিরও এক এক প্রকার স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে। ঘোটকটা কূলপ্রাপ্ত হইয়া সেই বুদ্ধি সহকারে নিজ প্রভুর পশ্চাৎ২ গিয়া ঐ হড্ডিকের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া-ছিল। প্রভু কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এই প্রযুক্ত জা-নিতে পারেন নাই। তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে তাঁর সমেত তাঁহার অশ্ব সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অতএব আহ্লাদিত হইয়া, তাহার পৃষ্ঠদেশে যে সকল পাথেয় খাদ্য সামগ্রী ছিল, তাহা অবতরণ করিয়া ঐ হড্ডি-ককে প্রদান করিলেন। হড্ডিক তখন পুঁটলী খুলিয়া দেখে, যে তন্মধ্যে রুটী ভাত এবং মাংস প্রভৃতি অনেক প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য আছে, এবং পারস্যদেশ জাত দুই বোতল মদিরিকাও রহিয়াছে।

তখন হড্ডিক অসীম আনন্দে মগ্ন হইয়া অতি সাব-ধানে ঐ সুধা স্বরূপ মদ্য লইয়া ক্ষুধা পিপাসায় অতি পীড়িত আপন পত্নী এবং সন্তান সন্ততি গুলির মুখে ঢালিয়া দিল। তদ্দ্বারা তাহাদিগের কণ্ঠদেশ সিক্ত হইয়া উঠিলে, মৃতদেহে জীবনসঞ্চারের ন্যায় ঐ যুবতী রমণী এবং তাহার তিনটী অপত্য চৈতন্য প্রাপ্ত হইল। এইরূপে হড্ডিক অল্পে অল্পে ভক্ষ্যদ্রব্যদ্বারা শুশ্রূষা করিয়া সমস্ত পরিবারের প্রাণরক্ষা করিল, এবং নিজেও তাহার কিয়দংশ ভোজন করিয়া আপনার ক্ষুধা শান্তি করিল। অনন্তর নদীর জলে পতিত হইয়া যে সকল খাদ্য দ্রব্য আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল, হড্ডিক অতিযত্নে সেই সিক্ত বস্ত্র সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করিতে লাগিল। এইরূপ যথা যোগ্য

সময়ে বিদেশী ব্যক্তির আশ্রয় পাইয়া হড্ডিকের পরিবার কৃতান্তের হস্ত হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইল ।

প্রাণরক্ষক হড্ডিকের কুটীরে আশ্রয় লইয়া বিদেশী বিশ্রাম করিতেছেন এমত সময়ে আর কয়েক জন অশ্বারোহী ঐ নদীতীরে উপস্থিত হইল । কিন্তু তাহারা স্রোতের জল অতি বেগবান্ এবং নদী অতি-শয় বিস্তারিত দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল "হাঁটিয়া যদি আমরা এই নদী পার হইবার উদ্যোগ করি, তবে তাহাতে প্রাণ হানির সম্ভাবনা । অতএব প্রতিগমন করাই বিধেয় "। এই বিবেচনা করিয়া তাহারা সকলেই গৃহে চলিয়া গেল । দিবাকর অস্তাচলবর্ত্তী হই-লেন, তামসী রজনীও আপন সহচর নক্ষত্রাদিকে সঙ্গে লইয়া পৃথিবীর জন্তুদিগের শ্রান্তি দূর করিতে আইলেন । হড্ডিক প্রেমভাবে নিজ কুটীরের এক পার্শ্বে তৃণ বিস্তা-রিত করিয়া গৃহস্থিত অতিথিকে তদুপরি শয়ন করিতে কহিল । অতিথির কটিদেশে এক খানি শাল বান্ধা ছিল, মশারির অভাবে তিনি সেই শালখানি গাত্রে আচ্ছাদন করিয়া বন্ধুদত্ত তৃণের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন । কিন্তু সে রাত্রি তাঁহার কিছুমাত্র নিদ্রা হইল না ; মনের উদ্বেগে প্রায় সমস্ত রজনী ছটফট্ করিয়া কাটাইলেন । পরে প্রভাত হইবার প্রাক্কালে বিদেশী একেবারে উৎকট জ্বর-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন । পিপাসাতে তাঁহার জিহ্বা এবং কণ্ঠদেশ অতিশয় শুষ্ক হইতে লাগিল, সমস্ত শরীরই অবশ ও বলহীন হওয়াতে মুখে বড় একটা বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, নাড়ী অতিশয় বেগবতী, এবং সর্ব্বাঙ্গের চর্ম্ম প্রায় শুষ্ক হইয়া গেল । দিন ২ এই রূপে ঐ হতভাগ্য

অতিথির জ্বর বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে বিকার উপস্থিত হইল। তখন অতিশয় বিহ্বল, কখন কি বলেন তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান গোচর নাই। ইহাতে দীন দরিদ্র হড্ডিক সপরিবারে বড়ই কাতর হইল। কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদে তাহাদের কোন অনিষ্ট ঘটিল না, বরং গৃহস্থিত অতিথিমহাশয়ের দুরবস্থা-সময়ে যথাযোগ্য আহারদ্বারা তাহারা সকলে সবল হইয়াছিল।

ঘোটকের পৃষ্ঠদেশে খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে বিদেশী মহাশয়ের একটা বগলিতে ছয় সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ছিল। প্রতিদিন ব্যবহার করিতে করিতে সমুদায় আহারীয় দ্রব্য ফুরাইয়া গেলে, হড্ডিক নিকটস্থ সহরে যাইয়া ঐ মুদ্রাদ্বারা প্রথমে গৃহস্থিত পীড়িত অতিথির নিমিত্ত ঔষধাদি ও পথ্য ক্রয় করিত, পরে নিজ পরিবারের নিমিত্ত যাহা যাহা অত্যাবশ্যক, না হইলে নয়, তাহাই ক্রয় করিয়া গৃহে আনিত। এই দুঃসময়ের পক্ষে যাহাতে বড় একটা প্রয়োজন নাই, এমন একটী সামগ্রীও ক্রয় করিয়া সে নিরর্থক মুদ্রা অপব্যয় করে নাই।

হড্ডিকেরা পতি পত্নী উভয়ে অগ্রে গৃহস্থিত অতিথি মহাশয়ের সেবা করিয়া যথাসময়ে তাঁহাকে নিয়মিত ঔষধাদি ও পথ্য প্রদান করিত, পরে আপনাদিগের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যৎসামান্য অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া সপরিবারে ভোজন করিত। এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও হড্ডিক ও তাহার পরিবারগণ অতিথিকে একাকী রাখিয়া কোন স্থানে যাইত না; হয় স্ত্রী না হয় স্বামী উভয়ের মধ্যে এক জন দিবারাত্রি তাঁহার শয্যায় অধ্যাসীন হইয়া যথাবিহিতরূপে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিত। পাছে কোন ত্রুটি বা অম-

তাহার ন্যায় সুন্দর ও অল্পবয়স্ক ছিলনা বটে, কিন্তু নিতান্ত বিশ্রী এবং বড়একটা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্তও হয় নাই; অতএব দেখিতে কুৎসিত ছিলনা। তাহার শরীরে অসীম বল ছিল, এজন্য আপৎ কালে সে ব্যক্তি বিস্তর দুঃখ সহ্য করিতে পারিত।

মাতা পিতা সুরূপ হইলে, সন্তান সন্ততি প্রায় কেহ কুরূপ হয় না। ঐ হড্ডিকের প্রথমে একটী কন্যা সন্ততি হয়। অতিথি মহাশয় যৎকালে তাহাদিগের গৃহে বাস করেন, তৎকালে কন্যাটীর বয়ঃক্রম তিন বৎসরের অধিক হয় নাই। সেটী দেখিতে যেন স্বর্ণময়ী প্রতিমার ন্যায়, পরমেশ্বর নির্জ্জনে বসিয়া তাহার সমুদায় অবয়ব মনের মত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কোন স্থানে তাহার কিছুমাত্র অঙ্গবৈলক্ষণ্য ছিলনা, ফলতঃ তাহার তাবৎ শরীরই অতিউত্তমরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নীচ জাতীয় লোকদিগের গৃহে এতাদৃশ সুন্দরী কন্যা কস্মিন্ কালে কাহারও কুত্রাপি নেত্রপথে পতিত হয় নাই; বোধ হয় ভদ্র সমাজেও এমন রূপসী প্রাপ্ত হওয়া দুর্ল্লভ। কন্যাটীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রূপ লাবণ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া মাতা পিতার আনন্দ ও অভিমানের আর সীমা পরিশেষ রহিল না।

এক দিন হড্ডিক এবং অতিথি মহাশয় উভয়ে সামান্য একখানি কুশাসনে বসিয়া তামাক খাইতে ছিলেন। নীচজাতীয় দরিদ্র ব্যক্তি ভদ্রজাতীয় বন্ধুর জন্য উত্তম হুক্কা বা গুড়গুড়ী কোথায় পাইবে, এজন্য সে একটী কদলীপত্রের নল গড়িয়া তদুপরি কলিকা স্থাপন করিয়া অতিথি মহাশয়ের হস্তে তাহা প্রদান করিয়াছিল। পরম

আত্মীয় জ্ঞাতি কুটুম্বের সহিত যেরূপ কথোপকথন হয়, তাহা দ্বারা উভয়ে সেইরূপ সৌহার্দ্দ্য ভাব প্রকাশ করিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে ছিলেন। অতিথি মহাশয় হড্ডিক-বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বন্ধো! তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ঘোরতর বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া আমার প্রাণদান করিয়াছ, এবং নিজ কুটীরে স্থান দান করিয়া নিরাপদে রাখিয়াছ, আমি শত্রুভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া পলাতক হইয়াছি, নীচ জাতীয় হড্ডিকের গৃহে আমি যে আশ্রয় লইব ইহা আমার বিপক্ষ লোকদিগের বুদ্ধির অগম্য, বোধ হয় এই নিমিত্তেই তাহারা আমাকে এখান পর্য্যন্ত অন্বেষণ করে নাই। বন্ধো; এক্ষণে আমাকে তোমার এই ক্ষুদ্র গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইবে, অতএব বিনীত ভাবে আমি তোমাদের সকলের নিকটে বিদায় প্রার্থনা করি। উৎকট পীড়ার সময়ে তোমরা সপরিবারে আমার যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিয়াছ, যাবজ্জীবন আমি তাহা কখনই ভুলিব না"।

এই কথা শ্রবণ করিয়া হড্ডিক সজলনয়নে অতিথি মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মহাশয়! আপনকার প্রসাদে আমার পরিবার নিদারুণ মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। আপনকার সাহায্য না পাইলে এত দিনে আমাদিগের অস্থি মৃত্তিকাতে লীন হইয়া যাইত। আমি দীন হীন, নরাধম নীচ জাতি, আমাদ্বারা আপনকার কি উপকার হইতে পারে। আমি মহাশয়ের যে যৎকিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছি, তাহা যদি আপনি এত মহদুপকার করিয়া মানিলেন, তবে উহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার হইল। অধিক কি বলিব, আপনি আমা-

দের প্রাণ রক্ষা করিয়া যে প্রত্যুপকার করিয়াছেন, ইহা মৎকৃত উপকারের সহস্র গুণ করা হইয়াছে"। বিদেশী বলিলেন, "বন্ধো! তুমি কাহার নিকট এরূপ বিনয় করিতেছ অদ্যাপি তাহা জানিতে পারিলে না"।

হডিড্রক কহিল, "মহাশয় কে, এবং কি জন্যই বা এ দীনের গৃহে আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া আমার ফল কি? আপনি যেকোন ব্যক্তি হউন না কেন! এ নরাধমের সাহায্যদ্বারা ঈশ্বরসৃষ্ট এক মনুষ্যের যে মহামূল্য প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, ইহাতেই আমি আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিয়াছি। আর আপনি প্রত্যুপকারের নিমিত্ত দয়া প্রকাশ করিয়া, আহারদানদ্বারা কেবল আমারই জীবন রক্ষা করিয়াছেন এমন নয়, আমি যাহাদিগকে আপন প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞান করি, আপনি আমার সেই পুত্রকলত্রদিগকেও কৃতান্তের নির্দ্দয় দন্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। অতএব আমি আর কি বলিব, এতাদৃশ উপকারীর নিকটে আমি যাবজ্জীবন ঋণী হইয়া থাকিলাম"।

অনন্তর অতিথি বলিলেন, "বন্ধো হডিড্রক! কল্য আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব, অতএব আর আমার পরিচয় বিষয়ে তোমাদিগের সন্দেহ রাখা উচিত নহে। বোধ হয় আমার পরিচয় পাইলে তোমাদের চিত্ত প্রফুল্ল হইবে। আমি হুমায়ুন বাদশাহ, বিদ্রোহিবর্গদ্বারা উত্যক্ত হইয়া আমি সিংহাসন চ্যুত হইয়াছি, এক্ষণে কোন বিদেশীয় রাজার আশ্রয় না লইলে আমি কোন মতেই স্বীয় রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইব না"।

"মহারাজা হুমায়ুন" এই কথা শ্রবণ করিবা মাত্র

হড্ডিকেরা পতিপত্নী উভয়ে তাঁহার পদানত হইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগিল, এবং কহিল "মহারাজ! আপনি অজ্ঞাত এবং অপরিচিতভাবে এ দীনহীনদিগের সহিত কিয়দ্দিন বসতি করিয়াছিলেন, তাহাতে যে কত দুঃখ সহিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করা যায় না। আমরা যথা-যোগ্যরূপে আপনকার মানরক্ষা করিতে পারি নাই"। হড্ডিক এইরূপ নানাপ্রকার খেদ প্রকাশ পূর্ব্বক কতই বিলাপ করিতে লাগিল।

মহাপুরুষ হুমায়ুন বাদশাহ তখন প্রেমভাবে তাহা-দিগকে কহিলেন, "উঠ, উঠ, পদানত হইয়া তোমাদিগের বিলাপ করা উচিত নহে, তোমরা আমার ভ্রাতা ও ভগিনী স্বরূপ। প্রার্থনা করিতেছি, ঈশ্বর তোমাদিগের সকলকে কুশল প্রদান করুন, ভবিষ্যতে যেন আর তোমাদিগের এরূপ কষ্ট না হয়। এক্ষণে আমি আশীর্ব্বাদ স্বরূপ তোমা-দিগকে নিজ অঙ্গুরীয় এবং আর কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতেছি উঠিয়া গ্রহণ কর"।

এই কথা বলিয়া মহারাজ হুমায়ুন আপনার অঙ্গুলী হইতে এক মহামূল্য অঙ্গুরীয় খুলিলেন; তদুপরি শুভ্রকান্তি এক হীরক মণি ছিল, অত্যুত্তম মণিকার এবং ঐশ্বর্য্যশালী লোক ব্যতীত ঐ রত্নের মূল্যের কথা কেহই বলিতে পারে না। ঐ অঙ্গুরীয় এবং দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ একটী বগলী আপন প্রাণদাতা হড্ডিকের হস্তে দিয়া পরদিন প্রভাতে হুমায়ুন অশ্বারোহণ করিলেন। তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছেন, অতএব ঘোটকপৃষ্ঠে উপবেশন করিতে তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট হইলনা। কিন্তু যাইবার সময় মনোদুঃখের আর সীমাপরিশেষ রহিল না। তাঁহার

বিরহে ঐ দরিদ্র পরিবারদিগকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাহার নয়নযুগলহইতে ধারাবাহিক অশ্রু পতিত হইতে-লাগিল।

মহারাজ হুমায়ুন ঐ দরিদ্র হজ্জিকদিগকে যে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা উহাদিগের পক্ষে বিপুল ঐশ্বর্য্য কহিতে হইবে, পরিমিত ব্যয় করিয়া তাহারা যদি নৃপদত্ত ধনকে রক্ষা করিতে পারে, তবে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে কস্মিন্‌কালেও দুঃখ পাইবেনা। একেবারে এত প্রচুর অর্থ তাহাদের পূর্ব্বে কখন নয়নগোচর হয় নাই, এজন্য উহা প্রাপ্ত হইয়া তাহারা সজল নয়নে ভূপতিকে কতই ধন্যবাদ করিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হড্ডিকের সম্পত্তি বৃদ্ধি, আপনি নীচ জাতি বলিয়া তাহার মনোদুঃখ, অহল্যার প্রতি গৌতমের প্রণয়-সঞ্চার, গৌতমের প্রতি অহল্যার অপ্রবৃত্তি, অহল্যার প্রাণরক্ষার্থে গৌতমের প্রাণদান, অহল্যার স্বপ্ন দর্শন।

এই কাল অবধি হড্ডিক পরিবারদিগের দুঃখ দূর হইল। মহারাজা হুমায়ুন প্রস্থানকালে তাহাদিগকে যে অর্থ দিয়াগেলেন, হড্ডিক তাহার কিয়দংশদ্বারা গোমেষাদি পশু ক্রয় করিল, এবং বনে বনে মাঠে মাঠে চরাইয়া সে ঐ পশুদিগকে তৃণ ভোজন করাইত, অর্থব্যয় করিয়া তাহাদিগের আহারীয় তৃণ প্রায় ক্রয় করিত না। এইরূপে নিরন্তর গোমেষাদি-ক্রয়-বিক্রয়-দ্বারা তাহার অর্থ সম্পত্তি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া হড্ডিক এই ব্যবসা করিতে করিতে বিস্তর লাভ পাইয়া কতিপয় বৎসরের মধ্যে একজন ধনবান মনুষ্য হইয়া উঠিল।

হড্ডিকের জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম অহল্যা, ক্রমে ক্রমে ঐ কন্যার বয়োবৃদ্ধি হওয়াতে, বাল্যাবস্থায় তাহার যেরূপ রূপমাধুরীর কথা কহিয়াছি, যৌবনকালে তাহার সৌন্দর্য্য তদপেক্ষা অধিকতর হইতে লাগিল। তাহার অলৌকিক-রূপলাবণ্য-দর্শনে সকল ব্যক্তিই বিমোহিত হইয়া অত্যন্ত প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ হড্ডিক

বলিয়া কোন ভদ্রলোক তাহার পাণিগ্রহণ করিতে আসিল না; অতএব বিবাহ না হওয়াতে ঐ কামিনী মর্ম্মান্তিক মনোদুঃখে কালযাপন করিতে লাগিল। স্বজাতি সকল হড্ডিকই প্রায় দীন হীন দরিদ্র, তাহাদের সহিত পরিণয় হইলে কিরূপে তাহার সুখসম্ভোগ হইতে পারে, এই চিন্তায় মগ্ন হওয়াতে তাহার চিত্তে কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি রহিল না—মনোদুঃখ হেতু দিন দিন তাহার রূপলাবণ্যের বিকার জন্মিতে লাগিল। কোন ভদ্রসন্তানের গৃহধর্ম্মিণী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিব, অবোধ বালা দিবারাত্রি কেবল এই নিরর্থক চিন্তাই করে, কিন্তু আপনি কি জাতি এবং কি অবস্থাতে জন্মিয়াছে, অভিমানপ্রযুক্ত তাহার কিছুমাত্র বিবেচনা করে না।

হড্ডিক, প্রফুল্লবদনা নিজকন্যাকে দিন দিন মলিনবদনা দেখিয়া মনোদুঃখে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিল, "এ সংসার ঊর্ণনাভ জীবের পাশস্বরূপ, তাহাতে পতিত হইলে কোন ব্যক্তিই অক্লেশে বিমুক্ত হইতে পারে না। যে অর্থ আমাকে আপন সজাতীয় লোক হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে, সেই অর্থই আমার দুঃখরূপ পুষ্পের মুকুলের স্বরূপ, অচিরাৎ তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া অতিশয় মন্দফল ফলিবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্র কাষ্ঠে বেষ্টিত জরি খসাইয়া লইলে যেমন সেই জরি কোন মতেই সোজা হইয়া থাকে না, সাংসারিক সুখও সেইরূপ সরল ভাবে তাহা লাভ করা সুকঠিন"।

এইপ্রকার চিন্তা করিয়া হড্ডিক সিদ্ধান্ত করিল, বিপুল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিয়াও মনুষ্য জাতি কোন প্রকারে সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না। খরতর রবিকিরণদ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

উদ্ভিজ্জ যেরূপ শুষ্ক হইয়া যায়, ঐশ্বর্য্যরূপ জ্যোতির প্রভাবে সেইরূপ মনের সুখ লুপ্ত হইয়া যায়, নানাবিধ উৎকণ্ঠাদ্বারা ঐ সুখরূপ উদ্ভিজ্জে কুশল বীজ অঙ্কুরিত না হইতে হইতেই একেবারে তাহা শুষ্ক হইয়া কালপ্রাপ্ত হয়। আমার বিবেচনায় ঐশ্বর্য্যসুখরূপ আলোকাপেক্ষা বরং দৈন্যরূপ মেঘ ভাল, তাহাতে বড় একটা ঘোরতর অন্ধকার নাই, এজন্য অল্প অল্প আলোকদ্বারা, চিরস্থায়ী না হউক, অন্ততঃ কিছুকালের নিমিত্তেও তাহাতে সুখানুভব হয়। সম্পত্তি কালের প্রখরকিরণে যেমন সতত উদ্বেগ, দৈন্যকালে তেমন নহে। তাহার এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, বাণিজ্য দ্বারা হড্ডিক বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া অত্যন্ত ধনাঢ্য হইয়া উঠিলে, অন্যান্য দীন হীন হড্ডিকেরা তাহার সহিত সম্ভাষণ করিতে আসিত না, আপনাদিগকে অত্যন্ত দুঃখী জানিয়া তাহারা তাহার সহিত সংসর্গ করিতে ভয় করিত, অতএব তাহাকে নিরন্তর একাকী এক নির্জন স্থানে বাস করিতে হইয়াছিল।

ঈশ্বর নিজসৃষ্ট মনুষ্যদিগকে পরিণয়রূপ প্রণয়জালে বদ্ধ করিয়াছেন, কেননা ঐ প্রকৃতপ্রণয়রূপ পরস্পর স্নেহ দ্বারা মনুষ্য জাতির নির্ম্মল আনন্দ উদ্ভব হইতে পারিবে। অপরাপর নীচ লোকেরা ঐ ভদ্র হড্ডিকের সহিত সর্ব্বপ্রকারে সংস্রব ত্যাগ করাতে স্বজাতির সমাজে তাহার এক প্রকার অখ্যাতি হইয়াছিল, ইহাই তাহার কন্যার বিবাহে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইল। এতদ্দেশীয় লোকেরা যতই ধনবান হউন, স্বজাতি মধ্যে নম্রভাবে না চলিলে তাহারা কোন মতেই আপনাদের জ্ঞাতিকুটুম্বের প্রীতিভাজন হয়েন না। অহল্যা হড্ডিকা গুণ

সৌন্দর্য্য এবং [illegible]সে অভিমানিনী হওয়াতে, সে নিজ জাতিকুটুম্বের নিকটে নম্রভাবে চলিত না, এজন্য তাহা-রাও তাহাকে অন্তরে অতিশয় ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করিত।

কিয়দ্দিন পরে হটেন্টকদিগের মধ্যে অনেকানেক যুবা পুরুষ পরমসুন্দরী অহল্যার সহিত বিবাহসঙ্কল্প করিয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, কিন্তু সে তাহাদের কাহাকেও মনোনীত করে নাই। কারণ, জ্ঞান বুদ্ধি সকল বিষয়ে তাহারা পশুতুল্য, তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া মনুষ্যের ঘৃণা ও ক্রোধ উপস্থিত হয়, অতএব বুদ্ধিমতী পরমরূপসী কামিনী কি রূপে তাদৃশ বিসদৃশ লোকের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারে? অহল্যার এ অহঙ্কারকে স্বভাববিরুদ্ধ অহঙ্কার কহা যায়না। স্বজাতীয় লোকদিগকে দেখিলে তাহার কোমল অন্তঃকরণে কেবল দুঃখই উপস্থিত হইত। [illegible] জাতির কন্যা হইলে তাহার সৌন্দর্য্য ও তা-হার পিতার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কতজনে স্ত্রীরত্ন লাভ হেতু তাহার উপাসনা করিত, সদ্বংশোদ্ভব উত্তম বরের নিমিত্ত তাহার পিতাকে কিছুমাত্র ক্লেশ পাইতে হইত না। আহা! এই যৌতুকলোভে মুগ্ধ হইয়া কতলোক কাণা খোঁড়া কুৎসিত কন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু কি দুঃখ! অহল্যা স্বর্গবিদ্যাধরীর ন্যায় পরমা সুন্দরী কন্যা, উত্তম [illegible] সকল জাতিতেই তাহার রূপের প্রশংসা করিত, এবং তাহার পিতা বিপুল ঐশ্বর্য্যবন্ত লোক ছিল, তথাপি জাত্যভিমানহেতু কোন ব্যক্তিই তাহাকে বিবাহ করিতে সঙ্কল্প করিল না; সুতরাং স্বজাতির [illegible] মনোনীত পাত্র না পাইয়া অবলা বালা মনোদুঃখে কালযাপন করিতে লাগিল।

অবশেষে গৌতম নামে একজন ঋত্বিকযুবা অহল্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়া কায়মনোবাক্যে অতিশয় উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু ঐ কামিনী নেত্রোন্মীলন করিয়া তাহাকে অবলোকন করিতনা, কথা কহিতে হইবে বলিয়া সে আপনার বিম্বোষ্ঠদ্বয় বদ্ধ করিয়া রাখিত। গৌতম যুবাপুরুষ, বুদ্ধিমান লোক, সে দেখিতে বড়একটা কুৎসিত ছিলনা। ঋত্বিক জাতিদিগের মধ্যে গৌতমের তুল্য সচ্চরিত্র সুপুরুষ পাওয়া দুর্লভ, তথাপি ঐ অহল্যা সুন্দরী তাহার প্রতি প্রণয়বতী হইল না। ইহা দেখিয়া গৌতম মনে২ স্থির করিল, প্রাণ যায় তাও স্বীকার, যাহাতে আমি ঐ পরমসুন্দরী কামিনীর প্রীতিভাজন হই, সাধ্যমতে তাহার চেষ্টা করিতে কিছুমাত্র ক্রটী করিব না, দেখি, স্ত্রীজাতিকে সকলে অতিশয় সরলচিত্ত কহে, আমার ভাগ্যে অহল্যা সুন্দরী সরলা হয় কি না।

এই বিবেচনা করিয়া গৌতম কেবল অহল্যার প্রতি একান্তচিত্ত হইয়া বাটীপরিত্যাগপূর্ব্বক বহির্গত হইল, এবং অহল্যা যেখানে যেখানে যাইত, সেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত; প্রেমনিদর্শন কোননা কোন সামগ্রী প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বদা আপন হস্তে রাখিত, এবং সাক্ষাৎ হইলেই প্রেয়সী অহল্যাকে তাহা উপঢৌকন দিত। কিন্তু বুদ্ধিমতী অহল্যা তাহা গ্রহণ করিত না, বরং সুশীলভাবে পরিত্যাগ করিয়া বিস্তর শিষ্টাচার করিত। ইহাতেই তাহার নিষ্কপটতা প্রকাশিত হইয়াছিল। এক দিন দৈবক্রমে গৌতমের সহিত অহল্যার বিরলে সাক্ষাৎ হইলে, গৌতম তাহাকে কহিল, হে প্রিয়ে! আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমাকে স্নেহ করিয়া থাকি, কিন্তু তুমি আমার প্রতি

কিঞ্চিন্মাত্র স্নেহ কর না, বরং অতিশয় অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা কর কারণ কি ?”

এই কথা শ্রবণে অহল্যা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, “গৌতম ! তুমি কেমন কথা কহিতেছ ? আমি তোমার প্রতি প্রণয় প্রকাশ করিনা সত্য, এজন্য যে তাচ্ছীল্য অথবা ঘৃণা করিয়াথাকি ইহা তুমি মনেও করিও না। প্রেম স্বভাবতঃ মনুষ্যের অন্তঃকরণে কাহার উপর হয়, এবং কাহার উপর লাও হয় ; চেষ্টা করিয়া যে প্রেম করা তাহাকে কৃত্রিম অথবা কাল্পনিক প্রেম কহে। অতএব স্নেহ আমার বশীভূত হইলে আমি অবশ্যই তোমাকে স্নেহ করিতাম”।

অহল্যার এই বচনে গৌতম মনে মনে দুঃখিত হইয়া কহিল, “প্রেয়সি ! আমি একটী কথা বলি রাগ করিওনা, তুমি সুন্দরী হও আর না হও হড্ডিক জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছ, আমিও হড্ডিক জাতীয়, অতএব কিজন্য তুমি আমাকে স্নেহ কর না তাহা বল ? যাবজ্জীবন বিবাহ না করিয়া তুমি কি জীবনযাপন করিবে স্থির করিয়াছ ? হড্ডিকতনয়ে ! হড্ডিক বিনা আর কোথায় তুমি উত্তম জাতীয় পতি পাইবে” ?

আলাযন্ত হড্ডিকের কন্যা গৌতমকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, “আমি বিবাহ করিব যথার্থ বটে, কিন্তু মনের মত পতি চাহি। চিরকাল কুমারী থাকিয়া যদ্যপি আমাকে কাল ক্ষেপণ করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি আমি অ-যোগ্য পাত্রে কদাপি পাণিপ্রদান করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি রূপ লাবণ্য এবং সদ্গুণ দ্বারা আমার মন হরণ করিতে না পারে, কিরূপে আমি তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রেমজালে যাবজ্জীবন বদ্ধ হইতে পারি” ?

গৌতম হাস্য করিয়া কহিল, "প্রিয়ে! তুমি অল্পবয়স্কা বালিকার ন্যায় কথা কহিতেছ। তোমার কথাতে উত্তর প্রত্যুত্তর চলে না। বল দেখি কোন্ কালে কোন্ রমণী স্বজাতি ও কুটুম্বকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন সদ্বংশজ আর এক পুরুষকে বিবাহ করিয়াছে। মনের মত পতি তুমি কোথায় অন্বেষণ করিয়া পাইবে তাহা আমাকে বল"।

অহল্যা তখন সরল ভাবে বলিল, "গৌতম! বলিতে কি সদ্বংশোৎপন্ন সদ্গুণসম্পন্ন বর না পাইলে কখনই আমি বিবাহ করিব না"। এই কথা শ্রবণ করিয়া হতভাগ্য গৌতম সজলনয়নে বলিল, "অহল্যে! যে পৃথিবী তোমাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, জগন্মাতা এই ধরণীকে আমি অর্চনা করিয়া থাকি। তাঁহাকেই সাক্ষিণী করিয়া আমি নিষ্কপট ভাবে বলিতেছি তুমি, আমার সর্ব্বস্ব ধন। দিবারাত্রি কেবল তোমার রূপমাধুরী আমার হৃদয়ভাণ্ডারে শোভা পাইতেছে। প্রিয়ে! তুমি মিথ্যাভ্রমের বশবর্ত্তিনী হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিও না। ভাল জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণ সকলবর্ণের শ্রেষ্ঠ, এই জন্যই কি তুমি ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে চাহ?"

অহল্যা বলিল, "না শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলিয়াই আমি যে ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিব, একবারও তুমি এমত বিবেচনা করিও না। স্পষ্ট কহিতেছি, যে ব্যক্তি আমার স্নেহের পাত্র এবং প্রেমের আধার না হইবে তাহার সহিত কোনমতেই আমি পতিত্ব সম্বন্ধ করিব না। সত্য বলিতে কি, দেশীয় প্রথানুসারে ইতরজাতীয় হড্ডিকেরা অতিশয় নীচপদপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব তাহারা আমার আন্তরিক স্নেহের পাত্র কিরূপে হইতে পারে"?

গৌতম কহিল, "অহল্যে, তুমি কহিতেছ প্রেমের আধার না হইলে তাহাকে বরমাল্য প্রদান করিবে না। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যদ্যপি কোন হড্ডিক তোমার প্রীতিভাজন হয়, তবে তুমি তাহাকে পতিত্বে গ্রহণ করিবে কি না"?

অহল্যা কহিল, অকপট-প্রণয়-ভাজন হড্ডিককে আমি বিবাহ করিতে অসম্মতা নহি, কিন্তু নীচজাতি বলিয়া কোন প্রকারেই তাহার উপরে আমার প্রেম হইতেছে না। গৌতম! স্বজাতীয় নীচ লোকদিগের প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকিলে অবশ্যই তুমি আমার স্নেহের পাত্র হইতে। অধিক কি বলিব জঘন্য হড্ডিকদিগের নামে আমার শরীরে লোমাঞ্চ হয়। তাহাদিগের উপরে আমার অত্যন্ত বিরুদ্ধ ভাব। যথার্থ কহিতেছি এ ভাব আমার অন্তঃকরণ হইতে কোন প্রকারে দূরীভূত হইবে না। আমরা সকল-জাতি হইতে বহির্গত; প্রাণ ধারণ করিয়া আমি এ দুর্নাম আর সহ্য করিতে পারি না। অতএব আমি সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, কোন সদ্বংশজাত মহাপুরুষের গৃহিণী হইতে বাসনা করিয়াছি, পরিণয় ও প্রণয় দ্বারা যদি আমি ভদ্রলোকের দলে পরিগণিতা হই, তাহা হইলেই আপনাকে অতিশয় কৃতকৃতার্থ বোধ করিব"।

গৌতম কহিল "আহা অহল্যে! ভ্রমাত্মক অভিলাষ-দ্বারা তুমি আপনিই কেবল অসহ্যযন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, এমত নহে; আমাকেও তোমার দুঃখের ভাগী হইতে হই-য়াছে। শুন প্রিয়ে! তোমার প্রণয়ে আমার কিছুমাত্র বিপ-রীত ভাব নাই, কারণ তোমার সহিত সংযুক্ত হইয়া যদি আমাকে কেবল ক্লেশ ভোগও করিতে হয়, তাহাও আমি শ্লাঘ্য করিয়া মানিব। উত্তম উপলব্ধি হইতেছে,

তোমার এইরূপ অসম্ভব আকাঙ্ক্ষাতে ভবিষ্যতে আমাদের উভয়কে কতই যে যাতনা পাইতে হইবে তাহার সীমা পরিশেষ নাই। যাহা হউক, আমি তোমার শরণাগত ও আশ্রিত, আশ্রয়হীন অধীন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। সুন্দরি! আমি বিনয় করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আশাবারি প্রদান করিয়া তুমি আমার এই তাপিত প্রাণকে স্নিগ্ধ করিতে অসম্মত হইও না"।

অহল্যা বলিল "নিতান্ত কার্পণ্য প্রকাশ করা মনুষ্যের সর্ব্ব প্রকারেই অকর্ত্তব্য। আমি শঠতা করিয়া তোমার আশাবারি বৃদ্ধি করিতে পারিব না। বিধাতা আমাদের উভয়ের সম্মিলনে প্রতিবন্ধক স্বরূপ একখান অতি ভারি প্রস্তর স্থাপিত করিয়াছেন, সহজে উহা স্থানান্তর করিবার সুযোগ নাই। অতএব গৌতম! নিশ্চয় কহিতেছি, আমি কোন প্রকারে তোমার পত্নী হইতে পারিব না।

গৌতম কহিল "অহল্যে! তুমি দৈবের উপরে মিথ্যা দোষারোপ করিও না। দৈব আমাদিগের সম্মিলনে প্রতিবন্ধক নহেন, তোমার নিজ অভিমান এবং অহঙ্কারই প্রতিবন্ধকের মূল কারণ"। এই কথা বলিয়া গৌতম বিলাপ করিতে লাগিল।

ঋষিকন্যা এই কথাতে অধোবদন হইয়া গৌতমকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা বল; কিন্তু আমি যাহা মনে মনে স্থির করিয়াছি, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইতে পারিবে না। তুমি অন্য কোন রমণীকে আপন মনোনীত করিয়া লও। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে। তুমি আমার প্রত্যাশা আর এক দিনের নিমিত্তেও করিও না"।

এই রূপে সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তির অভিমান প্রযুক্ত অহল্যা কোন হড্ডিকের সন্তানকে বরমাল্য প্রদান করিল না। ক্রমে২ তাহার বয়ঃক্রম যোড়শ বৎসর হইল। অবিবাহিত যুবতী কন্যাকে বাটীমধ্যে নিরন্তর খিন্ন মনে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া তাহার পিতা মাতার দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। অহল্যা কেবল তাহাদের একমাত্র কন্যা, এজন্য হড্ডিক এবং হড্ডিকপত্নী উভয়েই তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত, সুতরাং তাদৃশ প্রেমাস্পদীভূত কন্যাসন্তানের এরূপ দুরবস্থা দর্শন করা তাহাদের নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল। স্বজাতীয় হড্ডিকদিগের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে তাহার পিতার কোন আপত্তি ছিল না। কারণ, তাহা হইলে কোন কুলই অপবিত্র হইত না, এবং তাহার ঐ পরমসুন্দরী কন্যাকে চিরকাল অনূঢ়াবস্থায় থাকিয়া এতাদৃশ অসহ্য দুঃখ ভোগ করিতে হইত না, কোন হড্ডিকের গৃহিণী হইয়া অনায়াসে নিষ্কলঙ্ক সুখ সম্ভোগ করিতে পারিত। প্রৌঢ় যুবতী পরম রূপবতী বিধবা কন্যাকে বাটীতে রাখিয়া পিতা মাতা সর্ব্বদা যেরূপ সশঙ্কচিত্ত থাকেন, এবং ঐ কন্যার মলিন মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়া যেরূপ দুঃখানলে তাহাদিগকে অনবরত দহ্যমান হইতে হয়; নবযুবতী অহল্যাকে অবিবাহিত দেখিয়া তাহার জনকজননী উভয়েরই সেইরূপ দুরবস্থা হইল।

হড্ডিক মনে মনে চিন্তা করিল, আমি হিন্দুজাতি। হিন্দুরা কন্যার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে তাহার পাণিগ্রহণের নিমিত্ত বরপাত্র অন্বেষণ করিয়া আনেন, দ্বাদশ বর্ষ বয়সের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে না পারিলে কুলে

কলঙ্ক হয়। আমার অবিবাহিতা ষোড়শীকন্যা গৃহবাসিনী হইয়া রহিয়াছে, আমি কিরূপে লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারি। অতএব স্বজাতীয় কোন নিজকুটুম্বকে আনিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কন্যাপ্রদানে সম্মত হইতে হইল।

অনন্তর হরিভক্ত নিজপত্নীদ্বারা আপন মনোগত অভিপ্রায় অহল্যাকে জ্ঞাত করাইলে পর, অহল্যা তাহার মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "জননি! পিতা মহাশয়কে আপনি দুঃখ করিতে নিষেধ করুন। আমি যাবজ্জীবন অনূঢ়াবস্থায় থাকিলে, যদ্যপি সহস্র সহস্র দুঃখ ভোগ করিতে হয় তাহাও আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সহ্য করিতে সম্মত আছি, তথাপি যে ব্যক্তি ভদ্রসমাজে মস্তক তুলিয়া কথা কহিতে পারে না, এমত নীচ অযোগ্য স্বামীর পত্নী হইতে আমার ক্ষণমাত্রও বাসনা হয় না। মাতঃ! বল দেখি যাহাদিগের মস্তকোপরি বৃহদ্বৃহৎ অক্ষরে "অত্যধম নীচ" শব্দ লিখিত রহিয়াছে, এই নবযৌবনরূপ অমূল্য নিধি আমি কেমন করিয়া তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হই"।

যে যুবা পুরুষ গৌতম তাহার প্রেমাভিলাষী হইয়াছিল, পূর্ব্বেই কহিয়াছি তাহার রূপ অতি মনোরম। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে দীনদরিদ্র হওয়াতে, অত্যপকৃষ্ট নীচবৃত্তিদ্বারা তাহাকে জীবিকা উৎপাদন করিতে হইত। কলিকাতাসহরে পর্ব্বতীয় ধাঙ্গড়েরা রাজপথ, গলি, ঘুঁজি, নরদমা প্রভৃতি যেরূপ পরিষ্কার করিয়া থাকে, গৌতমও সেইরূপ এক গ্রামের মধ্যে নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। মধ্যে মধ্যে সে মাঠে যাইয়া বিস্তর গোময় সংগ্রহ করিয়া আনিত। দরিদ্র হিন্দু অথবা অন্য কোন ইতর লোকদি-

গের গৃহ পরিষ্কার করিতে হইলে সে ঐ গোবিষ্টদ্বারা তাহাদের গৃহলেপন করিয়া দিত; এবং শ্মশানে গ্রামস্থ লোকদের শব দাহ কালীন গর্ত্তখনন চিতাসজ্জা প্রভৃতি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সকল কর্ম্মই প্রস্তুত করিয়া দিত। এতাদৃশ জঘন্য নীচ কর্ম্ম ব্যতিরেকে তাহার দিনপাতের আর অন্য কোন উপায় ছিল না।

পরম রূপসী অহল্যা কামিনী, সুশ্রী এবং সুশীলতার জন্য গৌতমকে অতিশয় প্রশংসা করিত। কিন্তু দীনদরিদ্র বলিয়া তাহার সহিত প্রকাশ্য রূপে সম্ভাষণ করিতেও ইচ্ছা করিত না। শরণাপন্ন অধীন জানিয়া কখন ২ গোপনে তাহাকে নিজ সম্মুখে আনয়ন করিত বটে, কিন্তু তাহার ঐ সকল উপজীবিকার বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইলেই একেবারে তাহার সমুদায় শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইত না; তখন অন্তঃকরণের বৈকল্য হেতু সে অচেতনপ্রায় হইত। আহা! অবলা কামিনী আপন অভিমান বশতঃ আপনি মনে২ কতই লজ্জিতা হইত। দীনহীন গৌতম কি লোভ দেখাইয়া এতাদৃশ মনোমোহিনীর মন হরণ করিতে পারে? প্রেয়সীর অশ্রদ্ধা দেখিয়া পরিত্যক্ত উপাসকের ন্যায় তাহার আর দুঃখের পরিসীমা থাকিত না, তাহার নয়ন যুগলে অনবরত কেবল ধারাবাহিক অশ্রু পতিত হইত।

গৌতমের এই অবস্থা দেখিয়া অহল্যার জননী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া একবার মনে করিল, তনয়ার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, আমি, যাহাতে উভয়ের সম্মিলন হয়, তাহার চেষ্টা করি। কিন্তু বরাঙ্গনা অহল্যার গৌতমের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধাহেতু সে আপনার মানস সিদ্ধ

করিতে না পারিয়া, মিষ্ট বাক্যদ্বারা কন্যাকে নানাপ্রকার বুঝাইতে আরম্ভ করিল।

এক দিন অহল্যা পিতৃনিকেতনের কোন নির্জ্জনস্থানে বসিয়া অধোবদনে ভাবনা করিতেছে, এমন সময়ে তাহার গর্ব্ভধারিণী নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, "বাছা অহল্যে! তুমি নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে আপন সোণার শরীর কালি করিয়া ফেলিলে। বৃথা অভিমানে অভিমানিনী হইয়া আপনিও যৎপরোনাস্তি দুঃখ পাইতেছ, এবং আমাদিগের সকলকেও দুঃখ দিতেছ। বৎসে! আমার কথা রাখ। গৌতম সুপুরুষ, তোমার প্রতি তাহার অত্যন্ত অনুরাগ, তুমি কেন বিরাগ প্রকাশ করিয়া তাহাকে অশ্রদ্ধা কর? যে পুরুষ অনুগত হইয়া সর্ব্বদা স্ত্রীলোকের উপাসনা করে, স্বভাবতঃ সেই ব্যক্তিইতো কামিনীর প্রীতিভাজন হয়। ইহা ভিন্ন তুমি আর কি চাও তাহা বল"।

এই কথা শ্রবণে অহল্যা সসম্ভ্রমে গর্ব্ভধারিণীকে নমস্কার পূর্ব্বক কহিল, "জননি! আপনকার কথা আমি শিরোধার্য্য করিয়া মানি। কিন্তু কি করিব, সকলের মানসিক ভাব সমান নহে; মনের গতিতে একবার যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, পুনর্ব্বার তাহা অন্যথা করা অতিশয় দুষ্কর। ধৈর্য্য-শক্তিদ্বারা আমি আপন মনোগতভাবসকল সম্বরণ করিতে পারি, ইচ্ছা হয়তো আমি তাহা বশীভূত করিয়া নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিতে পারি। পরন্তু একবারেই ঐ মনোগত ভাবসকল অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত করা বড়ই সুকঠিন। পরিবর্ত্তকরণে অভিলাষী হইলেও তাহা পরিবর্ত্ত করিতে পারিনা। গৌতমকে বিবাহ করিতে আপনি অনুরোধ করিবেন না। ও ব্যক্তির প্রতি আমার কোন মতেই

প্রণয়প্রবৃত্তি হয় না ! মাতঃ! সত্য কহিতেছি, আমি কোন প্রকারে হড্ডিকজাতীয় পুরুষকে কখন বিবাহ করিব না। পরিণয় হইলে প্রণয়দ্বারা এ সংসারে যদি কিছু সুখ থাকে, থাকুক, আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দুঃখকে আপন মনোনীত করিয়া লইতেছি। চিরকাল অনূঢ়াবস্থায় থাকাতে যে দুঃখ উৎপন্ন হইবে, বরং তাহা আমি অনায়াসেই সহ্য করিতে পারিব, কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তিকে কোন মতেই বিবাহ করিতে পারিব না। এতাদৃশ অপকৃষ্ট সম্মিলনে আমি যে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সুখী হইব, মাতঃ! তুমি একবারও এমন বিবেচনা করিও না"।

অহল্যার জননী তখন অহল্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "বৎসে! অভিমানমদে উন্মাদিনী হইয়া তুমি এমন আস্পর্দ্ধা করিও না। যে অবস্থায় জন্মিয়াছ তাহাতেই সন্তুষ্টা থাক, অবস্থান্তর প্রাপ্তির বাসনা কেবল বুদ্ধির বৈ-লক্ষণ্য মাত্র। হে নিবুর্দ্ধি কন্যে! তুমি মিছা মিছি ক্লেশ পাইয়া আপনদশাকে উৎকৃষ্ট করণের চেষ্টা পাইতেছ কেন ?"

এই কথা শ্রবণ করিয়া মিষ্টভাষিণী যুবতী তখন বিনয় বাক্যে মাতাকে বুঝাইতে লাগিল, "জননি! নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ হওয়াতে যে পর্য্যন্ত অবমানিতা হইতেছি, তাহা বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। উত্তম মধ্যম সকল জাতিই আমাদিগকে দেখিলে অতিশয় অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে। আমি নিন্দাতে মুখ তুলিয়া লোকসমাজে কথা কহিতে পারি না। লোকে স্থির জানে হড্ডিকেরা সকল জাতির অধম। অতএব এই ঘৃণাকর জঘন্য জাতির সহিত বাস করিতে আমার ক্ষণমাত্র বাসনা নাই। সামাজিক

আচাররূপ দূষিতবায়ুদ্বারা বহুবৎসর পর্য্যন্ত পরিবিদ্ধ থাকাতে আমার আন্তরিক সুস্থতার অনেক হানি হইয়াছে। এক্ষণে ইহা হইতে পরিমুক্ত হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব। জননি! মনুষ্যমাত্রেরই অন্তঃকরণে আশা-লতা প্রবলা হইয়া থাকে। স্বপ্নেও কেহ ভাল বই মন্দ প্রত্যাশা করে না। বল দেখি, ভদ্র সমাজে মান্য এবং গণ্য হইতে কাহার বাসনা নাই! মানবজন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানত্বের বাসনা উৎপন্ন হয়। মাত! তুমি আমার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইও না। এক্ষণে আমার উত্তম উপলব্ধি হইতেছে, বিধাতা আমাকে এরূপ হীনাবস্থায় আর বহুকাল পর্য্যন্ত রাখিবেন না, কোন না কোন সুযোগদ্বারা অবশ্য আমার এ দুরবস্থা বিমোচন করিবেন"।

মাতা কহিল, "কন্যে! এই সকল মনোগত অভিলাষ হেতু তোমাকে উৎকট বিপদে পড়িতে হইবে। এইরূপ প্রত্যাশা কন্টকবৃক্ষবৎ তোমার হৃদয়ক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইয়া উঠিলে, পুনর্ব্বার আর তুমি তাহা উৎপাটন করিতে সমর্থা হইবে না"।

অহল্যা বলিল, "জননি! ভাবনা কি? কন্টকবৃক্ষমাত্রেই কিছু হেয় নহে, গোলাপ প্রভৃতি সুন্দর পুষ্প তাহাতে উৎপন্ন হইয়াথাকে। অতএব হৃদিমধ্যে কন্টকবৃক্ষ হইলেও আমি কোন মতে অসন্তুষ্ট নহি"।

মাতা কহিল, "বালিকে, তোমার আশা যে কন্টকময় গোলাপ ফুলের বৃক্ষ হইবে ইহা তুমি কিপ্রকারে জানিলে? ফল নাই পুষ্প নাই এমন অনেক কাঁটাগাছ আছে, সে কল তোমার অন্তঃকরণে উৎপন্ন হইবার অসম্ভাবনা কি? আমার বিবেচনায় তদপেক্ষা যদি অনায়াসে সামান্য

পুষ্পবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, বরং তাহাও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্টতম বিবেচনা করা উচিত।

অহল্যা সুন্দরী কৃতাঞ্জলি হইয়া আপন প্রসূতিকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল, "জননি! অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, সেই সুখই পরম সুখ। যে ব্যক্তি কস্মিন্‌কালে কোন দুঃখ পায় নাই, সুখ কেমন পদার্থ, সে কিরূপে জানিতে পারে। দুঃখ সুখের পরম বন্ধু, অর্থাৎ দুঃখের পর সুখ হইলে, যেরূপ আনন্দ বৃদ্ধি হয়, নিরন্তর সুখভোগি ব্যক্তিরা তাদৃশ আনন্দ কোন প্রকারেই অনুভব করিতে পায় না। মাতঃ! ভবিষ্যতে বিপুল সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করিবার নিমিত্ত আমি বর্ত্তমানে এই সকল কষ্ট সহ্য করিতেছি"।

অনন্তর হড্ডিকপত্নী দেখিল দুহিতা কোন প্রকারে তাহার পরামর্শ শুনিবেক না, আপন উচ্চমনোরথ-সিদ্ধি বিষয়ে একপ্রকার স্থিরপ্রতিজ্ঞা হইয়াছে, প্রতিবাক্যদ্বারা সে সকল কথাতেই আপত্তি উত্থাপিত করে। অতএব নিতান্ত নিরাশ হইয়া হড্ডিকদারা আর অন্য কোন উপায় দ্বারা কন্যার মনে প্রবোধ জন্মাইতে চাহিল না, তাহার মনে মনে নানাবিধ অনিষ্টশঙ্কা হইতে লাগিল। সে বিবেচনা করিল "অভিমানপ্রযুক্ত অহল্যা জাত্যন্তর হইয়া বোধ হয় কুপথগামিনী হইবে, ইহার গর্ব্ভের সন্তানেরা অযশে লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিবে না, হিন্দুদিগের মধ্যে অত্যপকৃষ্ট নীচ জাতিরাও তাহাদিগকে দেখিলে অতিশয় অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই"।

অহল্যার এই রূপ দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া তাহার জনক

জননী উভয়েই সমান কাতর হইল। কিন্তু ঐ একটী মাত্র কন্যা বলিয়া পিতা তাহার প্রতি বড়ই অনুরাগী ছিল, এজন্য কন্যার এতাদৃশ বিসদৃশ কুসংস্কারেও কিছু মাত্র নিষেধ করিত না। ইহাতে বোধ হইতেছে, হড়িক নিজ কন্যার সংস্কারকে কুসংস্কার বিবেচনা করে নাই, তজ্জন্য তাহা নিবারণে বড় একটা যত্ন করিত না। অপকৃষ্ট নীচ জাতি হইলে কি হইবে, সে নিজে অতি ধনবান্ ব্যক্তি ছিল, তাহার কন্যা অহল্যা যে ভদ্রসমাজে পরিগণিতা হইতে অভিলাষিণী হইবে, ইহা বড় একটা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। হিতাহিত-বিবেকের বিপরীত কর্ম্ম হইলেও সে এক দিন কন্যাকে ইহাতে প্রতিষেধ করিতে পারিত। কিন্তু তাহা নয় বলিয়া পিতা তাহাকে কিছুই না বলাতে, কামিনী আপন মনোগত অভিপ্রায়ানুসারে কর্ম্ম করিতে লাগিল।

এক দিন অহল্যা দাসী-সমভিব্যাহারে সিন্ধুনদে স্নানার্থ গিয়াছিল। জলে অবরোহণ করিয়া অবলা বালিকা আলুলায়িত কেশে অঙ্গ পরিষ্কার করিতেছে, এমন সময়ে তদনুবর্ত্তিনী হঠাৎ উচ্চৈঃশব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বালিকা মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক চারি দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, সূর্য্যকিরণ বা কতবেগে আইসে, তদপেক্ষা দ্রুততর বেগে প্রকাণ্ড একটা কুম্ভীর তাহার সম্মুখ ভাগে আসিতেছে; তদ্দর্শনে সে অতিশয় ভীতা হইয়া কম্পান্বিত-কলেবরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তেকের মধ্যে আমার প্রাণ বিনাশ হইবে, এই আশঙ্কায় হড়িক-তনয়া অজ্ঞানপ্রায় চক্ষু মুদিত করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরক্ষণেই জলের উপর হঠাৎ একটা ঘোর-

তর উচ্চ শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইলে, সে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, দুর্ভাগ্য গৌতম ঐ ভয়ঙ্কর জন্তুর করাল কবলে পড়িয়াছে। উভয়ের চক্ষে চক্ষে সংমিলন হইলে গৌতম শোকসূচক শব্দ করিয়া তাহাকে কহিল, "প্রেয়সি! নিজপ্রাণকে নষ্ট করিয়া আমি তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছি, অকিঞ্চিৎকর শরীরের নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, এ নরাধমকর্ত্তৃক তোমার অমূল্য বপু যে রক্ষা পাইল, তাহাতেই আমি আপনাকে কৃতার্থ করিয়া মানিলাম"। এই কথা না বলিতে বলিতে ঐ ভয়ানক কুম্ভীর তাহাকে মুখে করিয়া গম্ভীর নীরে নিমগ্ন করিয়া ফেলিল। ঐ স্থানের উপরিস্থিত বারি ক্রমে ক্রমে রক্তবর্ণ হইয়া অল্পে অল্পে গোটা কতক বুদ্‌বুদ উঠিতে লাগিল। ঐ রক্তবর্ণ জল ও বুদ্‌বুদ গুলি, নদী জলের অধোভাগে দুর্ভাগ্য গৌতমের প্রাণ বিয়োগের চিহ্ন।

এই দুর্ঘটনার পর অহল্যা সজলনয়নে নদীতীরে প্রত্যাগমন করিতে করিতে মনে মনে কতই চিন্তা করিতে লাগিল, গৌতম আমার পরম হিতৈষী বন্ধু, আহা! সে আমার নিমিত্ত আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছে। এই প্রকার ভাবনা করিতে করিতে বরাঙ্গনা নদীকূলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। তদনুবর্ত্তিনী দাসী আশ্বাস দিবার নিমিত্ত তাহাকে প্রবোধ বাক্যে কহিল, "ঠাকুরাণি! গাত্রোত্থান কর, প্রিয়ঙ্কর গৌতমের ন্যায় দয়ালু পুরুষ এসংসারে আমি এক জনকেও দেখিনা। নয়ন মুদিত করিয়া যৎকালে আপনি বিহ্বলাবস্থায় ছিলেন, ঐ ক্রূরতম নক্রটা তখন মুখ ব্যাদান করিয়া আপনাকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিল। আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, গৌতম আপনাকে বিপদে পতিত

জানিয়া হাহাকার শব্দে নদীতীর হইতে জলে ঝম্প দিয়া পড়িল। তখন কুম্ভীরটা আপনাকে ছাড়িয়া তাহাকেই ধৃত করিবাতে, এ যাত্রা আপনকার জীবন রক্ষা হইয়াছে। এতাবৎ বৃত্তান্ত আপনি সমুদায় জ্ঞাত আছেন কি না, তাহা নিশ্চয় না জানিয়া আমি আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণন করিলাম"।

অহল্যা নিজ সখীর মুখে গৌতমের দয়া, স্নেহ ও সাহসের কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, শোকে তাহার নয়নযুগলে ধারাবাহিক অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। সে মনে মনে কহিল, এতাদৃশ দয়াবান ব্যক্তি জীবিত থাকিলে লোকের বড়ই উপকার হইতে পারিত। অনন্তর সে বিষন্ন বদনে দাসীসঙ্গে পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। কিন্তু মনস্তাপে তাহার অন্তঃকরণ বিনানলে দাহিত হইয়া উঠিলে, সে মনে ২ বিবেচনা করিল, আহা! দুরদৃষ্ট বশতঃ গৌতম নীচকুলে উৎপন্ন না হইলে অবশ্যই আমি তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারিতাম, এতাদৃশ সদ্‌গুণান্বিত ব্যক্তি যে আমার সম্পূর্ণ স্নেহাস্পদ হইত, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অবলা অহল্যা আপনা আপনি এইরূপে প্রবোধ বাক্যে নিজ মনকে সান্ত্বনা করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কোন মতেই তাহার শোক সম্বরণ হইলনা।

এক্ষণে ভয়ানক শত্রু কুম্ভীরের গ্রাস হইতে গৌতম পরিত্রাণ পাইলে, অহল্যা তাহাকে বিবাহ করিতে পারিত, তাহার ক্ষোভ দেখিয়া এমন বিবেচনা হইতে পারে বটে, কিন্তু নীচজাতীয় হড্ডিকদিগের প্রতি যখন সাধারণে অতিশয় অশ্রদ্ধা এবং তাচ্ছীল্য প্রকাশ করে, তখন সে

যে তাহার প্রণয়িনী হইবে, কোন প্রকারে এমন স্থির বলা যাইতে পারে না।

এইরূপে কিছু দিন অতীত হইল, কোন প্রকারে হড্ডিক-পরিবারদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইল না, মনঃক্ষোভহেতু নীচজাতির গৃহমধ্যে ক্রমে ক্রমে সুখ স্বচ্ছন্দতা সকলই দূর হইয়া গেল। প্রতিদিন অর্থের আগম, কিন্তু হইলে কি হয়, মনোদুঃখহেতু তাহাদের অর্থাগমে আনন্দানুভব হইল না। শুভচনী, প্রজাপতি প্রভৃতি, ঠাকুর দেবতা-দিগের নিকটে হড্ডিক হড্ডিকা উভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া বলে, হে দেবতাগণ! আমাদিগের কন্যার বিবাহে সুবায়ু প্রদান কর। এইরূপ কতই প্রার্থনা করিল, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহাদের এ নিরর্থক প্রার্থনা সফল হইল না, দিবারাত্রি মনোমধ্যে প্রবল দুঃখ দেদীপ্যমান হইতে লাগিল।

এত ক্ষোভ, তথাপি হড্ডিক পূর্ব্ব ব্যবসায় পরিত্যাগ করে নাই, অশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া নিজ কর্ম্ম সমাধা করিবাতে পূর্ব্বসঞ্চিত ধনের বিপুল বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। কিন্তু এই প্রচুর ধনে তাহাদিগকে কিছু মাত্র আহ্লাদিত করিতে পারিল না। তদ্ধনজীবন কন্যাটী গৃহে কালসর্পীবৎ অবস্থিতি করিতেছে, কোন্ দিন কি ঘটনা হইবে তাহার কিছু মাত্র নিশ্চয় নাই। যথাযোগ্য পতির বিরহে তাহার পক্ষে সমুদয় জগৎ শূন্য বোধ হইতে লাগিল। কন্যার শোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতা মাতার মনস্তাপেরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কেননা কিছুতেই তাহারা নিজ কন্যা অহল্যা সুন্দরীর মনোনীত ভর্ত্তা আনিয়া দিতে পারিল না।

পূর্ব্বে হড্ডিক মনে মনে স্থির করিয়াছিল, "অহল্যার জন্য সদ্বংশোদ্ভব পাত্র যদি একান্তই কোন স্থানে না পাই, তবে কোন মতে প্রবোধ দিয়া গৌতমের সঙ্গেই তাহার বিবাহ দিতে পারিব, হড্ডিক জাতির মধ্যে এমন সুপুরুষ ও সুযোগ্য পাত্র নিতান্ত দুর্লভ"। কিন্তু এক্ষণে গৌতমের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হওয়াতে সে সকল আশাই বিফল হইল। তাহার অন্তঃকরণের সুখ স্বচ্ছন্দতা আর কিছুমাত্র রহিল না। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "যে কন্যার গুণের নিমিত্ত আমি সদা সর্ব্বদা লোকসমাজে অভিমান করিয়া বেড়াই, এবং যাহার রূপে জগৎ মোহিত, সেই কন্যা মরিলে আমার যাদৃশ শোক না হইত, গৌতমের মরণে আমার তাদৃশ শোক হইয়াছে; এক্ষণে বোধ হইতেছে অহল্যার রূপ গুণ সকলই বৃথা হইল। কি পরিতাপ! আহা! আমার দুহিতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সে আপন প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিয়াছে"।

হড্ডিক মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার শোক ও পরিতাপ করিয়া, পরিশেষে, গৌতমের পিতা মাতার শোক নিবারণের নিমিত্ত তাহাদিগকে বহু অর্থ প্রদান করিল। পরিমিতরূপে ব্যয় করিলে তাহারা ঐ ধনদ্বারা চিরকাল সুখে কাটাইতে পারিবে। কিন্তু ধনের মুখ দেখিয়া কেহ কি পুত্রের মুখ বিস্মৃত হইতে পারে? উপযুক্ত পুত্রের শোকে গৌতমের জনক জননী তাবৎ সাংসারিক সুখে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিল।

এক দিন রাত্রিকালে অহল্যা নিদ্রাতুরা হইয়া শয়ন করিবার নিমিত্ত আপনার মনোহর পর্য্যঙ্কে উপস্থিত হইল।

বালিসের উপরিভাগে একটা বৃহদাকার সর্প যে কুণ্ডল পাকাইয়াছিল, ঘুমের ঘোরে অবলা তাহার কিছু মাত্র দেখে নাই। সে অজ্ঞানবশতঃ তদুপরি আপন মস্তক রাখিয়া শয়ন করিল। স্বভাবতঃ বিষধরদিগের শরীর অতিশয় চিক্কণ এবং শীতল-স্পর্শ-বিশিষ্ট অনুভব হয়। সর্পগাত্রে মস্তক স্পর্শ মাত্রেই অহল্যা একেবারে চকিত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিবেচনা করিল, প্রতিরাত্রি আমি এই বালিসে আলস্য রাখিয়া শয়ন করি, কিন্তু এক দিনের জন্যেও আমার এতাদৃশ শীতল স্পর্শ এবং চিক্কণানুভব হয় নাই। কারণ কি!

অবলা অহল্যা মনে মনে ভয় পাইয়া হঠাৎ ধড় পড়িয়া উঠিবাতে, নৃশংস সরীসৃপ আপন শরীর বিস্তার করিয়া তাহার গল দেশ জড়িয়া ধরিল। বালিকা নড়ে চড়ে এমন সুযোগ রহিল না। ভয়ানক জীবের সংস্রবে ও তাহার নিশ্বাসে অহল্যার সমুদায় মাংসপেশী যেন শুষ্ক হইয়া গেল। সর্প তাহার কণ্ঠ দেশ যত কসিতে লাগিল, ততই তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। হিংস্র জন্তুটা ক্রমে ক্রমে তাহার মস্তক পর্য্যন্ত আবদ্ধ করিল। হতভাগ্য বালিকা তথা হইতে পলায়ন করিয়া যে আপন প্রাণ রক্ষা করে তাহার কোন উপায় রহিল না। শঙ্কাতে তাহার শরীর স্পন্দহীন এবং চক্ষুর্দ্বয় একবারে স্থির হইয়া থাকিল। দুর্ভগা অহল্যা তখন অচেতনভাবে পড়িয়া রহিল। কিয়ৎ ক্ষণের পর ভাগ্যক্রমে সর্পটা তাহার গলদেশ ছাড়িয়া স্কন্ধ দেশ বহিয়া একটা ভুজের উপরে গেল, এবং তথা হইতে আস্তে আস্তে বিছানার উপর দিয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া পলা-

য়ন করিল, সৌভাগ্য ক্রমে বরাঙ্গনা অহল্যার আর কোন অনিষ্ট করিল না। তাহার অনেক ক্ষণ বিলম্বে অহল্যা চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখে সর্পটা আর গলদেশে নাই। নিদ্রাভিভূতা দাসী নীচে শয়ন করিয়া ছিল, অনেক ডাকাডাকির পরে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, উভয়ে প্রদীপ জ্বালিয়া গৃহের ইতস্ততঃ ঐ ভুজঙ্গের অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন প্রকারে তাহার অনুসন্ধান পাইল না।

অহল্যা অল্পদিনের মধ্যে দুইবার এইরূপ ভয়ানক মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল। ইহাতে বোধ হয় গ্রাম্য দেবতারা তাহার পিতার ভক্তিযুক্ত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যতে অহল্যা যাহাতে ভাগ্যবতী হয় তাঁহারা তাহার উপায় স্থির করিয়াছিলেন।

যাহা হউক এই রূপ দুর্ঘটনার পর অহল্যা পুনরায় শয্যায় শয়ন করিল। ঐ রাত্রির ঐ ভয়ানক ঘটনায় তাহার মন অতিশয় উচ্চাটন হইয়াছিল, অতএব নানা-বিধ চিন্তাদ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য হওয়াতে, সে রাত্রি আর প্রকৃতরূপে নিদ্রা হইল না। নিমীলিতনয়না হইয়া মনোমধ্যে জ্ঞানগোচর মহৎ মহৎ বস্তু সকল স্বপ্নের মত দেখিতে লাগিল। জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির সংস্পর্শে বাহ্য পদার্থ সকলের যেরূপ অনুভব হইয়া থাকে, অল্প অল্প স্বপ্নাবস্থায় ঐ সকল পদার্থ তাহার সেইরূপ অনুভূত হইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে রজনী অবসান এবং উষাকাল উপস্থিত হইলে, অল্পে অল্পে অহল্যার নিদ্রাকর্ষণ হইল! নিরন্তর

তাহার অন্তঃকরণে যে সকল বস্তুর ভাবনা অহরহঃ জাগরূক ছিল, নিদ্রাকর্ষণের পর সেই সকল বস্তু স্বপ্নযোগে সে দেখিতে লাগিল।—"রাজসভাসদ অমাত্য বর্গকর্তৃক যেন সে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে, সহস্র সহস্র লোক তাহার সম্মুখে করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে বন্দনা করিতেছে। ভদ্রলোকেরা আর তাহাকে অত্যপকৃষ্ট হীনজাতি বলিয়া পরিগণিতা করে না। পূর্ব্বে তাহারা তাহার প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিত, এখন আর তৎপ্রতি তাহাদের সেরূপ ভাব নাই, এক্ষণে যেন সে উত্তম মধ্যম সকল জাতিরই মাননীয়া এবং পূজনীয়া হইয়া উঠিয়াছে"।

নিদ্রা ভঙ্গ হইলে অহল্যা এতাদৃশ আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া, আহ্লাদে একেবারে ক্ষিপ্তের ন্যায় হইল, ক্ষণমাত্র আর সেই শান্তিহীন শয্যায় শয়ন করিয়া স্থিরভাবে স্থিতি করিতে পারিল না। ব্যস্তসমস্তা হইয়া হড্ডিকপুত্রী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃকালের অরুণরাজকে প্রণাম ও বন্দনা করিবার নিমিত্ত গৃহের বহির্গত হইল। গিয়া দেখিল অরুণকিরণের প্রভাবে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল একেবারে আলোকীকৃত হইয়াছে, পক্ষিগণ আনন্দ ধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ কেলি করিয়া বেড়াইতেছে। তদ্দর্শনে অবলা বালার অন্তঃকরণ বিমোহিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে বিবেচনা করিল সূর্য্যদেব মানবজাতির দুঃখকে বুঝি পরিহাস করিবার নিমিত্তই নিজ গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। তখন স্থিরচিত্তে দণ্ডায়মানা হইয়া সুন্দরী স্তব স্তোত্র পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দনা ও প্রণাম করিতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

জিগরখার নামক কুহকিনীর বিবরণ, জিগরখার জাতির বিবরণ, কুহকিনীর নিকট অহল্যার ভবিষ্যৎ ঘটনা জানিবার ইচ্ছা, কুহকিনীর আলয়ে অহল্যার গতিবিধি, অহল্যার ভবিষ্যৎ ঘটনা পরিজ্ঞান।

ঐ হডিড়কের বাটী হইতে এক ক্রোশ দূরে "জিগরখার" অর্থাৎ এক প্রকার কুহকিনী বাস করিত। প্রতিবাসী-বর্গ সকলে বিবেচনা করিয়া থাকে, ঐ নারী দৈবজ্ঞা, মন্ত্র-বলে সে ভবিষ্যতে কাহার কি হইবে তাহা সমুদায় অগ্রে বলিয়া দিতে পারে।

ভারতবর্ষীয় পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা পূর্ব্বে ভ্রম বশতঃ অনেক প্রকার মিথ্যা কথায় ও কাল্পনিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিত। জিগরখার নামক একপ্রকার জাতি ছিল। তাহাদিগের প্রভাবে নানা প্রকার অদ্ভুত ঘটনা হইত এবং তাহারা ভাবী বিষয় অগ্রে বলিয়া দিতে পারিত। এ বিষয়ে পূর্ব্বকালীন লোকদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল।

জিগরখার নামে যে জাতিদিগের বিষয় আমি উল্লেখ করিতেছি তাহা অতি আশ্চর্য্য, এজন্য তদ্বিষয় কিছু বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আবুল ফজল-নামা আকবর বাদশাহের উজীর আইন আকবরি পুস্তকে লিখিয়াছেন। জিগরখারেরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, তাহাদের মধ্যে এক শ্রেণী শুদ্ধ দৃষ্টি এবং মন্ত্রপাঠ দ্বারা অন্যের কুক্ষিস্থিত কলিজাকে অপহরণ করিয়া লয়। অন্যান্য লোকেও কহে, যে, ঐ কুহকীরা কোন ব্যক্তিকে দেখিলে প্রথমতঃ ভোজবিদ্যার প্রভাবে তাহাকে জ্ঞানশূন্য ও বিমোহিত করে, পরে ডালিম দানার মত এক প্রকার বীজ তাহার শরীর হইতে বাহির করিয়া লয়, এবং আপন পায়ের ডিমের ভিতরে ঐ বীজ লুক্কায়িত করিয়া রাখে। অগ্নিসংযোগদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বীজ সকল এক এক খান রেকাবীর আকার প্রাপ্ত হয়। জিগরখারেরা তাহা লইয়া আপন বন্ধুবান্ধব সহচরদিগকে ভোজন করিতে দেয়। তাহারা ক্রমে ক্রমে যত তাহা আহার করিতে থাকে, ততই ঐ বিমোহিত ব্যক্তির শরীরের জীবন নষ্ট হইতে থাকে।

অন্য কোন লোককে আপন শিষ্য করণের ইচ্ছা হইলে, জিগরখারেরা প্রথমে তাহাকে মন্ত্রশিক্ষা করায়, পরে ঐ বীজ দ্বারা রুটী প্রস্তুত করিয়া তাহার কিয়দংশ ঐ ব্যক্তিকে আহার করিতে দেয়। যদ্যপি কোন ব্যক্তি ঐ ভোজবিদ্যাজ্ঞের পায়ের ডিম কাটিয়া তাহা হইতে বীজ নিঃসারণ করিয়া পীড়িত লোককে তাহা ভোজন করায়, তবে তাহার শরীরে রোগ আর কণকাল মাত্র থাকেনা, অবিলম্বে সে ব্যক্তি নির্ব্যাধি হইয়া উঠে। জিগর-খার জাতির মধ্যে অনেকেই প্রায় স্ত্রীলোক। কথিত আছে, দণ্ডেকের মধ্যে তাহারা দূরবর্ত্তী দেশ হইতে সংবাদ আনিয়া দিতে পারে। অতি ভারী একখান

প্রস্তর তাহাদের গলাতে বন্ধন করিয়া যদ্যপি কোন নদীর স্রোতে নিক্ষেপ করা যায়, তথাপি কোন মতেই তাহাদিগকে জলমধ্যে নিমগ্ন করা যায় না।

এই দুষ্টা কুহকিনী দিগকে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা বিষয়ে নিঃশক্তি করিবার নিমিত্ত লোহপিণ্ড দগ্ধ করিয়া তাহাদিগের দুই কর্ণে এবং সকল সন্ধিস্থানেই দাগ দিতে হয়, লবণদ্বারা তাহাদিগের চক্ষুর্দ্বয় পূর্ণ করিতে হয়, মৃত্তিকার অধোভাগে গহ্বর করাইয়া চল্লিশ দিন তন্মধ্যে তাহাদিকে বাস করাইতে হয়, পরে কত শতশত মন্ত্র পাঠ করিলে ঐ কুহকিনীদিগের কুহক-বিদ্যা নষ্ট হয়।

এইরূপ নিঃশক্তি হইলে পর, উক্ত জিগরখারদিগকে লোকে দোচিরা বলিয়া থাকে। তখন উহারা পূর্ব্ববৎ অন্যের কলিজা আর অপহরণ করিতে পারে না। কিন্তু অনায়াসেই স্বজাতীয় অন্যান্য কুহকিনীদিগকে চিনিতে পারে। দোচিরাদিগের সাহায্যে কোন্ কোন্ স্ত্রীলোক মানবজাতির উপদ্রব-কারিণী জিগরখার, তাহা জানিতে পারা যায়। ঐ কুহকীরা আরও অনেক প্রকার ঔষধ জানে, তদ্দ্বারা নানাবিধ রোগ উপশম হয়, কিন্তু মন্ত্রপ্রয়োগ না করিলে তাহাদিগের ঐ ঔষধ রোগীর পক্ষে বড় একটা ফলদায়ক হয়না।

এবম্বিধ নানাপ্রকার অদ্ভুত বৃত্তান্ত ঐ সকল কুহকিনীদিগের বিষয়ে পশ্চিমখণ্ডের ইতিহাসলেখকেরা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। আর কেবল এতদ্দেশীয় লোকেরাই এই ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় বিশ্বাস করিত এমত নহে, ইয়োরোপখণ্ডের অনেকানেক জাতিরাও ইহাতে বিশ্বাস করিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে

কোন প্রকারেই এই কাল্পনিক গল্প সকলের উপর বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। মন্ত্রপাঠদ্বারা রোগ শান্তি করে, অথবা ভবিষ্যদ্বিষয় বলিয়া দিতে পারে, এতদ্রূপ অযৌক্তিক কথাতে কোন প্রকারে বাস্তবিক শ্রদ্ধা হইতে পারে না।

যাহা হইক অহল্যা ঐ স্বদেশীয় আশ্চর্য্য স্ত্রীলোকের বিষয়ে অনেক অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বে কখন দেখে নাই বলিয়া জিগরখার কি প্রকার নারী সে জানিত না। অনন্তর বরাঙ্গনা হড্ডিকত্তনয়া মানসিক উত্তেজনার বশীভূতা হইয়া কুহকিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে মানস করিল। প্রতিবাসী মণ্ডলের নিকট অনুসন্ধান করিতে করিতে অহল্যা শুনিল, যে, "কুহকিনী আশ্চর্য্য ক্ষমতাদ্বারা, কাহার অদৃষ্টে কি হইবে তাহা বলিয়া দিতে পারে। অনেকানেক ভবিষ্যৎ ঘটনার কথা সে পূর্ব্বেই বলিয়াছিল, বহুকাল পরে তাহা সফল হইয়াছে"। কেহ তাহাকে বলিল "ঐ দুষ্টা নারীর কর্ম্ম সকল অত্যন্ত ভয়ানক। তাহার আক্রোশে দুই তিন ব্যক্তি জন্মের মত সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া একেবারে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে"।

ঐ কুহকিনীর এই প্রকার প্রভাবে ছোট বড় সকলেই তাহাকে সাতিশয় ভয় করিত এবং তাহার নিধনে সকল লোকই ইচ্ছুক। কিন্তু কেহ সাহস করিয়া কোন কথা তাহার নিকট বলিতে পারিত না। যদি কখন ভয়ানক ঝটিকাদ্বারা দেশের অনিষ্ট হইত, তাহা হইলে লোকে বোধ করিত দুষ্টা কুহকিনীর মন্ত্রকৌশলেই তাহা উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্জাব দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া প্রজাবর্গের যে ভয়া-

নক দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছিল, অনভিজ্ঞ লোকেরা ঐ কুহকিনীকেই তাহার মূল কারণ কহিয়াছিল। অধিক কি? কোন না কোন দৈব ঘটনা হইলেই তাহারা তাহারই সম্পূর্ণ দোষ দিত। কিন্তু চতুর্দ্দিকস্থ দেশীয় লোকেরা শঙ্কা প্রযুক্ত একেবারেই তাহার সাক্ষাৎকার পরিত্যাগ করিয়াছিল, কস্মিন্‌কালেও কোন কথা তাহাকে বলিতে সাহস করিত না।

এক দিন মধ্যাহ্ন সময়ে অহল্যা ঐ ভবিষ্যদ্বাদিনীর বাটীর অন্বেষণার্থে কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটা বৃহৎ পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইল। ঐ পর্ব্বতের অধোভাগে একটা গহ্বরের মধ্যে কুহকিনীর বাসস্থান। নিকটে কোন মনুষ্যজাতির বসবাস নাই। ঐ গহ্বর উত্তরাভিমুখ বলিয়া সূর্য্যকিরণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। দ্বারের সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্ন প্রস্তর সকল ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, দেখিলেই বোধ হয় তাহা মনুষ্যকর্ত্তৃক স্থাপিত নহে, কোন দৈবঘটনা বশতঃ অবশ্যই উহা সেই স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। গহ্বরহইতে পঞ্চাশ হাত দূর পর্য্যন্ত কিছুমাত্র তৃণ ও বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না, শ্যামল তৃণাদিউদ্ভিদসকল যেন কোন ব্যক্তি একেবারে সমূলে উন্মূলিত করিয়া ফেলিয়াছে। বড় বড় টিকটিকীসকল নির্ভয়ে প্রস্তরোপরি গমনাগমন করিতেছে। বৃহদাকার ফণিগণ আপনআপন গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ প্রস্তরোপরি পিছলিয়া পড়িতেছে। অহল্যার পদশব্দ শুনিয়া ঐ হিংস্র বিষধরগণ ভয়ে আপন আপন গর্ত্তের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইতে লাগিল।

অহল্যা গহ্বরবাসিনী কুহকিনীর যেরূপ ভয়ঙ্কর স্বভাব

এবং চরিত্র শুনিয়াছিল, এক্ষণে তাহার বাসস্থানের চতুঃ পার্শ্বস্থ পদার্থসকলও সেইরূপ ভয়ঙ্কর দেখিতে লাগিল। দর্শনে হর্ষোৎপত্তি হয় এমন কোনবস্তুই তাহার চতুঃ-সীমার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইল না, সকল বস্তুই যেন কৃতান্তের করালকবলে পড়িয়া উচ্ছিন্ন হইতেছিল। কোন কালে যে সে স্থানে মনুষ্যের সমাগম ছিল, কোন মতেই এমত বোধ হইল না।

অহল্যা সুন্দরী এই ভয়ঙ্কর স্থানে কম্পান্বিত কলেবরে ঐ ভবিষ্যদ্বাদিনী কুহকিনীর গহ্বরাভিমুখে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিল। গিয়া দেখে, যে ঐ জঘন্য গহ্বরের সম্মুখভাগে প্রকাণ্ড এক খণ্ড ভগ্ন প্রস্তর পতিত রহিয়াছে; বৃদ্ধা ডাকিনী একটা কুক্কুরী ক্রোড়ে লইয়া তদুপরি উপবেশন করিয়া রহিয়াছে। অধিক বয়স হওয়াতে কুক্কুরীটার গাত্রে কিছুমাত্র লোম ছিল না, অতিশয় বিশ্রী, অন্ধতাহেতু ঐ কুৎসিত জন্তুটা সম্মুখস্থ বস্তু সকলও দেখিতে পাইত না।

মনোমোহিনী রূপসী কন্যা বৃদ্ধার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার ক্রোড়স্থিত ঐ কদর্য্য পশুটা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অনবরত কর্কশ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর সে আপনা আপনি ক্লান্ত হইয়া আর কর্কশধ্বনি করিল না। নিজ কর্ত্রীর নিকটে যাইয়া প্রেম ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার বদনমণ্ডল চাটিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুরীটা বৃদ্ধা ডাকিনীর উপরে এইরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ উচ্চৈঃশব্দে চীৎকার করিতে লাগিল।

বালিকা অহল্যা নির্ভয়ে ঐ পাপীয়সীর নিকটে যাইয়া

তাহার সেইরূপ অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্না হইল। ভবিষ্যদ্ঘটনা জিজ্ঞাসা করিবে কি, মনুষ্য জাতির মধ্যে এতাদৃশ ভয়ানকাকার তাহার পূর্ব্বে কখন নয়নগোচর হয় নাই। কুহকিনীর বিকট মুর্ত্তি অবলোকনে সেই সুকুমারীর একেবারে চক্ষুঃ স্থির ও জ্ঞান হত হইল।

কিয়ৎকাল বিলম্বে হড্রিকতনয়া স্বাভাবিক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বিশেষানুসন্ধান এবং পরীক্ষা করিয়া দেখে, যে, বৃদ্ধা ডাকিনীর কত বয়স তাহা কোন মতেই অনুভব করিবার উপায় নাই। সৃষ্টির প্রাক্কাল অবধি যেন বুড়ী জীবিতা রহিয়াছে; শত বৎসরের ঊর্দ্ধ তাহার যত বয়স অনুমান করা যায়, ততই সম্ভব হইতে পারে। শরীরের সমুদায় অবয়বেই তাহার বার্দ্ধক্যের চিহ্ন; সে যে কোন কালে যুবতী ছিল, তাহার কোন অঙ্গ দেখিলে এমত অনুভব হইতে পারে না। রাক্ষসী ঠিক যেন মহাকালের পত্নীস্বরূপ, বোধ হয় নিজস্বামীর সমভি-ব্যাহারে সেই কালরূপিণী কালচক্রের অগ্রে২ ভ্রমণ করিয়াছে।

তাহার বদনমণ্ডলের ভয়ঙ্করতার বিষয় কি কহিব। শি-রোভাগে কেশগুলীন্ চরবিসংযুক্ত, তাহা আবার পাকাইয়া স্কন্ধদেশের সঙ্কুচিত চর্ম্মোপরি ঝুলাইয়া দিয়াছে। পর্ব্বত-শিখরস্থ লম্বা লম্বা তৃণ যেরূপ সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক হইয়া কখন কখন মলিন ভাবে নত হইয়া পড়ে, তাহাও সেইরূপ; দেখিলে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা হয়। কপালের চর্ম্ম যেন একেবারে ডুবড়িয়া গিয়া ভগ্ন হইতেছে, তত্রস্থ লোলিত মাংস সকল পরস্পর এমনি সংযুক্ত হইয়াছে

যে তন্মধ্যে সূচী প্রবেশ করানও সুকঠিন। তাহার কর্ণদ্বয় কচুপাতার ন্যায় অবনত হইয়া রহিয়াছে, তন্নিকটবর্ত্তী গণ্ডদ্বয়ের অস্থিগুলা এমনি উচ্চ যে তাহাতে এক মুষ্টি তণ্ডুল অনায়াসে রাখা যায়। শ্রবণেন্দ্রিয় যেরূপ বলিলাম, বুড়ীর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও সেই রূপ। মুখ মণ্ডলে নাসিকা আছে দর্শন করিবামাত্র শীঘ্র অনুভব হওয়া সুকঠিন; মনঃ সংযোগ করিয়া বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলে, কখন না কখন উহার ঘ্রাণশক্তি ছিল এমন চিহ্ন পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী লোক ব্যতীত অপর সাধারণে তাহা উপলব্ধ করিতে সমর্থ হয় না। তাহার নয়নযুগল যেন দুইটা বৃহদাকার গর্ত্তের সদৃশ, তাহার উর্দ্ধভাগস্থ ভ্রূদেশটা লোলিত হইয়া তদুপরি এমনি কদর্য্যরূপে অবনত হইয়া পড়িয়াছে যে কোনমতে চক্ষুর তারা দেখিতে পাওয়া যায় না।

বৃদ্ধা জিগরখার ভগ্ন প্রস্তরোপরি উক্ত ভাবে উপবেশন করিয়া আছে, এমত সময়ে অহল্যা তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া নম্র ভাবে নমস্কার করিয়া কহিল, মাতঃ! দর্শনীস্বরূপ এই স্বর্ণমুদ্রা আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মনোভীষ্ট সিদ্ধ কর। কুহকিনী ডাকিনী, অহল্যার এই কথায় মনে মনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, অহল্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "যুবতি! যেরূপে মাদৃশ স্ত্রীলোকের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইতে হয় তাহা তুমি উত্তমরূপ অবগত আছ। অতএব আমি কায়মনোবাক্যে কহিতেছি, যাহাতে তোমার মনস্কামনা চরিতার্থ হয় তাহার যথাবিহিত চেষ্টা করিব"।

কুকুরটা তখন পর্য্যন্তও চীৎকার করিতে ছিল, বৃদ্ধা তাহাকে নীরব করাইবার নিমিত্ত তাহার নাম ধরিয়া বলিল, "পার্ব্বতী! চুপ্ কর, কে মিত্র কে শত্রু এখন পর্য্যন্ত তাহা চিনিতে পারিলে না"। এই কথা বলিয়া প্রেম-ভাব প্রকাশ করিয়া বৃদ্ধা তাহার গাত্রে হাত বুলাইয়া দিলে, ঐ পার্ব্বতী কুক্কুরীটা একেবারে নিঃশব্দ হইয়া রহিল। বৃদ্ধা তখন হাস্য বদনে অহল্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা তুমি কি চাহ! কেনই বা এখানে আসিয়াছ? স্পষ্ট করিয়া বল"।

অহল্যা কহিতে লাগিল "মাতঃ! ভবিষ্যতে আমার অদৃষ্টে কি হইবে, তাহা জানিবার অভিলাষে, আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি। তোমার অস্পষ্ট চক্ষু দুটী পরিষ্কার নক্ষত্রের তুল্য, ভাবি বিষয় অনায়াসেই উপ-লব্ধ করিতে পারে। তৃণপত্র বিহীন বৃহৎ মরুভূমির মধ্য-বর্ত্তী ভগ্ন অট্টালিকার উপরি ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিলে, তামসীময় ঘোর শূন্যতা ব্যতিরেকে যেমন অন্য কিছুই অনুভব হয় না, আর অধঃস্থিত পদার্থ সক-লও যেরূপ নেত্রের অসুখ জন্মায়, ওগো বৃদ্ধে! আমার অবস্থা সেইরূপ। আমি ভাবি সুখের আশ্বাসে তাপিত প্রাণকে শীতল করি, এমন কিছুই দেখিতে পাই না"।

বৃদ্ধা জিগরথার বলিল, "বাছা! ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা জানিতে যদি তোমার নিতান্তই ইচ্ছা হইয়াথাকে, তবে অল্প ব্যয়ে কখনই তাহা সমাধা হইতে পারিবে না। সামা-ন্য অর্থ আমাকে দিয়া তুমি এতাদৃশ গুরুতর বিষয় অবগত হইতে কেন ইচ্ছা করিয়াছ? ধনের যত্ন করিতে গেলে কি এতাদৃশ অতি মহৎ কর্ম্ম অনায়াসে সুসিদ্ধ হইতে পারে?"।

কুহকিনীর মুখে এই কথা শুনিয়া অহল্যা পুনর্ব্বার তাহার ক্রোড়ে আর একটী স্বর্ণমুদ্রা নিক্ষেপ করিল। তখন বৃদ্ধা অতি সন্তুষ্টা হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, "উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি। তুমি বড় বদান্যা স্ত্রী, জীবনযাত্রা পরম সুখে অতিবাহিত করিবার যোগ্যা বট, বোধ হয় ভবিষ্যতে তোমার এ অবস্থা পরিবর্ত্ত হইয়া পরম মঙ্গল হইতে পারিবে। অধিক জানিবার ইচ্ছা থাকেতো আমার পশ্চাতে আইস"। এই কথা বলিয়া সে ঐ গহ্বরের অভ্যন্তরে যাইতে আরম্ভ করিল। কুক্কুরটাও খোঁড়া পায়ে ন্যাঙ্চাইয়া ন্যাঙ্চাইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। উহার প্রবেশস্থান এমনি সঙ্কীর্ণ যে তাহাতে একেবারে দুই ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারে না।

অহল্যা নির্ভয়ে বুড়ীর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া ঐ গহ্বরে যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু অভ্যন্তরে উপস্থিত হইবা মাত্র তাহার বড়ই ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। দ্বারহইতে ছয় হস্ত দূর পর্য্যন্ত কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পর এমনি ঘোর অন্ধকার যে সম্মুখস্থিত বস্তুসকল এবং আপন অঙ্গ পর্য্যন্তও দেখিবার উপায় নাই। বৃদ্ধা ডাকিনী অগ্রে গমন করিয়াছিল, খানিক দূর যাইলে পর অকলা হড্ডিকতনয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইল না, কেবল কর্কশ চিড়্চিড়্যা শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল।

গহ্বরের দুই পার্শ্ব অসমান প্রস্তরদ্বারা প্রায় নিরন্তর আচ্ছন্ন থাকে, অতএব কোন শব্দ হইলে বহির্গত হইয়া যায় না, অতএব কুহকিনীর ঐ নীরস চিড়্চিড়্যা কথাসকল প্রস্তরপ্রতিঘাতে ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনি জন্মাইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া অহল্যা সুন্দরীর ভয়ের আর সীমা

পরিশেষ রহিল না। কলেবর কম্পান্বিত, এবং তাহার কপাল হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মবারি বহির্গত হইতে লাগিল। অচেতন ভাবে অবলা বালিকা প্রায় ভূমিতলশায়িনী হয়, এমত সময়ে ভবিষ্যৎ সুখের প্রত্যাশা তাহার অন্তঃকরণে জাগরূক হইয়া উঠিলে, তাহার অন্তঃকরণহইতে সকল শঙ্কা দূরীভূত হইল। অনন্তর অঞ্চলদ্বারা অহল্যা কপালের ঘর্ম্ম মোচন করিয়া স্থির ভাবে ঐ মায়াবিনী বুড়ী কি বলিতেছে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল।

ডাকিনী বলিল, "সুন্দরি! কি অভিপ্রায়ে তুমি আমার আশ্রমে আসিয়াছ এক্ষণে তাহা প্রকাশ করিয়া বল, কিছুমাত্র বঞ্চনা করিও না, তোমার মনোগত অভিলাষ কি? আমি তাহা শ্রবণ করিতে চাহি"।

অহল্যা তাহাকে বিনীতভাবে কহিল, "মাতঃ! আমি এক হড্ডিকের কন্যা"। এই কথা বলিতে না বলিতে বৃদ্ধা তাহাকে নিবারণ করিয়া কহিতে লাগিল। "তুমি যে হড্ডিকের কন্যা তাহা আমি উত্তমরূপে জানি, তোমার পিতা এক জন ধনাঢ্য পুরুষ, যেপ্রকারে সে ঐশ্বর্য্যবন্ত হইয়াছে, তাহাও আমার অবিদিত নাই। বৎসে! তুমি এখন পর্য্যন্ত আমার কতদূর শক্তি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। এ জগতের অতিক্রান্ত পদার্থসকল যাহার নয়নের সম্মুখভাগে নৃত্য করিয়া থাকে, পৃথিবীস্থ বিবরণ জানা তাহার পক্ষে বড় একটা আয়াসসাধ্য নহে"।

তখন অহল্যা করুণবচনে বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "জননি! কি মানসে আমি তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি, তাহা কি তুমি স্পষ্টরূপে উপলব্ধ করিয়াছ?" এই কথাতে ঐ মায়াবিনী প্রসন্নতা প্রকাশ

করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "হা বিধাতঃ! এই সামান্য বিষয় যদি আমার অনুভব না হয়, তবে আমার মন্ত্র তন্ত্র সকল বিদ্যাই বৃথা। তুমি সদ্বংশজাত কোন রূপবান্ পুরুষের গলে বরমালা দিতে বাসনা করিয়াছ। কিন্তু তাহা না হইলেও হইতে পারে, বিবাহ যে হইবে ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই"।

অহল্যা অশ্রুপূর্ণ নয়নে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল, "মাতঃ! প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তথাপি আমি স্বজাতি নীচ হজ্জিকদিগের কাহাকেও কদাপি বিবাহ করিব না"।

ভোজ-বিদ্যায় সুপণ্ডিতা বৃদ্ধা তখন মাধুর্য্যভাব প্রকাশ করিয়া অহল্যাকে প্রবোধ দিতে লাগিল, "বাছা! দুঃখ সম্বরণ কর, সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর তোমাকে রূপ লাবণ্য সৌন্দর্য্যাদি সকল গুণেই পরিভূষিতা করিয়াছেন। এতাদৃশী মনোমোহিনী কন্যা যে অযোগ্য পাত্রের হস্তে পড়িবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যের মাহাত্ম্য কোথায় থাকিবে? বোধ হইতেছে তোমার গর্ব্ভে পরম সুন্দর পুত্র কন্যা জন্মিবে। কিন্তু এই ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়া আমি তোমার বদনমণ্ডল একবার উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে, কোন মতেই গণনা দ্বারা তোমার অদৃষ্টের কথা বলিয়া দিতে পারিব না। আর শূন্যমার্গে সঞ্চরণ পূর্ব্বক তোমার জন্য নক্ষত্র নিরীক্ষণ করিয়া আমাকে বিবেচনা করিতে হইবে, রাত্রি ভিন্ন ঐ সকল কর্ম্ম দিনে সমাধা হইবে না। অতএব বাছা তুমি আজি যাও কল্য ঠিক এই সময়ে একবার আমার কাছে আসিও, ভাগ্যফলের অনেক কথা আছে, তাহা আমি তোমাকে শ্রবণ করাইতে পারিব। তুমি মনে কিছুমাত্র আশঙ্কা

করিও না, রজনীযোগে যাহাতে তোমার উত্তম সুষুপ্তি হয় তাহার চেষ্টা করিবে। সকল বিষয়েই আমি তোমার পক্ষে শুভ চিহ্ন দেখিতেছি। উৎকণ্ঠিতা হইবার আবশ্যকতা নাই। নিশ্চয় বোধ হইতেছে ভবিষ্যতে বিধাতা তোমার বিশেষ মঙ্গল করিবেন"।

ডাকিনী সেই সর্ব্বাঙ্গশোভনাকে এই কথা বলিয়া কুকুরীটাকে কহিল, "পার্ব্বতী! অহল্যাকে সঙ্গে করিয়া আলোকে লইয়া যাও"। কর্ত্রীর আজ্ঞায় পার্ব্বতী তখন অন্ধকার হইতে প্রস্থান করিয়া আস্তে আস্তে প্রবেশস্থানের বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া অল্প অল্প চীৎকার করিতে লাগিল।

ডাকিনী অহল্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ওগো বাছা! পার্ব্বতী তোমাকে ডাকিতেছে, তুমি আজি যাও কালি আমি তোমাকে বাহুল্যরূপে তাবৎ বৃত্তান্তই শুনাইব। ভবিষ্যদ্বিষয় বলাতো বড় একটা সহজ কথা নহে, যে, ক্ষণ মাত্রেই তাহা আমি তোমাকে বলিয়া দিব। যে ভাষায় ঐ গ্রন্থ বর্ণিত হইয়াছে পণ্ডিতলোক ব্যতিরেকে সামান্য ব্যক্তি তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না। যাহা হউক অধিক বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নাই, কল্য তুমি অবশ্য২ আসিবে। কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা আনিতে যেন বিস্মৃত হইও না। কালচক্রের অন্তরে যে গোপন কথা আছে, তাহা যদি নিতান্ত জানিবার বাসনা হয়, তবে অবশ্যই তোমাকে বেতন দিতে হইবে"।

জিগরখারের এইরূপ আশ্বাসবচনে অহল্যা আহ্লাদিতা হইয়া প্রফুল্ল বদনে স্বভবনে প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু কুহকিনীর ধনলোভ দেখিয়া অতিশয় বিরক্তা হইল।

যাহা হউক ভবিষ্যদ্বাণীদ্বারা বুড়ী অদৃষ্টের কথা কি বলে, এই উৎকণ্ঠা তাহার অন্তঃকরণে প্রবল হইয়া উঠিলে, সে আর টাকাকে টাকা জ্ঞান করিল না। মনে মনে স্থির করিল যতই অর্থ ব্যয় হউক অবশ্যই আমি ডাকিনীর মুখে ভাগ্যের কথা শুনিবই শুনিব।

স্বভাবতঃ অহল্যা সুন্দরী স্থিরবুদ্ধি ছিল, কিন্তু হইলে কি হয়, এই হতভাগ্য ভারতবর্ষীয় নীচ জাতিদিগের মধ্যে মিথ্যা কাল্পনিক ধর্ম্ম এমনি প্রবল, যে, শৈশব কাল অবধি তাহাতে এক প্রকার দৃঢ়তর সংস্কার জন্মিয়া যায়, পরে জ্ঞানাস্ত্রদ্বারা অনায়াসে তাহার ছেদন করা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে।

অহল্যা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, "তিন বার আমি নিদারুণ মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছি, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে ইহা আমার ভবিষ্যতে সুঘটন ঘটিবার চিহ্ন। বিধাতা আমার ভাগ্যে অবশ্য কোন অ-ঘটন ঘটনা ঘটাইবেন"। এই আশ্বাস দ্বারা ক্রমশঃ তাহার হাব ভাব লাবণ্যাদির সমুন্নতি হইয়া উঠিল, "রজনী প্রভাতা হইলে কল্য আমি অদৃষ্টের কথা শুনিব," এই প্রলোভে অবলা বালা ধৈর্য্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া অল্প অল্প হাস্য করিতে লাগিল। নলিনবদনা নিজ তনয়ার অকস্মাৎ সস্মিতবদন দেখিয়া হড্ডিক হড্ডিকা উভয়েই বড়ই আনন্দিত হইল। তাহারা মনে২ বিতর্ক করিল নিগূঢ় বিবেচনা না করিয়াই আমাদের কন্যা যে বিষয়ে স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, বুঝি এক্ষণে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এইরূপে সে রাত্রি ঐ দুঃখিত পরিবার সুখে অতিবাহিত করিল।

পর দিন মধ্যাহ্ন কালে পুনর্ব্বার অহল্যা জিগরখাঁর সন্নিধানে প্রস্থান করিল, গিয়া দেখিল কুৎসিত কুক্কুরীটাকে ক্রোড়ে লইয়া বুড়ী পূর্ব্ববৎ সেই রূপ গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিয়াছে। চিন্তাকুলা বালিকা তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে, ঐ কুহকিনী হস্ত বিস্তার করিয়া আপনার শুষ্ক করতল তাহাকে দেখাইতে লাগিল। অহল্যা তদুপরি একটী স্বর্ণমুদ্রা দিল। কিন্তু ঐ দুষ্টা নারী লম্বা লম্বা অঙ্গুলী গুলি প্রসারিত করিয়াই রাখিল, অঙ্গুলী সঙ্কোচপূর্ব্বক করতল রুদ্ধ করিল না, মোহর সম্বলিত তাহার হস্তটী পূর্ব্ববৎ বিস্তারিত ভাবেই রহিল। তখন তাহার মলিন বদন এবং কোপকম্পিত নয়ন দেখিয়া হুজিঙক-দুহিতা বুঝিল, ডাকিনী একটী মুদ্রায় অসন্তুষ্টা হইয়াছে, অতএব আর একটী অপূর্ব্ব স্বর্ণমুদ্রা ঐ পূর্ব্ব মুদ্রার উপরে স্থাপিত করিল।

মহামূল্য দুইটী পরিষ্কার ধাতুখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া ভোজবিদ্যাবতী ধূর্ত্তা নারী বড়ই আনন্দিতা হইল, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না; হাস্য বদনে সত্বর তাহা মুষ্টিমধ্যে রাখিয়া লোভ সম্বরণ হইয়াছে এমন চিহ্ন দেখাইতে লাগিল। নিজ কর্ত্রীর সস্মিত বদন দেখিয়া পার্ব্বতী কুক্কুরীটা প্রেম-প্রকাশ-পূর্ব্বক তাহার মুখ চাটিতে লাগিল। শঠপ্রধানা মায়াবিনী বুড়ী গাত্রোত্থান করিয়া অহল্যাকে কহিল, "বাছা! আমার পশ্চাতে আগমন কর। পূর্ব্ব দিবস হুজিঙককন্যা গহ্বরে প্রবেশ করিয়া যে যে অবস্থা দর্শন করিয়াছিল, অদ্যও সেইরূপ দেখিল। কিয়ৎকাল কোন শব্দই তাহার কর্ণগোচর হইল না, অবশেষে তত্রস্থ ঘোর অন্ধকারের মধ্যহইতে ডাকিনীর কর্কশ চিড় চিড়া ধ্বনি

তাহার শ্রবণে প্রবিষ্ট হইল। অহল্যা সেই শব্দের প্রতি মনোযোগ করিয়া রহিল।

তথা হইতে ধূর্ত্তা বুড়ী উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছে, "ভবিষ্যদ্বাণীর পুস্তকখানি এখনও আবদ্ধ রহিয়াছে। বিস্তারিত শূন্যমার্গের উপরিভাগে স্পষ্টরূপে ইহা প্রকাশিত আছে যে তোমার অদৃষ্টের কথা বলিবার নিমিত্ত আমার অধিক পাঠ করা আবশ্যক, অধিক পাঠ হইলে পর তুমি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক জানিতে পারিবে। এক্ষণে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে পারিলাম না, কল্য ঠিক এই সময়ে বাছা তুমি এখানে আসিলে, যে বিষয় জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তুমি এত আগ্রহ করিতেছ, তাহা তুমি অনায়াসে নিশ্চয় অবগত হইবে"।

অহল্যা সুন্দরী হতাশা হইয়া ক্ষুণ্নমনে গহ্বরহইতে বহির্গতা হইল; এবং মনে করিল "আমি বুড়ীর জ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত গোটা কতক মিষ্ট ২ কথা শুনাইয়াদি"। কিন্তু তাহার ভয়ানক মূর্ত্তি অবলোকনে একটী মাত্র বাক্য প্রয়োগ করে এমন সাহস হইল না, সুতরাং নীরব হইয়া তাহাকে সে স্থানহইতে প্রস্থান করিতে হইল।

কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত দুষ্টা ডাকিনী এইরূপ প্রতারণা করিয়া নিত্য নিত্য অহল্যার নিকট হইতে দক্ষিণা স্বরূপ স্বর্ণমুদ্রা লয়, কিন্তু তাহার মনোগত অভিপ্রায় বলিবার সময় নানাবিধ অনর্থক আপত্তি করে। ইহাতে হস্তিকর্ণ-তনয়ার আর তাহার প্রতি পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধা রহিল না, চাতুরী বুঝিতে পারিয়া সে তাহাকে অনাদর এবং তাচ্ছীল্য করিতে লাগিল। কুহকবিদ্যায় সুপণ্ডিতা বৃদ্ধা তখন বুঝিতে পারিল, নীচবংশোদ্ভবা কামিনীর আর পূর্ব্ববৎ

ধৈর্য্যশক্তি নাই, ক্রমে ক্রমে তাহা ম্লান হইতেছে, অত-এব গম্ভীর রূপে, শপথ করিয়া তাহাকে সরল ভাবে কহিল, "কল্য আমি তোমার অদৃষ্টের কথা অবশ্যই বলিয়া দিব, কিন্তু যে দক্ষিণা তুমি আমাকে নিত্য নিত্য প্রদান করিতেছ, কল্য তাহার দ্বিগুণ দিতে হইবে, দেখিও, ইহাতে যেন অন্যমত না হয়"।

অহল্যা এই সরল বচনে আশ্বাসিতা হইয়া পরদিন দিবাবসান-সময়ে ডাকিনীর জঘন্য আলয়ে পুনর্ব্বার গমন করিল। ভবিষ্যদ্বাদিনী জিগরথার সচরাচর যেরূপ দ্বারে উপবেশন করিয়া থাকিত, সে দিনও সেই রূপ ভাবে ছিল; সে দূরহইতে হড্ডিকদুহিতাকে দর্শন করিয়া সহাস্য বদনে তাহাকে কতই অভ্যর্থনা করিল। নিকটে যাইয়া যুবতী অহল্যা সুন্দরী দর্শনী স্বরূপ একেবারে দশটি স্বর্ণমুদ্রা তাহার মলিন হস্তে সমর্পণ করিল। অনায়াসে বহুধন পাইয়া দুষ্টা কুহকিনীর আহ্লাদের আর সীমা পরিশেষ রহিল না। অঞ্চলের মধ্য হইতে একটা বৃহদাকার সর্প বহির্গত করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা তাহার গলদেশ মুটিয়া ধরিল। প্রাণ ভয়ে সর্পটা তখন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া গুরুতর রূপে গর্জ্জন করিতে লাগিল। বুড়ী অপ্রাকৃত ভাষায় বিজির২ করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গহ্বরের ভিতরে প্রবেশ করিল। পরে তথা হইতে অহল্যাকে আহ্বান করিয়া কহিল, ওগো বাছা হড্ডিকে! তুমি আমার পশ্চাতে আগমন কর।

বরাঙ্গনা কামিনী পূর্ব্বে যতবার জিগরথারের নিকট আসিয়াছিল, ঈদৃশ ভয়ানক ব্যাপার কখনই তাহার নেত্রগোচর হয় নাই। তথাপি আজ্ঞা লঙ্ঘন বা কোন

অসম্মতি প্রকাশ না করিয়া সভয় চিত্তে বুড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ইহাতে নিশ্চয় উপলব্ধি হইতেছে, উদ্বিগ্নচিত্তা ঐ সুন্দরীর ভাবনা বড়ই প্রবল হইয়াছিল, অতএব, গেলে কি ফল হইবে, সে বিষয়ে কিছু মাত্র মনোযোগ করে নাই, কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছে, তথাপি সে প্রবঞ্চক জিগরথারের ঐশিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, যা হবার তাই হবে, আমি নির্ভয়ে ভবিষ্যদ্বাদিনীর সম্মুখগতা হই।

এইরূপে অহল্যা গহ্বরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎকাল থাকিয়া শুনিল, সর্পটা ফঁ ফঁ শব্দে গর্জ্জন করিতেছে, অত্যন্ত ক্লেশের সময়ে জীবজন্তু যেরূপ বিলাপ করে, কুক্কুরটা সেইরূপ বিলাপ করিতেছে। পরক্ষণেই একটা নীল বর্ণের আভা হঠাৎ অন্ধকারের মধ্য হইতে উদিত হইয়া এককালেই গহ্বরস্থিত তিমিররাশি বিনাশ করিল, এবং ভূতল প্রভৃতি সকল স্থান একেবারে পরিদীপ্যমান হইয়া উঠিল। সকল বস্তুই হরিদ্বর্ণ আলোক দ্বারা আলোকীকৃত হওয়াতে পরম সুন্দরী অহল্যার নেত্রে বড়ই সুখ বোধ হইল। বৃদ্ধানারী ঐ আভার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে, তাহার রূপলাবণ্য সকলই বিপরীত, বৃদ্ধার শরীরের কোন স্থান পাংশু বর্ণ এবং কোন স্থান ধূসর বর্ণে চিত্রিত, ইহাতে তাহার স্বাভাবিক ভয়ঙ্করতার যেন দশ গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে।

অবলা বালা সশঙ্কচিত্তে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখে, বুড়ীর গলদেশে একটা বিকটাকার সর্প জড়ান, পদদ্বয়ে বৃহদাকার দুইটা কৃকলাশ চলিয়া বেড়াইতেছে, কুক্কুরটা মস্তক উন্নত করিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের

প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে হড্ডিকতনয়া বড়ই ভয় পাইল, তাহার শরীর একেবারে লোমাঞ্চিত, তাহার শিরাস্থিত রক্তসকল উষ্ণ হইয়া নদীস্রোতের ন্যায় অতি বেগে হৃদয়মণ্ডলের রক্তাশয়ে পতিত হইতে লাগিল।

অনন্তর জিগরখার অহল্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, বৎসে! ঐশিক বাক্য ঐ আসিতেছে মনোযোগ পূর্ব্বক প্রণিধান কর। যথা—"তোমার অদৃষ্টের কথা সকল উত্তমরূপে পঠিত হইয়াছে। বদান্যভাব প্রকাশ করিয়া তুমি যেরূপ অর্থব্যয় করিয়াছ ভবিষ্যতে তুমি সেইরূপ ফলভোগী হইবে। কুমারী হইয়া অনূঢ়াবস্থায় আর তোমাকে অধিক কাল ক্ষেপণ করিতে হইবে না, ঐশ্বর্য্যবন্ত ভদ্রলোকের রমণী হইয়া তুমি পরম সুখে জীবন যাপন করিবে। তুমি, মোগলাধিপতি বাদসাহ মহাশয়ের সুবিখ্যাত রাজধানী দিল্লী নগরে সত্বরে গমন কর, তাহা হইলে তোমার সৌভাগ্য উদয় হইয়া মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। তুমি যদি এ কথায় অবহেলা ও অবিশ্বাস করিয়া পিতৃভবনে যাবজ্জীবন অতিবাহিত কর, তবে সকলের নিন্দনীয় নীচজাতি হইয়া চিরকাল মনোদুঃখে থাকিয়া চরমে যাতনা ভোগ পূর্ব্বক লোকান্তরপ্রাপ্ত হইবে। ভবিষ্যতে যাহা হইবে সেসকলই পঠিত হইল, এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর।"

অনন্তর ক্রমে ক্রমে ঐ নীলবর্ণ আভা বিলুপ্ত হইয়া গেল, ডাকিনীর বসতিস্থান পুনরায় ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তখন অহল্যা সুন্দরী অল্পে অল্পে গহ্বরের বহির্ভাগে আসিয়া সানন্দমনে পিতৃনিকেতনে প্রত্যাগমন করিল। কুহকিনীর ভোজবিদ্যা যদিও অস্পষ্ট এবং

দুর্জ্ঞেয়, তথাপি তাহাতে তাহার কিছুমাত্র অবিশ্বাস হইল না, বরং সে মনে মনে স্থির করিল আমি যে দৈব-বাণী শ্রবণ করিয়াছি, তদনুসারে কর্ম্ম করিলে আমার মনোভীষ্ট অবশ্যই সিদ্ধ হইতে পারিবে। অবলা কামিনী বারম্বার এই সকল কথা আপনাপনি আন্দোলন করাতে তাহার অন্তঃকরণ অতিশয় পুলকিত হইয়া উঠিল। পৃথিবীতে কি শূন্যেতে সে অবস্থিতি করিতেছে, তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিলনা। বিপুল আনন্দে মগ্না হইয়া অহল্যা কখন্ কি বলে তাহার কিছুই নিয়ম নাই, হঠাৎ তাহাকে দেখিলে যেন উন্মত্তের মত বোধ হইতে লাগিল। কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া হড্ডি হড্ডিকা উভয়েই অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইল। কিন্তু ঈশ্বর-প্রসাদে তাহার ঐরূপ মনের ভাব বহুকাল থাকে নাই। কিয়দ্দিনানন্তর তাহা নিবৃত্ত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে তাহার পিতামাতার পূর্ব্ব সন্দেহ দূর হইলে উভয়েই তাহারা আনন্দসাগরে ভাসমান হইতে লাগিল।

চতুর্থ অধ্যায়

অহল্যার মোগল রাজধানী গমনে প্রবৃত্তি। সপরিবারে হডড্ডিকবরের দিল্লীযাত্রা। হুমায়ুন বাদসাহের প্রধান মন্ত্রিপুত্রের সহিত অহল্যার প্রণয় সঞ্চার। অহল্যার সহিত মন্ত্রিনন্দনের অবৈধরূপে মিলন স্পৃহা। অহল্যার সতীত্ব প্রকাশ ও অবৈধ মিলনে অনিচ্ছা। মন্ত্রিপুত্র কর্তৃক অহল্যা হরণ। অহল্যা বিরহে পিতামাতার শোক। হুমায়ুন বাদসাহের নিকট হডড্ডিকবরের গমনোদ্যোগ।

এক দিন ভোজনান্তে হডিডকবর অপূর্ব্ব শয্যায় অধ্যাসীন হইয়া পরম সুখে তাম্রকূট এবং তাম্বূল সেবন করিতেছিলেন, এমত সময়ে অহল্যা সুন্দরী সান্নিহিতা হইয়া করপুটে পিতার নিকটে নিবেদন করিল, মহাশয়! মোগল রাজধানী দর্শন করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে, আমি একবার তথায় গমন করিব, অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক ইহার কোন সুবিধা করিয়া দিউন।

পিতা কহিলেন, বৎসে! সে স্থানে তোমার গমন করিবার কারণ কি? কেন তুমি যাইতে এত অভিলাষিণী হইয়াছ তাহা বল!। অহল্যা বিনীত ভাবে উত্তর করিল, "পিতঃ! মুসলমানেরা হিন্দুজাতীয় ভদ্রলোক দিগের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, নীচজাতি ইতর লোকদের উপরেও তাহাদের সেই রূপ ব্যবহার,"

আমাদের প্রতি তাহারা বড় একটা অশ্রদ্ধা এবং হতা-দর প্রকাশ করেনা। সামাজিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুলোকদিগের মধ্যে আমরা যাদৃশ হীনত্ব পদ পাই-য়াছি, যবনাধিকারে আমাদিগকে তাদৃশ হীন হইতে হইবে না, বরং বিপুল ঐশ্বর্য্য হেতু আমরা গান্য এবং গণ্য হইয়া উঠিব"।

দুহিতার মুখে এই প্রকার যুক্তিসিদ্ধ পরম প্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া হুড়িক অতিশয় পুলকিত হইলেন, এবং কহিলেন, "বৎসে! ইহার জন্য তোমাকে বড় একটা উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না, মোগল রাজধানীতে গমন করণে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, বরং এতাদৃশ পরি-বর্ত্তনে আমি সম্পূর্ণ ইচ্ছুক আছি। তোমার শৈশব কালে মহারাজা হুমায়ুন একবার উৎকট বিপদে পড়িয়া-ছিলেন, আমি প্রাণপণ করিয়া তাঁহাকে সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করি, এজন্য বাদসাহ মহাশয় বদান্যভাব প্রকাশ করিয়া আমাকে বহু অর্থ প্রদান করেন। কন্যে! এক্ষণে তুমি আমার যে সকল বিভব দেখিতেছ, ঐ রাজ-দত্ত ধনই আমার সমুদায় ঐশ্বর্য্যের মূল কারণ। অনেক দিবস হইল বোধ করি সম্প্রতি সে সকল কথা প্রায় তোমার মনে হইবে না। বাদসাহ মহাশয় বিস্তর কষ্ট পাইয়াছিলেন, দেশত্যাগী হইয়া বিদেশী নৃপতিদিগের নিকটে তাঁহাকে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। ঈশ্বর প্রসা-দে তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যে পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিয়া ন্যায় বিচার দ্বারা আপনার প্রজা পালন করি-তেছেন; পরন্তু ঐশ্বর্য্যবন্ত ভূপতিদিগের পূর্ব্ব কথা বড় একটা স্মৃতিপথে আইসে না। বিনা আহ্বানে আমা-

কে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিলে, তিনি যে হঠাৎ চিনিতে পারিবেন ইহা সম্পূর্ণ সন্দেহ স্থল। কি জানি, বিধাতা যদি সুপ্রসন্ন হন, তবে করুণানিধান বাদসাহ মহাশয় এ হীনকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ পূর্ব্বক অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেও করিতে পারেন।

যাহাহউক বৎসে অহল্যে! আমরা দিল্লী সহরে অবশ্যই যাইব, নিশ্চয় বোধ হইতেছে তথায় আমাদের পক্ষে ভাল বই কখন মন্দ হইবে না। বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য দিল্লী অতি উপযুক্ত স্থান, সে স্থানে নানা দেশীয় ও নানা জাতীয় লোকের সমাগম হয়, জনাকীর্ণ স্থানের মধ্যে সওদাগরী করিতে পারিলে বিস্তর লাভের সম্ভাবনা, অতএব স্থির প্রতিজ্ঞা করিলাম আমরা দিল্লী সহরে যাইব"।

হডিডকের স্ত্রী সকল বিষয়েই স্বামীর বশীভূতা ছিল, অতএব দিল্লী যাত্রা বিষয়ে কোন আপত্তি করিল না, বরং পরমাহ্লাদে প্রস্থান করিল এবং কতিপয় দিনসের মধ্যেই তথায় উপস্থিত হইল। জনাকীর্ণ নগরমধ্যে প্রায় অনেক ধনাঢ্য লোকের বাস, পরম সুন্দরী কামিনী লাভে তাহারা অত্যন্ত প্রয়াস করিয়া থাকে। তাহাদিগের সন্নিকটে রূপমাধুরীর যাদৃশ প্রশংসা অন্যে তাহা উপলব্ধি করিতেও পারে না। অতএব স্বর্গবিদ্যাধরীর ন্যায় অহল্যার সৌন্দর্য্য কতদিন তথায় গোপন থাকিতে পারে? ক্রমে ক্রমে জনশ্রুতি দ্বারা সর্ব্বত্র তাহা প্রচার হইয়াপড়িল। পিতৃ ভবন হইতে বহির্গতা হইয়া রূপসী বালিকা যেখানে গমন করে, সেইখানেই লোকেরা তাহার মনোহর রূপ মাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হইয়া প্রশংসা করিতে থাকে।

এদেশে ধনবান ভদ্রলোকের রমণীরা পথিমধ্যে বাহির হইবার সময়ে, হয় শিবিকাবাহন নতুবা চতুর্দ্দোলায় গমন করিয়া থাকেন। যান বাহন রাখিতে যাহাদের সঙ্গতি নাই এমন নিস্ব অথচ সৎকুলোদ্ভবদিগের গৃহিণীগণ দৈবক্রমে যদি রাজপথে নির্গত হন তবে তাহাদের বদনমণ্ডল অবগুণ্ঠনে আচ্ছন্ন থাকে। হঠাৎ তাহা কোন ব্যক্তি অবলোকন করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদেব রূপ-লাবণ্য অনায়াসে উপলব্ধ করাও অসম্ভব। কিন্তু নীচ জাতিদিগের মধ্যে এত আঁটা আঁটি নাই, তাহাদিগের কুলবালারা স্বীয় আত্মীয়গণের সমভিব্যাহারে যথাতথা গমনাগমন করিয়াথাকে, মুখমণ্ডল বড় একটা অঞ্চলদ্বারা বা অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত থাকে না, সুতরাং তাহাদের মনোহর সৌন্দর্য্যাদিও সকলের নেত্রগোচর হয়।

হড্ডিকতনয়া অহল্যা প্রতিদিন নিজ বয়স্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া সরোবরে স্নান করিতে যাইত, সায়ংকালে পুষ্পোদ্যানে যাইয়া পরিষ্কার বায়ু সেবন করিত। ভদ্রারা অনেকেই তাহার অপরূপ রূপ দর্শনে মোহিত হওয়াতে নগরের সর্ব্বত্রেই সে পরম সুন্দরী বলিয়া অতিশয় বি-খ্যাতই হই াছিল।

এক দিন প্রাতঃকালে অহল্যা কোন আত্মীয় লোকের সমভিব্যাহারে এক বাজার দিয়া গমন করিতে ছিল। বহু লোকের সমাগম প্রযুক্ত তথায় বড়ই জনতা হয়। হঠাৎ একখান পালকীর বাঁটের অগ্রভাগদ্বারা তাহার গাত্রে আঘাত লাগাতে কোমলাঙ্গী বালিকা একেবারে মূর্চ্ছা পন্না হইল। তাহাতে কি হইল, কি হইল, এই কথা বলিয়া ভাবল্লোকেই চীৎকার করিয়া উঠিলে, শিবিকার

ভিতরে যে ধনাঢ্য ব্যক্তি উপবেশন করিয়াছিলেন, তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহা হইতে অবরোহণ করিয়া, তাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলেন। অনন্তর বাহক দিগকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা এখানে ক্ষণকাল বিরাম কর, আমার সাহায্যে যদি কামিনীর কোন উপকার হয়, তবে সর্ব্বতো-ভাবে তাহার চেষ্টা করাই বিধেয়।

বাহকদিগকে এই কথা বলিয়া ঐ ধনবান্ ব্যক্তি মনো-মোহিনী অহল্যার নিকটে গমন করিয়া দেখেন, বালিকা যাতনাতে বড়ই কাতরা হইয়াছে। দিব্য কন্যার ন্যায় তাহার সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং করুণারসে একেবারে আর্দ্র হইয়াগেলেন। অনন্তর ঐ ভদ্র মহাশয় সমীপবর্ত্তী লোকদিগকে জিজ্ঞা-সা করিলেন, এ কামিনী কে? ইহার পিত্রালয় কোথায়? লোকমুখে তিনি নিজ প্রশ্নের উত্তর পাইয়া আপন যান-বাহক দিগকে কহিলেন, "তোমরা পালকীর ভিতরে এই কোমলাঙ্গী কন্যাকে লইয়া ইহার পিত্রালয়ে গমন কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে যাইতেছি।"

অহল্যার পিতা হড্ডিকবর বাটীদ্বারে এক কালে বহু লোকের সমাগম দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। প্রাকৃতিক অপত্যস্নেহ মনুষ্যের অন্তঃকরণে বড়ই প্রবল থাকে। হঠাৎ তাহার মনে শঙ্কা হইল, কন্যা আমার বাহিরে গিয়া ছিল, অবশ্যই কোন না কোন বিপদ্ ঘটি-য়াছে। এই বিবেচনায় নিজ তনয়ার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। পিতাকে কাতর দেখিয়া অহল্যা তখন বিনয় বাক্যে কহিল, পিতঃ! এত দুঃখ করিবার আবশ্যকতা নাই,

পালকীর বাঁট লাগিয়া আমি পড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার কোন অঙ্গেই অতিশয় আঘাত লাগে নাই। এই কথা বলিয়া সে শিবিকা হইতে গাত্রোত্থান করাতে তাহার পিতার ভয় দূর হইয়াগেল।

অনন্তর হড্ডিক ঐ অপরিচিত ধনাঢ্য ব্যক্তিকে নিবেদন করিলেন, মহাশয়! ভাগ্যক্রমে সদয় হইয়া যদি আপনি এ দীনের ভবনে আসিয়াছেন, তবে ক্ষণকাল বিশ্রাম পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া যাউন। এই সুশীল এবং সভ্য ব্যবহারে ভদ্রসন্তান তাহার কথা অবহেলন করিতে না পারিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। পরে হড্ডিকদিগের সহিত তিনি ভোজন করিতে বসিয়াছেন, এমত সময়ে উত্তম পরিচ্ছদ পরিহিত কয়েক জন আমীর লোক তথায় আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ঐ নীচ গৃহস্থের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। সে আপনাকে ধন্য মানিয়া মনে মনে শ্লাঘা করিতে লাগিল, এবং ভাবিতে লাগিল স্বজাতি ইতর লোক ব্যতিরেকে আমার বাটীতে কস্মিন্‌কালেও কোন ভদ্রলোক আসিয়া আহারাদি করেন না, আজি আমার জন্ম সার্থক, এতাদৃশ ভাগ্যবান্ ও বিপুল মর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত আমরা একত্রে বসিয়া ভোজন করিতেছি।

অনন্তর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে ঐ অতিথি মহাত্মা বলিলেন, আমি অমুক ধনবান মুসলমানের সন্তান। পিতৃ আজ্ঞায় সহর দেখিতে বাহির হইয়াছিলাম, হঠাৎ রাজমার্গে এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। ভোজনান্তে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তিনি হড্ডিকের সহিত কথোপকথন

করিয়া কহিলেন, অদ্য আমি বিদায় হই, তোমাদিগের সদ্ব্যবহারে বড়ই প্রীত হইয়াছি, যদি তোমাদের মত হয় মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমি তোমাদিগকে দর্শন করিয়া যাইব। এই কথাতে পতি পত্নী উভয়ে আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক আপনাদের সম্মতি প্রদান করিল।

তখন অহল্যা একবারে আনন্দসাগরে মগ্না হইয়া অপাঙ্গ ভঙ্গিমা দ্বারা তাঁহার প্রতি আপন সম্পূর্ণ ইচ্ছা জানাইল, কিন্তু বাক্যদ্বারা কিছু প্রকাশ করিয়া কহিল না। নাই কেন, স্ত্রীলোকেরা নয়নভঙ্গীদ্বারা যে সকল মনোগত ভাব প্রকাশ করে, জিহ্বাসঞ্চালনদ্বারা সে সকল ভাব কদাপি স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয় না।

অনন্তর অতিথি নিজাশ্রম স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, হরিভক্ত অনুসন্ধানদ্বারা জ্ঞাত হইল যে সে ব্যক্তি হুমায়ুন বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী বিরাম খাঁর পুত্র। ঐ উজীরনন্দন নিজ অঙ্গীকারানুসারে অবকাশ পাইলেই হরিভক্তদিগের বাটীতে আগমন করিতেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সহিত ক্রমেং ঐ নীচ পরিবারের অত্যন্ত সৌহার্দ্য হয়। পরম রূপসী অহল্যা সুন্দরী আর কত কাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেক, সে প্রেমভাব প্রকাশ করিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিত। ইহাতে ঐ যুবা পুরুষ তাহার মনোহর রূপ দর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে অতিশয় মোহিত হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিতে বড় শ্রীমান পুরুষ ছিলেন, তাঁহার চরিত্র বিষয়ে কোন লোকে কোন অপবাদ দিতে পারিত না। তিনি অতিশয় বদান্যস্বভাব ছিলেন। কিন্তু হইলে কি হয়, বহু অর্থ হস্তে থাকিলে মনুষ্য হিতাহিত জ্ঞানের অনুসারে সকল কর্ম্ম করে না, ধনমদে

মত্ত হইয়া মনোভীষ্ট সাধনার্থে গর্হিত কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হইয়াথাকে।

যাহাহউক বাদসাহ মহাশয়ের প্রধান মহিষীগণ মন্ত্রি-পুত্রের সৌন্দর্য্য এবং সচ্চরিত্র হেতু তাঁহাকে বড়ই প্রশংসা করিতেন। পূর্ব্বে দুই তিন জন ধনাঢ্য আমীরের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ সকল কামিনীর মধ্যে কোন রমণীই তাঁহার প্রীতিভাজন হয় নাই। মনোমোহিনী অহল্যা আপন রূপ মাধুরীর দ্বারা একেবারে ঐ যুবকের মন হরণ করিল। দিল্লী সহরে যাবতীয় কুলবতী অঙ্গনা ছিল, তিনি সকল হইতে অহল্যাকে শ্রেষ্ঠতরা বোধ করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, উহার তুল্য প্রিয়বদনা এ নগরের কোন কামিনীই নহে, অতএব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া এই বিদেশিনীর উপরেই আমার অনুরাগ ও প্রণয় প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

কয়েক দিবস মন্ত্রিনন্দন দিন যামিনী কেবল এই চিন্তায় অতিবাহিত করেন, কিরূপে ঐ হড্ডিকার সহিত সংমিলন হইবে। ভাবিয়া তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। বিবেচনা করিতে ২ তাঁহার অন্তঃকরণে উদয় হইল, প্রণয়দ্বারা যদি আমি অহল্যাকে সহধর্ম্মিণী করি, তবে ভবিষ্যতে আমাকে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইবে। আমি মোগলজাতীয় এক জন প্রধান আমীরের পুত্র, অপকৃষ্ট নীচ বংশোদ্ভবা কন্যাকে বিবাহ করা কোন মতেই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প নহে, ইহাতে জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় লোকেরাই বা আমাকে কি বলিবেন। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তাঁহাদিগের নিকট আমি এ বিষয়ের প্রস্তাব

করিলে তাঁহারা কোন প্রকারেই সম্মত হইবেন না। কি পরিতাপ! আমাকে বুঝি এবারে বিপদসাগরে মগ্ন হইতে হইল, প্রাণপ্রিয়া অহল্যার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইতেছে, তাহার সহিত সংমিলন না হইলে বোধ করি আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। একথা কাহাকেই বা বলি, প্রকাশ হইলে লোকে আমাকে উপহাস করিতে থাকিবে।

অনন্তর মন্ত্রিপুত্র মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এক্ষণে একমাত্র উপায় এই আছে, আমি অত্যল্প কালের নিমিত্ত গোপনে সেই প্রণয়বতীর প্রেম পাশে আবদ্ধ হই, ইহাতে হঠাৎ কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে আমি ইচ্ছানুসারে অনায়াসেই সেই প্রণয়পাশ ছেদন করিতে পারিব। বস্তুতঃ প্রণয়িনী অহল্যার প্রতি আমার কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা নাই, পাণিগ্রহণ দ্বারা তাহার সহিত সংমিলনে আমার নিতান্ত ইচ্ছা। কিন্তু কেবল নীচ বংশে উদ্ভবা বলিয়া একটী অতি গুরুতর প্রতিবন্ধক হইয়াছে। এ সকলইতো অহল্যা উত্তম রূপে জানে, তবে আমার এ প্রস্তাবে সে অসম্মতা হইবে কেন? মন্ত্রিনন্দন এই কল্পই মনে ২ স্থির করিলেন, কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তেকের নিমিত্তেও একবার বিবেচনা করিলেন না যে অহল্যা সুন্দরী তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার তাদৃশ মনস্কামনা সিদ্ধ করণে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে।

বঙ্গদেশীয় ভদ্রসমাজ ব্যতীত প্রায় অন্যান্য সকল দেশেই বিবাহের পূর্ব্বে অগ্রে স্ত্রীপুরুষে সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, উভয়ের সম্মতি না হইলে বিবাহকার্য্য প্রায় সম্পন্ন হয় না। অতএব নেত্রে নেত্রে মিলন করা পরিণয়

সংস্কারের সোপান স্বরূপ হইয়া থাকে। অহল্যার সঙ্গে ভদ্র বংশজ উজীরনন্দনের পূর্ব্বেই নয়ন সংযোগ ও প্রণয়াকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, কেবল পিতামাতার ক্রোধ হইবার ভয়ে তিনি একথা তাঁহাদিগের নিকটে প্রকাশ করেন নাই।

উজীরনন্দন এবং অহল্যা উভয়ের বড়ই সম্প্রীতি হইয়াছে, ইহা দেখিয়া অহল্যার পিতামাতা অতিশয় সন্তুষ্ট হইল, তথাপি তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে চিন্তা দূর হইল না। কেননা তাহারা উত্তমরূপে জানিত অহল্যা ধর্ম্মপরায়ণা, নীতি ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কোন কর্ম্মই করে না। অতএব যদি কোন কারণ বশতঃ সে উজীরনন্দনকে বশীভূত করিতে না পারে, তবে কোন ক্রমেই ঐ মুসলমান আমীরের সহধর্ম্মিণী হইতে পারিবে না।

অনন্তর এক দিন হড্ডিকবর স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক দুহিতাকে আলিঙ্গন করিয়া মধুর বাক্যে কহিল, বৎসে! ভরসা করি তোমা দ্বারা আমার গৃহ পবিত্র হইয়া উঠিবে, তুমি এত দিন অন্বেষণ করিয়া মনের মত পতি পাইবার উপায় করিয়াছ, ভাল, জিজ্ঞাসা করি যে উত্তম ব্যক্তি এক্ষণে তোমার মনোনীত হইয়াছেন, তিনি তোমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন কি না?

এই কথাতে অহল্যা সুন্দরী পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল পিতঃ! তুমি কাহার কথা কহিতেছ?

পিতা। কেন, উজীরনন্দনের বিষয় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

অহল্যা। তিনি যে আমার প্রতি অতিশয় অনুরাগী তাহা এখন পর্য্যন্ত শপথ করিয়া জানান নাই।

পিতা। শপথ করুন বা না করুন, ইহাতে কিছুমাত্র আইসে যায় না। জিহ্বা সঞ্চালন দ্বারা প্রীতি প্রমাণীকৃত হওয়া অপেক্ষা নীরব দৃষ্টিদ্বারা যদি স্পষ্টীভূত হয় যে তিনি তোমাকে অন্তঃকরণের সহিত ভাল বাসিয়া থাকেন, তবেই যথেষ্ট হইল, শপথের প্রয়োজন কি? কিয়দ্দিন বিলম্ব কর, তিনি আগামী শুক্লপক্ষে আপনি আসিয়া তোমার নিকটে অঙ্গীকার করিবেন। অহল্যে! তোমার মনের কথা বল দেখি, তুমি তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাস কি না?

অহল্যা। সত্য বলিতে কি? পিতঃ আমি উজীরনন্দনকে যথার্থই ভাল বাসি।

পিতা। তবে কি তুমি তাঁহাকে বিবাহ করিবে?

অহল্যা। যে ব্যক্তিকে আমি বিবাহ করিব না, সে আমার প্রেমের আধার নহে, যে আমার প্রীতিভাজন নহে তাহাকে আমি বরমাল্য প্রদান করিব না।

কন্যার কথার ভাবে তাহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পিতা কহিল, "আমি এক্ষণে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, প্রজাপতি কৃপা করিয়া তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করুন।"

সেই কাল অবধি পিতা মাতা উভয়েই চাতকের ন্যায় প্রতীক্ষা করিয়া রহিল, উজীরনন্দন কবে আসিয়া কন্যার নিকট শপথ পূর্ব্বক এইটি অঙ্গীকার করিবেন, যে আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া আপন ধর্ম্মপত্নী করিব। কিন্তু তাহাদিগের সে আশা শীঘ্র সফল হইল না, সচিবপুত্র বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহারা অতিশয় অধৈর্য্য হইয়াও মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল, ভাল,

আমাদিগের মনোভীষ্ট শীঘ্র সম্পন্ন না হউক, ইহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়াছে ঐ যুবা পুরুষ আমাদিগের অহল্যাকে মনের সহিত অতিশয় ভাল বাসেন।

এইরূপে কিছুদিন যায়, মন্ত্রিপুত্র প্রতিদিন অহল্যার বাটীতে আসিয়া হড্ডিকদিগের সহিত কথোপকথন করেন। কিজন্য যে তিনি যাতায়াত করেন, তাহা এক্ষণে অহল্যার পিতামাতা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছিল, এজন্য ঐ যুবা পুরুষকে আসিতে দেখিলেই তাহারা গোপন ভাবে থাকিত। ইহাতে অতিশয় নিভৃত স্থান পাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ঐ নবীন প্রণয়ীদিগের আলাপ পরিচয় এবং প্রেম অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বিশিষ্ট রূপ বাক্যালাপ না হইলে কাহার কত বুদ্ধি তাহা শীঘ্র প্রকাশ পায় না। উজীরনন্দন সম্প্রতি অহল্যার সহিত নির্জ্জনে কথোপকথন করিয়া বুঝিতে পারিলেন, যে হড্ডিকতনয়ার অসীম-বুদ্ধি, উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষার অভাবে তাহা বড় মাৰ্জ্জিত হইতে পায় নাই। না হউক, কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীজাতির মধ্যে এতাদৃশ বুদ্ধিশক্তি অতি বিরল। বিজাতীয় নীচ বংশে তাহার জন্ম হইয়াছে বলিয়া সুশিক্ষিত বিদ্যারসদ্বারা ঐ বুদ্ধি প্রকৃষ্ট রূপে প্রবল হইতে পারে নাই, নতুবা লোক সমাজে সে বিদ্যাবতী নামে অতিশয় বিখ্যাতা হইতে পারিত।

যাহাহউক অহল্যার দোষ কিছুমাত্র নাই। লোকে বিদ্যার প্রতি অনাদর করিয়া প্রায় মূর্খ হইয়া থাকে, এই দোষ খণ্ডাইবার নিমিত্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি অহল্যা সুন্দরী মনোযোগ পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্তা হইবার মানস করিয়াছিল। পল্লিগ্রামের সকল স্থানেই এক একটী পাঠশালা

থাকে। বাল্যকালে সে মনে করিয়াছিল, পিতাকে কহিয়া আমি ঐ স্থানেই গমন করত অন্যান্য বালকদের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিব। কিন্তু একে বালিকা তাহাতে আবার অত্যধম হড্ডিক জাতি; এজন্য গুরুমহাশয় তাহাকে শিষ্য করণে সম্মতি প্রদান করেন নাই। মনের বিষাদে ঐ অবলা বালা পিতৃগৃহের নিকট-স্থিত এক জন মুসলমানের কাছে যাইয়া আপন মনোদুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল।

ঐ মুসলমান অতিশয় বিদ্বান মনুষ্য ছিলেন, বিদ্যারসাস্বাদনে অহল্যাকে নিতান্ত ইচ্ছুক দেখিয়া তিনি তাহাকে বর্ণমালার সমুদায় বর্ণ পরিচয় করাইয়া দেন। তাহার তীক্ষ্নবুদ্ধি প্রযুক্ত ঐ শিক্ষককে কিছুমাত্র ক্লেশ পাইতে হইল না। অল্পদিনের মধ্যে অহল্যা স্বদেশীয় ভাষাতে, যে সকল কাব্য শাস্ত্র এবং ইতিহাস লিখিত ছিল সে সকলই পাঠ করিতে পারিল। ধর্ম্মশাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা এবং শিল্প বিদ্যাদিতে অবলা কিছুমাত্র গুরূপদেশ পায় নাই, এ জন্য ঐ সকল বিষয়ে সে বড় একটা নিপুণ ছিলনা বটে, কিন্তু মনঃসংযোগ এবং অনুশীলন দ্বারা তাহার কিছুং স্থূল তাৎপর্য্য শিক্ষা করিয়াছিল।

তৎকালে বিদ্যা শিক্ষার পদ্ধতি এই ভারতবর্ষে অন্যপ্রকার ছিল। রাজাজ্ঞানুসারে প্রত্যেক গ্রামে এক একটী পাঠশালা স্থাপিত হইত। তাহাতে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সাধারণ প্রজাবর্গ সকলেই আপনাদিগের মানসান্ধকার দূর করিতে পারিত। এক্ষণে পল্লিগ্রামবাসী দীন দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে পাঠ করিতে বা বর্ণ লিখিতে পারে এমন একজন ব্যক্তিও পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু সে সময়ে কি

ভদ্র কি অভদ্র, কি ধনী কি দুঃখী, সকলকেই রাজনিয়মা-নুসারে বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইত। পূর্ব্বকালের সহিত বর্ত্তমান কালের অবস্থাকে তুলনা করিতে হইলে, পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তের সামাজিক নিয়ম, বোধ হয় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে।

ইউরোপখণ্ডীয় ধর্ম্মনীতি, এবং পদার্থবিদ্যা, ও শিল্প বিদ্যাদি দ্বারা ভূমণ্ডলের অনেক দেশই এক্ষণে সভ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু তৎকালে ঐ ইউরোপের বড়ই দুরবস্থা ছিল, বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি বিষয়ে তত্রস্থ লোকেরা কিছুমাত্র যত্ন করিত না, ইহাতে অজ্ঞানরূপ তিমির দ্বারা তাহাদিগের মানসিক দীপ্তি আচ্ছন্ন হইয়াছিল। অপর দেশীয় লোকেরা উহাদিগকে মূর্খ এবং অসভ্য বলিয়া অতিশয় অনাদর করিত। অধিক কি, যাহারা ইউরোপের প্রসাদে এক্ষণে সভ্য এবং গণ্য হইয়াছে, তাহারাও ঐ লোকদিগকে মূর্খ বোধ করিত।

আহা! পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের ইউরোপের ন্যায় দুরবস্থা ছিল না, সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী এমন অনেক পণ্ডিত এখানে ছিলেন। নৃপতি মহাশয়দিগের বিদ্যা বিষয়ে বিশেষানুরাগ থাকাতে সর্ব্বত্রই চতুষ্পাঠী এবং পাঠশালা স্থাপিত হইত, অজ্ঞানাবস্থায় প্রজাদিগকে দুঃখ পাইতে হইত না। যে বিদ্যা যাহার উপাস্য সে সেইরূপ বিদ্যা শিখিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিত। বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতগণ যথাযোগ্য বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন, নিজ পরিবার এবং ছাত্রদিগের ভরণ পোষণের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র কষ্টভোগ করিতে হইত না, অনায়াসেই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহারা যাবজ্জীবন কেবল

বিবিধ প্রকার বিদ্যানুশীলনেই পরমসুখে কালাতিপাত করিতেন।

আহা! দুর্ভাগ্য বশতঃ এই হিন্দুস্থান বহুকাল পর্য্যন্ত, অত্যাচারী প্রজাপীড়ক মুসলমানদিগের অধিকার ভুক্ত হয়, তাহাতে দেশীয় লোকেরা কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। দুরাত্মারা হিন্দু-জাতির প্রতি দ্বেষ প্রযুক্ত বাহুবলে সমুদায় শাস্ত্রই নষ্ট করিয়াছিল, তাহা না হইলে আমাদিগের জন্মভূমি এতদিনে পূর্ব্বতন যুনানি রাজ্য অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর হইতে পারিত। বিদ্যারূপ জ্যোতির প্রভাবে এ দেশীয় সাধারণ লোকেরা জনসমাজে সুসভ্য বলিয়া মান্য এবং গণ্য হইত, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়, হিন্দু রাজাদিগের অধিকার কালে রাজকর্ম্মচারী মহাপুরুষগণ বিদ্যার প্রতি বিশেষ মনোযোগ এবং যত্ন করিয়াছিলেন। ঐ মহানুভবদিগের শাসন কালে প্রত্যেক প্রসিদ্ধ গ্রামে এক একটি বিদ্যালয় স্থাপিত এবং এক এক জন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিল। দীন হীন সামান্য লোকের বালকেরাও তাহাতে বিদ্যা শিক্ষা করিত। পণ্ডিতগণ বিশেষ যত্নে এই সকল গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি অতিশয় সহজ করিয়াছিলেন, এজন্য তত্রস্থ পাঠকেরা অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইত, এবং উপার্জ্জনে বড় একটা ধন ব্যয়ও হইত না।

এক্ষণে এই ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের অধিকার ভুক্ত হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে অনেক যত্ন হইতেছে, বোধ হয় ইহাঁদিগের সাহায্য দ্বারা অত্রস্থ লোকেরা

মহানুভব হইতে পারিবে। তৎকালে হিন্দুমাত্রেই নিজ সন্তানের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে অতিশয় যত্নবান ছিল। এই কর্ম্মকে গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্মবোধে, তাহারা বিবেচনা করিত আমরা যদি পুত্রদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি বিষয়ে অবহেলা করি, তবে ঈশ্বর সন্নিধানে এবং দেশীয় জন সমাজের নিকটে অত্যপরাধী হইব। একারণ বালকগণ পঞ্চম বৎসর বয়স্ক হইলেই পিতা মাতারা নিজ গ্রামের গুরু মহাশয়ের সমীপে তাহাদিগকে প্রেরণ করিত। রাজাকে দেখাইবার নিমিত্ত ঐ বালকের নাম ধাম এবং সে কাহার পুত্র, তাবৎ বিবরণ গুরুমহাশয় একখানি পুস্তকে লিখিয়া রাখিতেন।

প্রত্যেক পাঠশালার উপরিভাগে সর্ব্বাগ্রগণ্য গণেশ দেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, অল্প বয়স্ক কুমারেরা বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে প্রথমে ঐ গজানন এবং সরস্বতী দেবীর আরাধনা করিত। শিক্ষক, অন্যান্য ছাত্রবর্গ, এবং নবীন পাঠকের আত্মীয়গণ স্তবস্তোত্র পূর্ব্বক ঐ দেব দেবীর নিকটে প্রার্থনা করিত, কৃপাবলোকন করিয়া তাঁহারা যেন নবপ্রবৃত্ত বালকটীকে বিদ্যানুশীলনে বিশেষ যত্নবান করেন, আর শিক্ষা বিধানে সাহায্য প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের আশা যেন সুসিদ্ধ করিয়া পাঠককে জ্ঞানবান করেন।

তৎকালে বিদ্যাশিক্ষার এইরূপ রীতি থাকাতে কোন রূপে অহল্যার যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল। যাহা-হউক, হুমায়ুন বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী বিরামখাঁর পুত্র অহল্যাকে যদ্রূপ ভাল বাসিতেন, অহল্যাও তাঁহার প্রতি তদনুরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে

নাই, পরস্পর উভয়েই উভয়ের আন্তরিক প্রীতিভাজন ও মনোরঞ্জন হইয়া ছিল।

ধনাঢ্য হড্ডিক দিল্লী সহরে গমন করিয়া প্রতিপত্তি লাভের আশয়ে একটি অতি উত্তম অট্টালিকা ভাড়া লইয়াছিল, তাহার পশ্চাৎ এবং সম্মুখভাগে সুমনোহর বারাণ্ডা ও পুষ্পোদ্যান থাকাতে সন্ধ্যাকালে মন্ত্রিপুত্র এবং অহল্যা সুন্দরী ঐ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া পরম সুখে কথোপকথন করিতেন। এক দিন হঠাৎ ঐ যুবা মুসলমান অহল্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়তমে! যদি কোন কার্য্য বশতঃ তোমার নিজ জনক জননীকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে তুমি আপনাকে সুখী বোধ কর কি না?

অহল্যা। পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিতে হয় এমন কোন কারণই দেখি না।

উজীরপুত্র। প্রিয়তমে! স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া প্রত্যুত্তর কর, যাহা মনে উদয় হয় তাহাই বলিও না!

অহল্যা। আমি তোমাকে মিথ্যা কহিতেছি না, স্থির-ভাবে বিবেচনা না করিয়া কোন মনুষ্যেরই কথা কওয়া উচিত নয়। সামান্য ঐহিক সুখের প্রত্যাশায় আমি পরমহিতৈষী পিতা মাতাকে কেন পরিত্যাগ করিব।

উজীরপুত্র। ভাল, অহল্যে! যদি তোমার বিবাহ হয়, তাবতো তাঁহাদিগকে তোমায় পরিত্যাগ করিতে হইবে।

অহল্যা। কেন? জনক জননী আমার সঙ্গের সঙ্গী, আমি যেখানে যাইব তাঁহারাও সেইখানে যাইবেন।

উজীরপুত্র। তোমার ইচ্ছায় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে না, যদি তোমার স্বামী তাঁহাদিগের সহিত সহবাস করণে

অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে তুমি কি করিবে তাহা বল ?

অহল্যা। উজীরপুত্র! একটী কথা শুন, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত যিনি আমাকে ভাল বাসেন, আমার প্রিয় ব্যক্তিদিগকেও তিনি অবশ্য ভালবাসিবেন, নতুবা তাঁহার প্রীতি কোথায়?। প্রিয় সম্বন্ধে প্রেম না দেখাইলে অন্তঃকরণের শূন্যতা প্রকাশ হয়। তুমি যে স্বামীর কথা কহিতেছ, তিনি যে আমাকে ভালবাসেন, ইহা কিসে অনুভব হইবে?

উজীর পুত্র। স্ত্রী পুরুষে সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মিলে সংমিলনের নানা প্রকার উপায় আছে, ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিলে তোমার পিতা মাতা কোন প্রকারে তোমার সহিত সহবাস করিতে পারিবেন না।

অহল্যা। সচিবনন্দন! স্ত্রীজাতির সরল স্বভাব, এত ঘোর ফের শঠতার কথা আমরা বড় একটা বুঝিতে পারি না। সংমিলন তো একি প্রকার জানি, ভিন্নভিন্ন উপায় দ্বারা কিরূপে সংমিলন হয়, তাহা আমার কিছুমাত্র উপলব্ধি নাই।

উজীরপুত্র। প্রিয়তমে! স্ত্রীপুরুষে বিশেষ আন্তরিক অনুরাগ জন্মিলে পরস্পর দুই জনেই প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে পারে। বিবাহ সম্বন্ধ কেবল বাহ্যিক চিহ্ন বইতো নয়, এতাদৃশ অকিঞ্চিৎকর সামাজিক নিয়মে পরিবদ্ধা না হইয়া, যদি তুমি আপন প্রিয়তমের সহিত সচ্ছন্দে সহবাস কর, তবে তাহাতে ক্ষতি কি আছে?

অহল্যা। সত্য কহিতেছি, আমার এমন অনুরাগ ও এমন সহবাস কখনই হইতে পারিবে না। অতএব আমীর-

নন্দন! তোমার সমুদায় তর্ক বিতর্কই বালির বাঁধ, এক কথাতে সকলই ভাসিয়া গেল।

উজীরপুত্র। অহল্যে! তুমি বিচ্ছেদ বিষয়ে এত স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছ কেন? আমি যে প্রস্তাব করিলাম ইহা উত্তম কল্প। বিবাহ-সম্বন্ধ কেবল এক প্রকার রাজনীতির কৌশল স্বরূপ, তাহাতে নানা প্রকারে প্রণয়-সূত্রের প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং কখন কখন আন্তরিক ভাবও শিথিল হইয়া পড়ে। বিবাহ সূত্রে পরিবদ্ধ হইয়া অনেকবার অনেক লোকে বিস্তর মনের অসুখ পাইয়াছে। সুন্দরি! তুমি এতদ্রূপ সামান্য সম্বন্ধ দ্বারা বদ্ধা না হইলে, কি এজগতের কোন ব্যক্তির সহিত সংমিলিতা হইবেনা?

অহল্যা। আমি কুলবালা, নিরন্তর স্বীয় পরিজনের সঙ্গে সহবাস করিয়া থাকি, তোমার যত জ্ঞান বুদ্ধি আমার অত বুদ্ধি নাই। গুরুজনের মুখে শ্রবণ করিয়াছি; এবং বাল্যাবস্থা অবধি আমার এইরূপ সংস্কার আছে, যে বিবাহ ঐহিক সুখের আকর স্বরূপ। ইহাতে কখনং অনিষ্টোৎপত্তি হইয়াথাকে বটে, কিন্তু শুভাশুভ বিবেচনা করিয়া দেখিলে শুভ ফলেরই আধিক্য দৃষ্ট হয়। নিশ্চয় কহিতেছি হড্ডিকের সহধর্ম্মিণী হইয়া যাবজ্জীবন যদি দুঃখে কাল যায় বরং তাহাও ভাল, তথাপি আমি কদাপি সর্ব্বভোগ্যা কুলটা হইয়া আমীরের প্রণয়িনী হইব না।

উজীরপুত্র। আমি তোমার পিতার মুখে শুনিয়াছি, তুমি নাকি স্বজাতীয় হড্ডিককে কখনই বিবাহ করিবেনা! পূর্ব্বে এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে।

অহল্যা। পিতা মহাশয় তোমাকে সত্য কথাই কহিয়াছেন, এজন্য আমীরের উপপত্নী হইয়া আমি যে কুলকলঙ্কিনী হইব, কিসে তোমার এমন বোধ হইল? তুমি নিশ্চয় জানিও, এতাদৃশ অযশ দ্বারা আমি জনসমাজে বেশ্যা বলিয়া কখনই পরিগণিতা হইব না।

উজীরপুত্র। অহল্যে! তোমার প্রতি আমার কতদূর পর্য্যন্ত অনুরাগ তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন নাই, বোধ হয় তুমি তাহা এখন পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারনাই। জিজ্ঞাসা করি, প্রিয়ে! সরল ভাবে বল, তোমাকে আমি যেরূপ ভালবাসি, তুমি আমাকে সেইরূপ ভাল বাস কি না?

অহল্যা। আমীরনন্দন, আমার সরল স্বভাব, লৌকিক প্রবঞ্চনা এবং চাতুরী কাহাকে বলে তাহার কিছু মাত্র জানিনা। সংসার যাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহাও আমার বড় একটা উপলব্ধি নাই। অতএব নিষ্কপট ভাবে তোমাকে আমার মনোগত অভিপ্রায় জানাইবার বাধা কি? শ্রদ্ধা অনুরাগ সকলই মনুষ্যের কার্য্য দ্বারা জানা যায়। তোমার ব্যবহার দেখিয়া আমার উত্তম অনুভব হইয়াছে যে তোমার সকল কথাই মৌখিক, প্রগাঢ় সম্প্রীতি কাহাকে বলে তুমি তাহার কিছুমাত্র জান না। তোমার এতাদৃশ অস্থির প্রেম দেখিয়া আমার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইতেছে, সন্দেহ প্রযুক্ত তোমার প্রতি আমার ভক্তি ও মর্য্যাদাও ক্রমে২ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। মন্ত্রিপুত্র! আমি তোমাকে একেবারে নিশ্চয় কহিতেছি, মর্য্যাদাশূন্য স্ত্রীলোকের প্রেম নিষ্প্রভ কদর্য্য

হীরক স্বরূপ, ধারণ করাতে লজ্জা ব্যতীত শোভা প্রকাশ কখনই হয় না।

মন্ত্রিপুত্র। অহল্যে! যে কামিনী আমার অন্তঃকরণের সকল স্নেহই হরণ করিয়াছে, তাহার প্রতি আমার কি-পর্য্যন্ত শ্রদ্ধানুরাগ তাহা তোমার উপলব্ধি করা দুষ্কর, মৃত্যু না হইলে এ প্রেম আমার কখনই সম্বরণ হইবে না। কিন্তু প্রিয়ে! তুমি সকলই জান, তোমাকে বিবাহ করণে অনেক সামাজিক আপত্তি আছে।

মন্ত্রিপুত্র এই কথা বলিয়া কিয়ৎকাল মৌনী ভাবে রহিলেন। অহল্যার আভিজাত্যদোষের কথা একেবারে সকলই প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিলেন না। তৎশ্রবণে পরম সুন্দরী শুড়িকতনয়ার বদনমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। রাগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অহল্যা তাঁহাকে বলিতে লাগিল "অহে ধনাঢ্য আমীর! তুমি চুপ করিলে কেন? আর যাহা বলিতে অবশিষ্ট থাকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বল, আমি তোমার মনোগত প্রস্তাব সকল শুনিতে বাঞ্ছা করি। ইতিপূর্ব্বে পরস্পর উভয়েই উভয়ের মনের কথা প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে কোন বিষয় প্রচ্ছন্নভাবে আর রাখা তোমার উচিত নয়।"

কথার ছলে কামিনীর কোপ ভাব বুঝিতে পারিয়া উজীরনন্দন যাহাতে তাহার ক্রোধ শান্তি হয় এমন প্রবোধ বাক্য কহিতে আরম্ভ করিলেন। "অহল্যে! তুমি নির্বুদ্ধি বালিকা নও, তোমার বিবেচনা শক্তি বিলক্ষণ আছে। যেখানে আমাদের পরস্পর উভয়েরই সমান অকুটিল স্নেহ, সেখানে সন্দেহের আবশ্যক কি? তুমি শুড়িক কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, নতুবা তোমাকে বিবাহ

করণে আমার কোন আপত্তিই ছিল না। প্রিয়ে! তুমি সকলই বুঝিতে পার, এই জাত্যভিমান প্রযুক্ত তোমাকে ধর্ম্মপত্নী করা আমার পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তোমার সহিত আমার পাণিগ্রহণ হইলে দেশীয় লোক-দিগের নিকটে আমি উপহাসাস্পদ হইব, তাহাদিগের ভার্য্যা এবং কন্যা সকলে ঘৃণা করিয়া তোমাকে কত তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিবে, প্রাণ ধারণ করিয়া তোমার এতাদৃশ অমর্য্যাদা আমি কখনই সহ্য করিতে পারিব না। সত্য কহিতেছি রাজ্যলাভ হইলেও আমি এতদ্রূপ অপকার্য্য করণে অনিচ্ছুক। সুন্দরি! প্রণিধান কর, লোকদিগকে জানাইবার নিমিত্ত রাজসম্পর্কীয় প্রথানুসারে স্ত্রীপুরুষে সংমিলিত হয়। আমরা উহা অতিক্রম করিয়া যদি শুদ্ধ অন্তঃকরণের মিলন করি, তদ্দ্বারা কোন সামাজিক আপত্তি হইবে না; অথচ নির্বিঘ্নে আমাদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবে। পতি পত্নী উভয়ে যেরূপ সম্বন্ধ হইয়া থাকে, আমাদেরও সেইরূপ সম্বন্ধ হইবে। উভয়ে উভয়-কেই প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমরা পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিব। কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, কোন কালেই আমাদিগের সদ্ভাব বিলুপ্ত হইবে না। প্রিয়ে! এক্ষণে নিবেদন এই তুমি লৌকিক বিবাহের প্রথা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ মনের মিলন হেতু আমার প্রণয়িনী হও, তাহা হইলে কোন বিষয়েই কোন আপত্তি ঘটিবে না, অথচ অনায়াসে সুখভোগ হইবে।"

অহল্যা নীরব হইয়া, মনঃসংযোগ পূর্ব্বক আমীরের এই সকল কথা শ্রবণ করিল, ক্রোধে তাহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত-বর্ণ হইল, ক্ষুণ্ণমন এবং মলিন বদন প্রযুক্ত তাহার ওষ্ঠ-

দ্বয়ও একেবারে উন্মবৎ পাণ্ডুবর্ণ হইল। রোষ ভাব প্রযুক্ত ঐ অবলা বালার ওষ্ঠ দুটী কম্পমান হইল বটে, তথাপি সে কর্কশ বাক্যে উজীরতনয়ের প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার করিল না। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থির ভাবে যথাবিহিত রূপে বিনয় বচনে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিল।

"আমীর মহাশয়! আপনি সদ্বংশজাত একজন প্রধান লোকের সন্তান। সুতরাং নীচজাতি হড্ডিকা বলিয়া আমাকে অনায়াসেই অপমান করিতে পারেন। কিন্তু বিবেচনা করা উচিত, পুরুষপদবাচ্য ও মর্য্যাদাপন্ন হইয়া, ভদ্রই হউক বা ইতরই হউক স্ত্রীলোকের অবমান করা অতিশয় অবিধেয় কর্ম্ম। যেপর্য্যন্ত আপনকার সহিত আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছে, এক দিনের নিমিত্তেও আমি কোন প্রকার গর্হিত কর্ম্ম করি নাই, তবে কি দেখিয়া এবং কি বিবেচনা করিয়া আপনি আমাকে এমত অবৈধ কর্ম্ম করিতে অনুরোধ করিলেন। স্ত্রী-ধর্ম্ম কাহাকে বলে ইহা যাহার কিছুমাত্র উপলব্ধি নাই তাহার নিমিত্তে আমি কি জন্মের মত সতীত্বে জলাঞ্জলি দিব?। দেশীয় লোকেরা আমাকে হীনজাতি স্ত্রীলোক বলিয়া বিবেচনা করে, করুক, তাহাতে ক্ষতি কি, আমারতো কিছুমাত্র ধনের অসদ্ভাব নাই। গৃহীদিগের পক্ষে যেসকল সুখসেব্য সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, ঈশ্বরপ্রসাদে আমার পিতৃগৃহে সে সকলই অপর্য্যাপ্তরূপে রহিয়াছে, যখন যাহা সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, আমি অনায়াসে তখনই তাহা প্রাপ্ত হইয়াথাকি। তবে কিসে আপনকার বোধ হইল, এক জন মুসলমান আমীরের নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত

আমি সাধারণের অবজ্ঞাতা কুলকলঙ্কিনী হইব। উজীর-নন্দন! অদ্যাবধি তোমায় আমায় আর কোন সম্পর্ক নাই, আমি তোমার মৌখিক প্রেমকে সম্পূর্ণরূপে ঘৃণা করি, এজন্য আমি জন্মের মত তোমার সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলাম, এক্ষণে তুমি আমার অপরিচিত হইলে এবং আমিও তোমার অপরিচিতা হইলাম।"

অহল্যা ঐ যুবা পুরুষের প্রত্যুত্তর পাইবার জন্য ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না, আপনার বক্তব্য সকল শেষ করিয়া, মন্ত্রিপুত্র কোন কথা না কহিতে কহিতেই সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিল। গৃহে উপনীত হইলে পিতা মাতা উভয়েই তাহার বদনমণ্ডলের বিরূপ ভাব দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। মনের ক্ষোভে তাহার চন্দ্রানন বিবর্ণ হইয়াছে, গণ্ডদেশ দুটী অতিশয় মলিন, মুখে কিছুমাত্র হাস্য নাই, রূপলাবণ্য সকলেরই এক প্রকার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু কি কারণে পরমসুন্দরী দুহিতার এই সকল দুরবস্থা হইয়াছে, সহসা তাহারা কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিল না।

এ দিকে উজীরনন্দন ভগ্নাভিলাষ হইয়া তৎকালে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অহল্যার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিবার প্রত্যাশায় নিত্য নিত্য হড্ডকালয়ে গতিবিধি করিতে লাগিলেন। তিনি যখন আগমন করেন ঐ কামিনী একবারও তাঁহার উপরে কটাক্ষপাত করে না। পাছে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সম্ভাষণ করিতে হয়, এই ভয়ে সাধ্বী অহল্যা, ঐ যুবা পুরুষ বাটীতে আইলেই স্থানান্তরে অন্তরিতা হয়। তাহার জনক জননী অনুরোধ করিয়া তাহাকে মুসলমান আমীরের সম্মুখে যাইতে ও

তাহার সহিত আলাপ করিতে কহিলে, সে কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিত।

অহল্যার এই ভাব দেখিয়া তাহার পিতামাতা নিতান্ত দুঃখিত হইল। এবং মন্ত্রিনন্দনের প্রতি তাহার তাদৃশ বৈরাগ্য ও অনাদরের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অহল্যা পিতার নিকটে মনোদুঃখ আর লুকাইতে পারিল না। অশ্রুপূর্ণ নয়নে বালিকা বিনীত ভাবে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকলই প্রকাশ করিল। তৎশ্রবণে হড্ডিকবর প্রথমতঃ বিষণ্ণ হইল বটে, কিন্তু ধর্ম্মরক্ষা বিষয়ে কন্যার দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা দেখিয়া তাহাকে বিস্তর প্রশংসা করিল, এবং ভৃত্য-দিগকে ডাকাইয়া অনুমতি করিল, দুর্বিনীত উজীরনন্দন আমার সহিত দেখা করিতে আইলে, তোমরা তাহাকে বাটীর ভিতরে আর প্রবেশ করিতে দিওনা।

পরদিন সন্ধ্যাকালে ঐ যুবাপুরুষ অশ্বারূঢ় হইয়া হড্ডিক-ভবনের দ্বারে আগমন করিলে, দ্বারপাল তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিল, "প্রভুর আজ্ঞা নাই, আমি তোমাকে কোনমতেই প্রবিষ্ট হইতে দিব না, অতএব তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর"। এইরূপ অনেকবার আমীরপুত্র দ্বারবানের নিকটে আসিয়া ভিতরে যাইবার নিমিত্ত তাহাকে বিস্তর সাধ্য সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি বধিরবৎ তাহাতে একবারও কর্ণপাত করে নাই।

অনন্তর অমাত্যপুত্র প্রিয়তমার বিরহ-যাতনায় উন্মা-ত্তের ন্যায় হইয়া ক্ষমা পাইবার প্রত্যাশায় অহল্যার নিকট অনেক লিপী প্রেরণ করিলেন। পত্রগুলীন যে অবস্থায় প্রেরিত হইয়াছিল, সেই অবস্থায় ফিরিয়া আইল। অভি-মানিনী বালিকা তাহার একখানি লিপীও খোলে নাই।

যেখানে বাধা সেইখানেই প্রেমের আধিক্য হয়। প্রণয়িনীকে না দেখিতে পাইয়া সচিবপুত্র দিন দিন হতবুদ্ধি হইতে লাগিলেন, এবং মনে করিলেন যাহা হইতে আমার অন্তঃকরণ এত বিচলিত হইয়াছে, যেকোন প্রকারে হউক আমি অবশ্যই তাহাকে দেখিয়া আপন তাপিত প্রাণকে শীতল করিব। অনন্তর অত্যন্ত অনুনয় বিনয় প্রকাশ পূর্ব্বক একখানি পত্র লিখিয়া তিনি অহল্যার পিতাকে আপন মনোদুঃখ সকল জানাইলেন। কিন্তু সে ব্যক্তিও তাহার দুঃখসূচক কোন কথাতেই মনোযোগ করিল না। পরে তাহার মাতার কাছে লোক পাঠাইয়া তিনি আন্তরিক বেদনা জানাইলেন, তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না, হড্ডিকপত্নী তাহার উপরে কিছুমাত্র করুণা প্রকাশ করিল না। সে সকল বিষয়েই স্বামীর বশীভূতা ছিল, এজন্য পতি যাহা করিত তদুপরি কোন কথাই বলিতে পারিত না।

ক্রমে ক্রমে উজীরনন্দন প্রেমানুরাগে অধৈর্য্য হইয়া হড্ডিকদিগকে যত বিনতি করিতে লাগিলেন, ততই তাহারা নিবারণবিষয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহার কোন কথারই প্রত্যুত্তর দিল না। দৌবারিককে অহল্যা একেবারে বলিয়া দিয়াছিল, মুসলমান আমীরের সহিত সাক্ষাৎ করণে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই, যদি তাহার কোন দূত তোমাদিগের নিকটে কোন পত্রাদি লইয়া আইসে, তবে, তাহাকে আমার সম্মুখে আনিবার কোন প্রয়োজন করে না, বাটীর নিকটে না আসিতে আসিতেই তাহাকে দূরীভূত করিও।

এইরূপে ঐ হতভাগ্য নায়ক প্রণয়িনী অহল্যাকে প্রাপ্ত

হইবার সকল আশাই হারাইলেন, তথাপি উঁহার প্রতি তাঁহার প্রেমানুরাগের শান্তি না হইয়া বরং প্রতিদিনই তাহা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে স্থির প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদ্যপি পিতা মাতা জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করেন, যদ্যপি প্রাণপ্রিয়ার জন্য আমার সর্ব্বস্ব একেবারে যায়, যদ্যপি লোক সমাজের নিকটে আমাকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়, তথাপি প্রীতির আধার অহল্যাকে কোন না কোন সুযোগদ্বারা আমি অবশ্যই গ্রহণ করিব।

ভদ্র বংশোদ্ভব স্ত্রীলোকদিগের উপরে যে সকল বিষয়ে স্বাধীনতার নিষেধ আছে, অহল্যা নীচজাতি বলিয়া তাহার উপরে ঐ সকল নিষেধের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব ছিল না, এজন্য সে সময়ে সময়ে এক জন সহচরীকে সঙ্গে লইয়া ইচ্ছানুসারে দিল্লী সহরের স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। প্রতিদিন যথা তথা গমনাগমন করিত, পিতামাতা কেহই তাহাকে কোন নিষেধই করিত না। যে অবধি উজীরনন্দনের সহিত তাহার অপ্রণয় হইয়াছে, তদবধি এক দিনের জন্যেও তাঁহার সহিত তাহার পথে সাক্ষাৎ হয় নাই। ঐ যুবকের গর্হিত প্রস্তাব দ্বারা অভিমানিনী হাড়কতনয়ার অন্তঃকরণে অত্যন্ত অভিমান জন্মিয়াছিল, একারণ সে মনে মনে ক্ষুণ্ণা হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, যদি দৈবাধীন মন্ত্রিপুত্রের সহিত আমার পথে দেখা হয়, তবে ঘৃণা এবং তাচ্ছীল্য ভাব প্রকাশ করিয়া আমি তাহার সহিত একটীমাত্রও কথা কহিব না। সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান পুরুষ, আমার এই প্রকার আচরণে, তাহার

প্রতি আমার কিপর্য্যন্ত ক্রোধ জন্মিয়াছে, অবশ্যই তাহ উপলব্ধি করিতে পারিবেক।

আহা! উহার মনের কথা মনেই রহিল, কোপভাব প্রকাশ করিয়া উজীরতনয়কে আর জ্বালাতন করিতে হইল না।

এক দিন প্রাতঃকালে অহল্যা সুন্দরী এক জন পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া সহরে ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত পিত্রালয় হইতে বহির্গত হইল। কিন্তু নিয়মিত সময়ে প্রত্যাগমন করিল না। ইহাতে তাহার পিতা মাতা বড়ই উৎকণ্ঠিত হইল। অপরাহ্নকাল উপস্থিত, ক্রমে২ প্রভাকর অস্তাচলচুড়াবলম্বী হইলেন, কন্যা বা তাহার সহচরী কেহই ফিরিল না। জীবজন্তুদের শ্রান্তি দূর করণার্থ তামসী রজনী নক্ষত্রগণকে সঙ্গে লইয়া ক্রমে২ আবির্ভূত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে হড়িডুকপতি ও তাহার পত্নী উভয়ে অতিশয় বিষাদযুক্ত হইয়া যে স্থানে তাহাদের তনয়া প্রতিদিন ভোজনপানাদি করিত, সেই স্থানেই উপবেশন পূর্ব্বক বড়ই রোদন করিতে লাগিল। পর দিনেও অহল্যা বা তাহার সঙ্গিনী কেহই প্রত্যাগমন করিল না। অতএব হড়িডুকবর বিষণ্ণবদনে মনে মনে আশঙ্কা করিল, দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান মন্ত্রিপুত্র অবশ্যই তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই, তাহার হস্তে না পড়িলে সুশীলা কন্যা কখনই এত বিলম্ব করিত না।

অনেক চিন্তার পর হড়িডক ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "প্রিয়তমে! অপকর্ম্মকারী উজীরনন্দনের দুরাশয় ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত শুদ্ধ একটীমাত্র উপায় দেখিতেছি।

মহারাজ হুমায়ুন বড় সুশীল এবং দয়াবান্ ব্যক্তি, ন্যায়-বিচার দ্বারা প্রজাপালন করাতে তিনি সর্ব্বত্রেই করুণা-শীল বলিয়া সুবিখ্যাত আছেন। আমি তাঁহার পদানত হইয়া মনোদুঃখ নিবেদন পূর্ব্বক কন্যাকে পুনঃপ্রাপ্ত হই-বার জন্য প্রার্থনা করিলে, বোধ করি সদয় হইয়া তিনি আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন। মহা সঙ্কটের সময়ে আমি তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, আমাকে দেখিবামাত্র তাহা তাঁহার স্মরণ হইলেও হইতে পারে। অতএব মন্ত্রিপুত্রকে দণ্ড দিয়া তিনি অবশ্যই আমার অহল্যাকে পুনঃপ্রদান করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

তৎশ্রবণে অহল্যার মাতা সজলনয়নে পতিকে বলিল, "প্রাণনাথ! এতদ্দেশীয় নৃপতিগণ আমীর লোকদের নীতি-বিরুদ্ধ কর্ম্মকে বড় একটা অপকর্ম্ম বোধ করেন না। তাহাতে আমরা হড্ডিকজাতি সর্ব্বত্রই নীচ বলিয়া পরি-গণিত আছি, বাদসাহের প্রধান মন্ত্রির পুত্র যদিও আমা-দিগের কন্যাকে অপহরণ করিয়াছে, তথাপি তোমার আবেদন শুনিয়া তিনি যে তাহার শাসন করিবেন, ইহা তুমি মনেও করিও না। বরং জঘন্য নীচ জাতীয় কামি-নীকে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আমীরের অপযশ হই-বার ভয়ে তিনি তোমাকে বিচারালয় হইতে দূরীভূত করিবেন

অনন্তর হড্ডিকবর নিজ পরিধানবস্ত্রের অঞ্চল দ্বারা ভার্য্যার অশ্রুবারি মোচন করিয়া প্রেমভাবে বলিতে আরম্ভ করিল, "প্রিয়ে! দুঃখ সম্বরণ কর। যে ব্যক্তি বিপত্তি রূপ অকূল সমুদ্রে পড়িয়া দয়া ধর্ম্ম এবং সদ্গুণ বিষয়ক

উত্তম শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট কিজন্য তুমি সম্পূর্ণ আশ্বাস প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা করিতেছ না? যে ব্যক্তি সিংহাসনচ্যুত এবং দেশবহিষ্কৃত হইয়া বিদেশী রাজাদের আশ্রয় প্রাপ্তি হেতু ভিন্ন ভিন্ন নগরে ভ্রমণ করিয়াছেন, অসহ্য দুঃখ কাহাকে বলে তিনি তাহা উত্তমরূপে জানেন। যে রাজা পুনর্ব্বার রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া প্রজাদিগকে রাজধর্ম্মের উত্তম নিদর্শন দেখাইতেছেন, যাঁহাকে আমি বদান্য ও মহাপুরুষ বলিয়া চিরকাল অত্যন্ত মান্য করি, যথার্থ বিচার হেতু সকলেই যাঁহাকে ধরণীমণ্ডলে ন্যায়বান্ ভূপতি বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে, তাঁহার প্রতি কখনই আমাদের অবিশ্বাস জন্মিতে পারে না। অমাত্যপুত্র আত্মীয় বলিয়া তিনি যে আমাকে বিচারালয় হইতে তাড়াইয়া দিবেন, স্বপ্নেও আমার এমন অনুভব হয় না।”

হড্ডিকপত্নী কহিল, “হে প্রাণেশ্বর! তোমার কথা শুনিয়া আমার তাপিত হৃদয় শীতল হইল। অহল্যাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইব আমার এমন ভরসা হইতেছে। কিন্তু রাজসভা অতি জনাকীর্ণ স্থান, প্রধান প্রধান ধনাঢ্য ও ভদ্র লোকেরা তথায় সর্ব্বদা বসিয়া থাকেন, তুমি নীচজাতি হইয়া কিরূপে সেখানে যাইয়া বাদসাহের সমীপে আপন মনোদুঃখ প্রকাশ করিতে পারিবে?”

হড্ডিকবর নিজ ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “প্রিয়তমে! তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না, কল্য প্রাতঃকালেই আমি রাজদরবারে উপনীত হইয়া, মহারাজার চরণধারণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিব, হে অধীশ্বর! এ দাস আপনকার এক জন বিশ্বস্ত প্রজা, আমার সর্ব্বস্ব-

ধন কন্যাটীকে এক ধনবান্ ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছেন, অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া, যাহাতে আমি নিজ দুহিতাকে পুনঃপ্রাপ্ত হই, এমন সদুপায় করিতে আজ্ঞা হউক। দেখ প্রিয়ে! আমি প্রাণ-পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া বাদসাহ মহাশয়ের অমূল্য জীবন রক্ষা করিয়াছি, সেই মঙ্গলেই সাধারণের মঙ্গল হইয়াছে, নতুবা দুঃশীল রাজ-বিদ্রোহীর কর্তৃত্বাধীনে রাজ্য এতদিনে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত, প্রজা লোকদের দুঃখের আর পরিসীমা থাকিত না। অতএব অহল্যাকে মুক্ত করিয়া মহারাজা যে আমার হস্তে দিবেন, এ বড় গুরুতর বিষয় নহে। আমি যে মহদুপকার করিয়াছি, তাহার সহিত তুলনা করিলে, ইহা অতি সামান্য বোধ হয়! আমার অন্তঃকরণে স্থির বিশ্বাস হইয়াছে, করুণস্বভাব ভূপতি মহাশয় এ বিষয়ে আমাকে কখনই হতাশ করিবেন না।

এইরূপে পতি পত্নী উভয়ে বহু তর্ক বিতর্ক করণানন্তর একেবারে স্থির করিল, মোগলরাজের আশ্রয় লওয়া আমার সর্ব্ব বিধায়ে কর্তব্য। কল্য আমি অবশ্যই যাইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিব, তদ্দ্বারা আমার অবশ্যই মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবেক, ইহাতে কোন সংশয় নাই। তখন অহল্যাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা ঐ অসুখী পরিবারের অন্তঃকরণে দেদীপ্যমান হইতে লাগিল, এবং মনের বৈকল্যও বড় একটা রহিল না।

পঞ্চম অধ্যায়।

হুমায়ুন বাদসাহের সহিত হড়ুডিকবরের সাক্ষাৎকার। বাদসাহের ভদ্রতা। অহল্যা হরণ জন্য মন্ত্রিপুত্রের কারাবাস। হড়ুডিকের মান বৃদ্ধি ও নূতন কার্য্য প্রাপ্তি। অহল্যার অনুরোধে মন্ত্রিপুত্রের কারা মোচন। মন্ত্রিপুত্রের সহিত অহল্যার বিবাহ।

পরদিন প্রাতঃকালে মহারাজা হুমায়ুন প্রধান প্রধান অমাত্যগণ ও পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসভাস্থ বিচারাসনে অধ্যাসীন ছিলেন, এমত সময়ে সহসা সুন্দরীর শোকাকুল পিতা রাজদ্বারে উপনীত হইল। পূর্ব্বে কস্মিন্ কালেও সে কখন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে নাই, অতএব তথাকার আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শন করিয়া সে একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইল। ভারতবর্ষের সর্ব্বাধিপ মহাত্মা যে একখানি সিংহাসনের উপর উপবেশন করিয়া ছিলেন, তত্তৎকালের শিল্পকারেরা তাহাতে আপনাদিগের শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই। স্বাভাবিক চিত্র বিচিত্র নানা বর্ণের পুচ্ছবিশিষ্ট ময়ূরের আকৃতিতে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। নীলকান্ত চন্দ্রকান্ত এবং পদ্মরাগ মণিদ্বারা তাহা রচিত। শতশত অপূর্ব্ব হীরক এবং আরও নানা প্রকার মুক্তা প্রবালাদি দ্বারা তাহা খচিত ও শোভিত হইয়া রহিয়াছিল। লোকে বলে শুদ্ধ ঐ আসনখানির মূল্য সাতকোটী টাকা অপেক্ষাও

অধিক, পৃথিবীর কোন স্থানেই তদ্রূপ অপূর্ব্ব আসন ছিল না। একারণ সে সময়ে উহা অতি আশ্চর্য্য বস্তু বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত ছিল।

রাজসভার মধ্যভাগ কেবল শ্বেতবর্ণ চিক্কণ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, তাহা আবার লক্ষ লক্ষ বিবিধপ্রকার পুষ্পাকৃতিতে খোদিত হইয়াছে। অতি প্রকাণ্ড প্রশস্ত প্রাসাদ হইলে বড় বড় স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া নির্ম্মাণকারকেরা তদুপরি যেরূপ ছাদ স্থাপন করে, ঐ অট্টালিকা সেরূপ ছিলনা, তাহার ছাদ বিবিধ বর্ণের প্রস্তরময় খিলানের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে যে খিলানটী সুপরিষ্কৃত ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণে আলিপ্ত, তাহার উপরিভাগে রৌপ্যময় পারস্য অক্ষরে নিম্ন লিখিত কয়েকটী কথা লিখিত ছিল।

“ভূমণ্ডলে যদি স্বর্গসুখ থাকে, তবে এই স্থানই সেই সুখের স্থান, ইহাই সেই সুখের স্থান, ইহাই সেই সুখের স্থান”।

বড় বড় স্পষ্ট অক্ষরে এইরূপ তিনবার লিখিত থাকাতে লোকেরা গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া উক্ত কথাগুলি অনায়াসেই পাঠ করিতে পারিত। সিংহাসনের পার্শ্বেই একটি স্ফটিকস্তম্ভ ছিল, তাহা চৌকির আকারে গঠিত। রাজকর্ম্ম হইতে অবকাশ পাইলে, মহারাজ তদুপরি উপবেশন করিয়া পাত্র মিত্র ও আত্মীয়গণের সহিত কথোপকথন করিতেন। ঐ গৃহের স্থানেং কতশত সোনার ঝাড় ছিল তাহা সংখ্যা করা যায়না। মহামূল্য নানাবিধ ধাতুর প্রভাদ্বারা সমুদয় অভ্যন্তর দিবারাত্র আলোকীকৃত থাকিত। এজন্য রাজভৃত্য ফরাসেরা দীপ না দিলেও বোধ হইত যেন দীপ জ্বলিতেছে। আহা! তত্রস্থিত হীরকমণি এবং

অমূল্য প্রস্তরাদির আলোকে সকল বস্তুই ঝক্‌মক্‌ করিয়া দীপ্তি পাইত, দেখিলে চক্ষুর পাপ দূর করিত। রাজ-সভার এতাদৃশ সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া হড্ডিকের একেবারে বিমোহিত হইল।

হড্ডিক রাজসভা গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখে, তথায় লোকারণ্য হইয়াছে, কোন মতে ভিতরে যাইবার সুযোগ নাই। তথাপি সে সিংহাসনের সম্মুখবর্ত্তী হইবার কারণ অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তত্রস্থিত এক জন সৈনিক পুরুষ তাহার উদ্যম ভঙ্গ করিয়া অগ্রসর হইতে দিল না। প্রতিহারী নিষেধ করিয়া কহিল তুমি কাহার অন্বেষণ করিতেছ?

হড্ডিক। রাজাধিরাজ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমি এখানে আগমন করিয়াছি।

সৈনিক পুরুষ। আমাদিগের সম্রাট প্রায় অপরিচিত লোকের সহিত কথোপকথন করেন না, বিশেষতঃ অদ্য বিচারালয়ে অনেক রাজকার্য্য আছে, তুমি কোনমতেই মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইবে না।

হড্ডিক। দেখ প্রতিহারী! তোমাদিগের রাজা মহাশয় সর্ব্বত্র জ্ঞানবান্ বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ আছেন, ন্যায় বিচার বিষয়ে কেহ কখন তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করে নাই। শুনিয়াছি যাথার্থিকতা তাঁহার একটি বিশেষ গুণ। আমি পরপীড়নে পীড়িত হইয়া তাঁহার নিকট অভি-যোগ করিতে আসিয়াছি। তুমি এ বিষয়ে প্রতিবন্ধক হইলে রাজা প্রজা উভয়ের পক্ষেই অহিতাচার করা হয়। যেহেতু ভূপতি আপন যাথার্থিকতা প্রকাশ করিতে পারি-বেন না। সুবিচার প্রাপ্তি দ্বারা আমার যে পরম লাভ

হইত্, তাহারও বিশেষ হানি হইবে। বাপু তুমি কেন এতাদৃশ গুরুতর বিষয়ে আমাদিগের উভয়কেই বঞ্চিত কর। জনশ্রুতি যদি মিথ্যা না হয়, তবে অবশ্যই বাদসাহ আমার সহিত আহ্লাদ পূর্ব্বক কথোপকথন করিবেন।

সৈনিক পুরুষ। তোমার আকার প্রকারে বোধ হইতেছে, অবশ্যই তুমি এক জন হড্ডিক হইবে, কেমন, একথা সত্য কি না?

হড্ডিক। আমি হড্ডিক একথা সত্য, তাহাতে ক্ষতি কি? রাজ সমীপে সুবিচার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ভদ্রাভদ্র সকলেরই থাকে, এবিষয়ে ইতরবিশেষ কিছুমাত্র নাই। অত্যাচারি লোকদ্বারা পীড়িত হইলে কোন্ ব্যক্তি না সদ্বিচারকের নিকটে গমন করে। আমি ভাল জানি মুসলমানেরা নীচজাতীয় হিন্দুদিগের উপরে বড় একটা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না। ভূপতি মহাশয় প্রজাবৎসল এবং ন্যায়পরায়ণ বলিয়া বিখ্যাত, ইনি আমার উপরে অবজ্ঞা প্রকাশ কখনই করিবেন না।

সৈনিকপুরুষ। এত তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন নাই, রাজপুরুষগণ তোমার কথা অদ্য শুনিতে পারিবেন না, অতএব স্বস্থানে প্রস্থান কর।

হড্ডিক। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন, যাঁহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম, তাঁহারা কিজন্য এ দীন হীন প্রজার কথা শুনিবেন না, তা বল?

সৈনিকপুরুষ। কি নির্ব্বোধ। তুমি কি দেখিতে পাও না, অদ্য রাজসভাতে বহু লোকের সমারোহ হইয়াছে, সাধারণ রাজকার্য্যের নিমিত্ত আমীরবর্গ সকলেই ব্যস্ত আছেন। অতএব ঘরে যাও, মনোদুঃখ প্রকাশ করণের

বাসনা থাকে তো কল্য একখানি আবেদন পত্র লিখিয়া এস্থানে পাঠাইয়া দিও।

হড্ডিক। ওহে রক্ষক! তুমি বাপু বৃথা আড়ম্বর করিয়া আমাকে নিষেধ করিওনা, তাহা হইলে তোমার বিপদ হইবে।

সৈনিকপুরুষ। কি অহঙ্কার! তুমি আপদের ভয় দেখাইতেছ, মঙ্গল চাহতো যেখানে আছ সেইখানেই থাক, আর এক পদ অগ্রসর হইলেই, এখনই আমি তোমার মস্তকচ্ছেদন করিব।

ভাল, আমার শোণিতে তোমার দেহ আরক্তবর্ণ হউক, এই কথা বলিয়া হড্ডিক অগ্রসর হইয়া চলিল। প্রতিহারী রোষবশতঃ কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া তাহার উপর এক আঘাত করিল, ইত্যবসরে সে বেগে গমন করিয়া জনতার ভিতরে মিলিল। সুতরাং ঐ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত তাহাকে লাগিতে পারিল না।

সে যাত্রা মহা সঙ্কট হইতে প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, ইহা দেখিয়া ঘোরতর উচ্চৈঃস্বরে হড্ডিক আর্ত্তনাদ করত বলিতে লাগিল, "দোহাই মহারাজ! দোহাই মহারাজ! মোগল অধীশ্বর বাদসাহ মহাশয়ের দোহাই! আমার প্রাণ যায়, রক্ষা করিতে আজ্ঞা হউক"। চীৎকারের শব্দে বিচারাসন পর্য্যন্ত যেন টলটলায়মান হইল।

করুণস্বভাব হুমায়ুন বাদসাহ সন্নিহিত রাজপুরুষদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "যে ব্যক্তি কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক ন্যায় বিচারের নিমিত্ত আমার শরণাগত হইয়াছে, তোমরা তাহাকে সত্বর আমার সম্মুখে আনয়ন কর।"

এই কথা শ্রবণ করত হড্ডিক অতি শীঘ্র বিচারাসনের

সমীপবর্ত্তী হইয়া একেবারে মহারাজের পদতলে পড়িল। সদয়চিত্ত বাদসাহ মহাশয় তাহাকে বলিতে লাগিলেন, "বৎস! গাত্রোত্থান করিয়া, যদি কোন মনঃক্ষোভের কারণ থাকে তবে আমার নিকটে প্রকাশ করিয়া বল, প্রতিজ্ঞা করিতেছি সাধ্যমতে আমি তব দুঃখের প্রতিকার করণে কিছুমাত্র ত্রুটি করিবনা।"

এইরূপ রাজার আশ্বাস বাক্যে অভিযোগকারী হড্ডিক গাত্রোত্থান করিলে, ভূপাল তাহাকে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন। আঃ! কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! কে ও, পরম বন্ধু হড্ডিকবর! বারম্বার এই কথা কহিয়া তিনি আমীর লোকদিগকে বলিলেন "ইনি আমার এক জন পরম হিতৈষী আত্মীয়, রাজ্যমধ্যে যত লোক আমার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করে, এ ব্যক্তি তাহাদের সকল হইতেই প্রধান, ইহাঁর তুল্য দয়ালু মনুষ্য অদ্যাবধি আর কেহই আমার নয়নগোচর হয় নাই; আমি সর্ব্বাপেক্ষা ইহাঁরই নিকটে যাবজ্জীবন ঋণী হইয়া আছি"। অনন্তর বাদসাহ মহাশয় পূর্ব্বোক্ত মহামূল্য মসলন্দির আসন পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিলেন। সভাসদগণ চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তিনি সকলের সাক্ষাতে হড্ডিকবরকে প্রেমভাবে আলিঙ্গন করিলেন। তদ্দর্শনে উজীর প্রভৃতি প্রধান প্রধান আমীর বর্গ অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

করুণাময় হুমায়ুন বাদসাহ প্রফুল্লচিত্তে অমাত্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ! এই নীচ পরিবারের অনুকম্পা দ্বারা আমার জীবন রক্ষা হইয়াছে। রাজ-

দ্রোহীগণ আমাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দেশ হইতে দূরীভূত করিলে, প্রাণ ভয়ে দ্রুততর বেগে পলায়ন করিতে করিতে আমি এক নদীমধ্যে পতিত হইয়াছিলাম। তৎকালে ভয়ানক স্রোতের হিল্লোলে আমার প্রাণ বিনাশ হয়, এমত সময়ে এই পরোপকারী মহাত্মা দুর্ভিক্ষদ্বারা স্বয়ং জীর্ণ শীর্ণ হইয়াও স্রোতস্বতী মধ্যে ঝম্পদিয়া পড়িলেন। ইনি সর্ব্বপ্রযত্নে আমার কেশাকর্ষণ করিয়া তীরের উপর না তুলিলে, তখনই আমাকে কৃতান্তের করাল কবলে পতিত হইয়া অবশ্যই পঞ্চত্ব পাইতে হইত। কূল হইতে গমন করিয়া আমি ইহাঁর বাটীতে আশ্রয় লইলাম। প্রাণ বধের মানসে শত্রুগণ দূত প্রেরণ করিয়া ইতস্ততঃ আমার অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু গোপনভাবে এই বন্ধু আমাকে নিজ গৃহে রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা আমার উদ্দেশ পাইল না। সুতরাং হতাশ হইয়া ঐ বিপক্ষদিগকে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে হইল। রাত্রিকালে পরম সুখে শয়ন করিয়া আছি, বিধাতার এমনি বিড়ম্বনা, নিশীথ সময়ে ভয়ঙ্কর জ্বর দ্বারা আমি আক্রান্ত ও জ্ঞানহত হইলাম। বিকারের প্রাবল্য হেতু কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত আমার শরীরে স্পন্দমাত্র ছিল না, মৃত্যুর লক্ষণ যাহা যাহা হইতে হয়, সে সমুদায়ই হইয়াছিল। এই মহা সঙ্কটের কালে ইহারা স্ত্রী পুরুষে দিবারাত্রি আমার শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া মুহু র্মুহুঃ আমার নীরস রসনায় জল প্রদান করিয়াছিলেন। আমার জন্য ইহাঁদিগের পতি পত্নী উভয়েরই কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগতরূপে আহার নিদ্রা হয় নাই। এই হিতৈষী বন্ধু আমার এত সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন যে, সমুদায় রাজ্য

দিয়া যদি আমি ইঁহার অধীনতা স্বীকার করি, তথাপি আমার সে ঋণ পরিশোধ হইবে না।”

হড্ডিক অশ্রুপূর্ণ নয়নে তখন মোগলাধিপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “হে প্রবল পরাক্রান্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর! এ দাস দ্বারা আপনি যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে অতি সামান্য উপকার, সাধারণ লোকদিগের সাক্ষাতে তাহা কোন প্রকারে বলিবার যোগ্য নহে। মানবজাতি পরস্পর সকলেই ঐ রূপ সাহায্য করিয়া থাকে, করুণানিধান বদান্যপ্রধান মহারাজ তজ্জন্য এ দরিদ্র পরিবারকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিয়াছিলেন। আমি আপনকার দত্ত দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া তদ্দারা এক্ষণে ধনবান্ রূপে লোকসমাজে পরিগণিত হইয়াছি। বাণিজ্য দ্বারা মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ রূপ ঐ অর্থ সকল বৃদ্ধি করাতে এক্ষণে আমার বিপুল বিভব হইয়াছে। রাজন্যান্য আমীরদিগের ঐশ্বর্য্যের সহিত আমার ঐশ্বর্য্য প্রায় সমতুল্য হইতে পারে। কিন্তু কি পরিতাপ! তখন আমার যেরূপ দুরবস্থা ছিল এখনও সেইরূপ দুরবস্থা আছে, নীচ জাতি হড্ডিক বলিয়া আমি ভদ্রসমাজে মুখ তুলিতে পারি না।”

সর্ব্বগুণাকর হুমায়ুন বাদসাহ স্বহস্তে ঐ হড্ডিকবরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মনোহর স্ফটিকস্তম্ভের চৌকির উপরে বসাইয়া প্রেমভাবে কহিলেন, “সখে! কি কারণে তোমার এত মনোদুঃখ হইয়াছে তাহা আমার সমক্ষে প্রকাশ করিয়া বল।”

অনন্তর ভূপতি মহাশয় সিংহাসনস্থ মসলন্দির উপরে অধ্যাসীন হইলে পর, হড্ডিক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া

করপুটে নিবেদন করিতে লাগিল, "মোগলরাজ! প্রাকৃতিক পিতৃস্নেহের বশতাপন্ন হইয়া সন্তান সন্ততি বিষয়ে পিতা মাতারা যেরূপ অনৃত অভিমান প্রকাশ করেন, আমি সেরূপ বলিতেছি না। আপনি আমার যে কন্যাকে পরমসুন্দরী বলিয়া একবার প্রশংসা করিয়াছিলেন, রাজআদরে আদরিণী হইয়া যে আপনকার নিকটে নিরন্তর থাকিতে বড় ভাল বাসিত, এ দীন হীনের কুটীর পরিত্যাগ করিয়া আপনি রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, যে কামিনী সকলের সাক্ষাতে রাজস্নেহের কথা কহিয়া অত্যন্ত অভিমান প্রকাশ করিত, স্ত্রীলোকদিগকে যে সকল গুণে গুণান্বিত হইতে হয়, জগদীশ্বর আমার যে কন্যাকে সে সমুদায় গুণেই পরিভূষিতা করিয়াছেন, যে দুহিতা আমার তাবৎ সাংসারিক সুখের আকর স্বরূপ, দুই দিবস হইল সেই পরমসুন্দরী আমার তনয়া এই সহরে অপহৃতা হইয়াছে। স্বরূপ কহিতেছি মহারাজ! তাহার বিরহে আমার অন্তঃকরণ এমনি ব্যাকুল হইয়াছে যে, তাহাকে না পাইলে প্রাণধারণ করাও আমার পক্ষে সাতিশয় দুষ্কর হইয়া উঠিবে।"

ভূপতি কহিলেন, "বন্ধো হজ্জিকবর! তোমার একটী বাক্যও মিথ্যা নহে, তোমার পরম সুন্দরী দুহিতাকে আমার উত্তমরূপ মনে হইতেছে, স্বর্গবিদ্যাধরীর ন্যায় তাহার রূপ, ইহা আমি অম্লানবদনে স্বীকার করিতে পারি। এক্ষণে কে তোমার সেই হৃদয়ের ধন কন্যাটীকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিল? স্বরূপ বাক্যে আমার নিকটে প্রকাশ করিয়া বল, সে যেখানে থাকুক এখনই আমি সৈন্য পাঠাইয়া তাহাকে রাজসভায় আনয়ন করিব।

আমার অধিকারে বাস করিয়া যে দুর্বৃত্ত তোমার প্রতি এরূপ অত্যাচার করিয়াছে, অবশ্যই সে রাজনীত্যনুসারে যথাযোগ্য দণ্ডনীয় হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।”

হুড্ডক বলিল, “রাজেশ্বর! আপনকার মন্ত্রিপুত্র এই হীন কর্ম্মের মূলীভূত, চাতুর্য্য এবং কল কৌশল দ্বারা ঐ যবাপুরুষ আমার তনয়াকে যে অপহরণ করিয়াছেন, স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা এখনই আমি তাহা আপনকার উপলব্ধি করাইতে পারি।”

এই কথা শ্রবণমাত্র ভূপাল অতিশয় কুপিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “মন্ত্রিবর বিরামের পুত্র কোথায়! এখনই আসিয়া তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও।” উজীরনন্দন গললগ্নবস্ত্রে কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজসমীপে উপনীত হইলে, হুমায়ুন বাদসাহ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। “এই হড্ডিকবর তোমার প্রতি যে দোষারোপ করিতেছেন, তাহা যথার্থ কি না? ইহাতে যদি তোমার কোন প্রত্যুত্তর থাকে, তবে অমাত্যবর্গের সমীপে এখনই তাহা স্পষ্ট করিয়া বল।

মন্ত্রিপুত্র অধোবদনে নীরব হইয়া রহিল, রাজপ্রশ্নের কোন কথারই প্রত্যুত্তর দিল না। মৌনিভাব সম্মতির এক বিশেষ লক্ষণ। ইহা জানিয়া ন্যায়বান্ নৃপতি তাহাকে বিরস বদনে ও কর্কশ বচনে কহিলেন “অরে অবোধ মন্ত্রিনন্দন! নীরব থাকাতে আমি তোমাকে যথার্থ দোষী জানিলাম, এই গুরুতর অপরাধ হেতু অবশ্য তোমাকে গুরুতর দণ্ড পাইতে হইবে।”

বাদসাহ মহাশয়ের বিগতানুরাগ দেখিয়া বিরামখাঁর

যুবা পুত্র ভয়ে কম্পমান হইতে লাগিলেন, ক্রন্দন করিতে করিতে তিনি সভাসদগণ সকলের সাক্ষাতে কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আমি সাতিশয় কুকর্ম্ম করিয়াছি, হড্ডিকবরের দোষারোপ মিথ্যা নহে, আমি যথার্থই রাজসমীপে অপরাধী হইলাম, এমন গর্হিত কর্ম্ম আর কখনই করিব না, এক্ষণে করুণা প্রকাশ করিয়া আমাকে ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক।"

অনন্তর হুমায়ুন বাদসাহ হড্ডিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "সুহৃদ্বর! আর তোমাকে মনোদুঃখ-জন্য আক্ষেপ করিতে হইবে না, এখনই আমি তোমার প্রতি যে সকল অপকার হইয়াছে তাহার প্রতিকার করিব এবং তুমি তোমার কন্যাকেও অবিলম্বে প্রাপ্ত হইতে পারিবে"। এই কথা কহিয়া তিনি প্রতিহারীকে আজ্ঞা করিলেন, অপরাধী উজীরনন্দনকে শীঘ্র কারাবদ্ধ কর। পরে সেই দিনই রাত্রিকালে সম্রাট শান্তিরক্ষক লোক-দিগকে পাঠাইয়া যেস্থানে মন্ত্রিপুত্র হড্ডিকতনয়াকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেইস্থান হইতে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার পিতা মাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে মহীপাল হড্ডিককে রাজসভাতে আহ্বান করিয়া প্রেমভাবে কহিলেন, "বন্ধো! তুমি যে ধর্ম্মাক্রান্ত তাহাতে কিছুমাত্র সান্ত্বনা পাইবার উপায় নাই। ইতরজাতি বলিয়া অন্যান্য ভদ্র হিন্দুরা তোমাকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করে, এসকলই আমি উত্তমরূপে জানি। তোমার দুরবস্থা আর আমি সহ্য করিতে পারিনা, উহা বিমোচন করিবার নিমিত্ত আমার বড়ই উৎকণ্ঠা হইয়াছে। অন্যান্য আমীর বর্গের ন্যায় তুমি লোকসমাজে মান্য

এবং গণ্য হও, ইহা আমার সম্পূর্ণ বাসনা। কিন্তু তুমি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে, আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। অতএব আমার কথা অবহেলন না করিয়া তুমি আমার ধর্ম্মাবলম্বী হও। তুমি নিজে আমাদিগের ধর্ম্মাবলম্বী হইলেই আমি তোমার পরিবারদিগকেও অনায়াসে এই ধর্ম্মাবলম্বী করিতে পারিব।”

কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত হড্ডিক এই প্রস্তাব লইয়া ভূপতির সহিত নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিল। রাজা তাহার আপত্তি সকল উত্তম রূপে মীমাংসা করিয়া দেওয়াতে, সে কোরান ও কলমা পড়িয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। পরদিবস বাদসাহ মহাশয় তাহাকে ওমরা উপাধি প্রদান করিয়া দেওয়ানকে আজ্ঞা করিলেন, “ওমরা পদবী চিরকাল রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত অর্থ প্রয়োজনীয় হয়, রাজকোষ হইতে ঐ সকল ধন তুমি আমার বন্ধুকে প্রদান কর।” অনন্তর তাহার পত্নী এবং কন্যাও এই নূতন ধর্ম্মাবলম্বিনী হইল।

রাজাজ্ঞায় দেওয়ানজী মহাশয় রাজকোষ হইতে তাহাকে বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিলেন। পূর্ব্বসঞ্চিত ধনের সহিত রাজধন সংমিলিত হইলে পর, হড্ডিকনর অত্যন্ত ধনাঢ্য আমীর বলিয়া দিল্লী সহরে পরিগণিত হইলেন। অমাত্যবর্গ সকলেই তাহাকে আপনাদিগের সমতুল্য জানিয়া তাহার পরিবারের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নীচ বোধে কেহই তাহাদিগকে অশ্রদ্ধা করেন না। প্রধান প্রধান লোকদিগের সমাজে তাহাদের সর্ব্বদা নিমন্ত্রণ হয়। আত্মীয়ভাব দেখাইয়া কুলবতী

কামিনীগণ, অহল্যা ও তাহার জননীকে বিস্তর সমাদর করেন। অভিমানিনী যুবতী বালার অন্তঃকরণ তদ্দ্বারা বড়ই প্রফুল্ল হইতে লাগিল। তিনি আপনাদিগকে শ্লাঘ্য মানিয়া পূর্ব্ববৎ আর অপকৃষ্ট বোধ করিলেন না। যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক তাহাকে পিত্রালয় হইতে অপহরণ করিয়াছিল, অনেক দিন গত হওয়াতে তাহার প্রতি তাহার তাদৃশ রোষ ভাব ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল।

উজীরনন্দন ইতিপূর্ব্বে অহল্যাকে নির্ব্বিঘ্নে লব্ধ হইবার অভিলাষে একটি সুরম্য উদ্যানস্থিত গৃহমধ্যে তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রতি কিছুমাত্র অবৈধ ব্যবহার করেন নাই। তিনি সময়ে২ তথায় উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক তাহাকে সাধ্য সাধনা করিয়া কহিতেন, "প্রিয়তমে! রোষভাব সম্বরণ করিয়া সন্তুষ্ট মনে এ অনুগত জনের মনস্কামনা সিদ্ধ কর।" ফলতঃ যদ্দ্বারা তাহার সতীত্বরূপ পরম ধর্ম্মের হানি হয়, এমন কিছুই অত্যাচার করেন নাই। নিকটে গমন করিলেই অহল্যা অসীম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কর্কশ এবং কটূক্তি দ্বারা তাহাকে দূর করিয়া দিত। তথাপি উজীরনন্দন কুলকন্যাদিগকে যেরূপ সম্মান করিতে হয়, সেইরূপ সম্মান করিয়াছিলেন। এইসকল বিষয় স্মরণ করিয়া মনোমোহিনী অহল্যা সুন্দরীর অন্তঃকরণে তাহার প্রতি আর কিছুমাত্র কোপভাব রহিল না। তিনি সহাস্যবদনে পিতৃসমীপে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, তাত! অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আপনি বাদসাহ মহাশয়কে কহিয়া উজীরনন্দনকে কারাগৃহ হইতে অবিলম্বেই মুক্ত করাইয়া দিউন।

তৎশ্রবণে অভিনব আমীর নিজ দুহিতাকে আলিঙ্গন করিয়া সকরুণবাক্যে কহিলেন, বৎসে! পূর্ব্বে তুমি আমার নিকটে যখন যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, এক দিনের জন্যেও তাহা সম্পাদনে আমি উদ্যোগ করিতে ত্রুটি করি নাই, সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়া তাহা তোমাকে প্রদান করিয়াছি। কিন্তু সন্দেহ প্রযুক্ত তোমার এই বর্ত্তমান যাচ্ঞা আমি সহসা সংপূরণ করিতে পারিলাম না। মনে বড়ই শঙ্কা হইতেছে। উজীরপুত্র পূর্ব্বে তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ ও গর্হিত ব্যবহার করিয়া রাজাজ্ঞানুসারে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে বদ্ধ হইয়াছেন, এখন কি বলিয়াইবা তাঁহাকে কারামুক্ত করিবার জন্য রাজার নিকট নিবেদন করিব।

অহল্যা এইরূপ পিতৃবাক্যে লজ্জিতা হইয়া অধোবদনে ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "পিতঃ! উজীরনন্দন যথাবিহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া অত্যাচার প্রকাশ করত আমাকে অপহরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যদবধি আমি তাঁহার করতলস্থিতা ছিলাম, একদিনের জন্যেও তিনি আমার প্রতি কোন বিগর্হিত আচরণ করেন নাই। এই ধৈর্য্যশক্তি হেতু আমি তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক বাদসাহ মহাশয়ের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করাইয়া দিউন।"

পিতা। অহল্যে! আমি তোমার কথাতে মন্ত্রিপুত্রের দোষ ক্ষমা করিলাম, কিন্তু যে ব্যক্তি পিতামাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া হৃদয়ের ধন আত্মজাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়,

তাহাকে বিশ্বাস কি? কোন্ দিন সে কি অহিতাচার করিবে তাহা বলিয়া উঠাযায়না, অতএব তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি না করিয়া বরং নিরন্তর অন্তঃকরণে ভয় করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

অহল্যা। উজীরনন্দন সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমাকে স্নেহ করেন, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। আমি হড্ডিকা ছিলাম বলিয়া তিনি অবিধেয় উপায় দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে আমার আর সে দুরবস্থা নাই, আমি আর হড্ডিকা বলিয়া ঘৃণিত হই না, নগরী মধ্যে সর্ব্বত্র আমীরের কন্যা বলিয়া আমি সুপ্রসিদ্ধ ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছি, বোধ করি তিনি আমাকে বিবাহ করণে আর কিছুমাত্র আপত্তি করিবেন না। পিতঃ! সে ব্যক্তি আমার অতিমাত্র প্রীতি-পাত্র, তাঁহাকে কারা হইতে মুক্ত না করিলে আমার অন্তঃকরণে কোন সুখই হইবে না। এবং মুক্ত করিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলা উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করত সাতিশয় আহ্লাদিত হইব। এতাদৃশ প্রেমভাজন ব্যক্তির সহিত যদি আমার পুনঃ সংমিলন নাও হয়, অজ্ঞাত অপরিচিত থাকি, তাহাতেও কিছুমাত্র হানি হইবে না। আমিই তাঁহার কারাগৃহে বদ্ধ হইবার মূল কারণ, সর্ব্ববিধায়ে ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত অনুচিত কর্ম্ম হইয়াছে।

পিতা। বাদসাঁহের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি তোমার মনোগত অভিপ্রায় সকল তাঁহার নিকট প্রকাশ করিব কিন্তু—

অহল্যা। পিতঃ! কিন্তু বলিয়া আপনি নীরব হইলেন

কেন ? আমি জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া দিল্লীসহরে আগমন করিবার পূর্ব্বে অদৃষ্টের তাবৎ কথাই শ্রবণ করিয়াছি। প্রণিধান করুন, ভবিষ্যতে আমার ভাগ্যে কি ঘটিবে, এই উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিতা হইয়া আমি স্বদেশীয়া জিগরখার আশ্রয় লইয়াছিলাম। সেই ভবিষ্যদ্বাদিনী আমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিল, সে সকলই প্রায় আশ্চর্য্য রূপে সম্পূর্ণ হইয়াছে। কেবল তাহার একটি অঙ্গীকার অদ্যাপি সুসিদ্ধ হয় নাই। তাহা এই, সে আমাকে বলিয়াছিল "তুমি সর্ব্বগুণান্বিত দেশমান্য এক জন ভদ্রলোকের সহধর্ম্মিণী হইয়া পরম সুখে নিজ পতির সহিত কাল যাপন করিবে।" বোধ করি অত্যল্প কালের মধ্যে এ বিষয়ও সফল হইতে পারে।

পিতা। যথেষ্ট বলা হইয়াছে, বাছা! আর তুমি অন্তঃকরণে দুঃখ করিও না, আমি সর্ব্বপ্রযত্নে তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। এই কথা কহিয়া তিনি আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিলেন না, সত্বর হইয়া হুমায়ুন বাদসাহের নিকটে গমন করিলেন।

আমীর পদে অভিষিক্ত করিবার কালীন বাদসাহ মহাশয় হড্ডিকবরের নাম পরিবর্ত্ত করিয়া তাহাকে মাহোমেদ খাঁ উপাধি দিয়াছিলেন। অতএব নিকটে উপনীত হইলে তিনি ঐ নাম ধরিয়া তাহাকে সসম্ভ্রমে আহ্বান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বন্ধো মাহোমেদ খাঁ! কুশল কহ, কেমন, এক্ষণে তোমরা সপরিবারে সর্ব্বপ্রকারে সুখ সম্ভোগ করিতেছ কি না? তবে, কিজন্য

রাজসভা পর্য্যন্ত আসা হইয়াছে, তাহা আমার নিকটে প্রকাশ করিয়া বল !

মাহোম্মদ খাঁ। হে রাজন! আপনি ন্যায় ব্যবস্থানুসারে মন্ত্রিপুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন, এজন্য আমার কন্যা অহল্যাসুন্দরী বড়ই দুঃখিত হইয়াছে। সে নিরন্তর আমাকে সাধ্য সাধনা করিয়া আপনকার নিকটে পাঠাইল, মন্ত্রিপুত্রকে আর কারাগারে রাখিতে কোন মতেই তাহার মানস নাই। অতএব কৃপাবলোকন করিয়া যাহাতে ঐ উজীরনন্দন কারামুক্ত হয়, তাহার যথাবিহিত আজ্ঞা প্রদান করুন।

বাদসাহ। বন্ধো! সচিবপুত্র রাজনীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া তোমার কন্যার প্রতি অসদ্ব্যবহার এবং অবমানন করিয়াছিল। এক্ষণে সে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক তাহার নিকটে গমন করিয়া অপরাধ মার্জ্জনা হেতু ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে, আমি কখনই তাহাকে কারালয় হইতে মুক্ত করিতে পারি না। কি সামান্য লোক, কি প্রধান লোক, দেশীয় ব্যবস্থা সকলের পক্ষেই সমান, তাহাতে ভদ্রাভদ্র বলিয়া ইতর বিশেষ করা অনুচিত। অপরাধী আমীর লোকেরা দণ্ডভাগী না হইলে, আমি কোন্ বিচারে সামান্য প্রজাদিগকে দোষী প্রমাণ করিয়া সমুচিত শাস্তি দিতে পারি।

মাহোম্মেদ খাঁ। মহারাজ! উজীরনন্দন আমার কন্যাকে হরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রতি কিছুমাত্র অত্যাচার করেন নাই, বরং পাছে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হয় এই ভয়ে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন, এবং যাহাতে অহল্যা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে বরমালা প্রদান করেন

জন্নিমিত্ত তিনি অহল্যার প্রতি বিশেষানুরাগ এবং যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে কয় দিন আমার কন্যা মন্ত্রি-পুত্রের করতলস্থিতা ছিল, তিনি এক দিনের নিমিত্তেও তাহার কোন অপমান করেন নাই। শুদ্ধ দোষের মধ্যে এই যে তিনি পথিমধ্যে অসহায়িনী অবলাকে দেখিতে পাইয়া, উচিত অনুচিত বিবেচনা না করিয়াই বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছিলেন মাত্র। অতএব অহল্যা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার এই দোষটী ক্ষমা করিয়া আমাকে আপনকার নিকটে অনুরোধ করিতে প্রেরণ করিয়াছে। এক্ষণে রাজবিচারে যাহা বিধেয় হয়, তাহা আপনি করুন।

বাদসাহ কোপ ভাব প্রকাশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "শিষ্টাচার রূপ সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া উজীরনন্দন জনসমূহের বিশেষ অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছে। সে দুর্বৃত্ত অবলা কুলবালার সতীত্বরূপ পরম ধর্ম্ম নষ্ট করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এতাদৃশ অপরাধীকে একেবারে কারাগার হইতে মুক্ত করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি মানির মান এবং দেশীয় রাজনীতি অবহেলন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয় অবশ্যই সে দণ্ডনীয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে যদি মন্ত্রিপুত্র স্বীয় অপকর্ম্ম হেতু সাধারণের সমীপে অনুতাপ প্রকাশ করিয়া, আমি যে যে নিয়ম কহি তাহার অনুবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে এ বিষয় এক দিন বিবেচনা স্থল হইবে।"

এই কথা বলিয়া বাদসাহ মহাশয় প্রতিহারীকে আজ্ঞা করিলেন, কারারুদ্ধ অপরাধীকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর। রাজাজ্ঞায় সৈনিক পুরুষগণ মন্ত্রিপুত্রকে বিচারালয়ের সম্মুখে আনয়ন করিলে, হুমায়ুন বাদসাহ তাহা-

কে নিন্দনীয় দোষী বলিয়া বিস্তর ভৎসনা করিতে লাগিলেন, আর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ভুবনমোহিনী অহল্যার সমীপে যে উৎকট অপরাধ করিয়াছ, স্বয়ং যাইয়া তাহার সমক্ষে সেই সকল দোষ স্বীকার পূর্ব্বক তাহা প্রক্ষালন করিতে প্রস্তুত আছ কি না?"

শ্রীবীরনন্দন করপুটে বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! এ হীন দাস বিবেচনা শক্তির অভাবে ধর্ম্মনিষ্ঠা অহল্যার প্রতি অহিতাচার করিয়াছে। আপনি আর আমাকে তিরস্কার করিবেন না; সত্য কহিতেছি এতাদৃশ দুষ্কর্ম্ম দ্বারা আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি, লোকসমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ হইতেছে। যদি তাহাকে বিবাহ করিলে, এবং চিরকাল তাহার আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিলে, আমার অপরাধ কোন প্রকারে মার্জ্জনা হয়, তবে এখনই আমি সকলের সাক্ষাতে তৎকর্ম্ম সমাধা করণে প্রবৃত্ত হইব।"

এই কথা শুনিয়া অহল্যার জনক মাহোমেদ খাঁ কহিলেন, "মন্ত্রিপুত্র! অসদ্ব্যবহার দ্বারা তুমি আমার দুহিতাকে যে অপমান করিয়াছ, অসভ্য মূর্খ লোকেও কখন এতাদৃশ গর্হিত কর্ম্ম করে না। সে যে তোমার সহিত পরিণয় করণে পুনর্ব্বার সম্মতা হইবে, কোন প্রকারে আমার এমন বোধ হয় না। তুমি যদি আমার সঙ্গে আমার বাটীতে যাইয়া তাহাকে সাধ্য সাধনা কর, তবে এ বিষয় সম্পাদিত হইলেও হইতে পারে, নতুবা কি হয়।"

মাহোমেদ খাঁ এই প্রকার প্রস্তাব করিলে, ভূপাল কহিলেন, "মন্ত্রিপুত্র যে কামিনীকে অত্যন্ত অপমান করিয়াছে, তাহাকে যদি বিবাহ করণে এবং তাহার

আজ্ঞাবর্ত্তী হওনে সকলের সাক্ষাতে স্বীকার পায়, তবে আমি তাহাকে এক দিন মুক্ত করিতে পারি। সে অহল্যার আজ্ঞাকারীত্ব ভার অঙ্গীকার না করিলে আমি কস্মিন্‌কালেও তাহাকে কারামোচন করিব না, দুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়া ঐ ব্যক্তিকে সেই নিভৃত স্থানে যাবজ্জীবন বাস করিতে হইবে।"

অনন্তর পিতা সচিবনন্দনকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজসভা হইতে প্রস্থান করিয়া নিজ নিকেতনে আইলেন। অভিমানিনী অহল্যা সুন্দরী সেদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বড় একটা সমাদর করিল না। শিথিল ভাবে অভ্যর্থনা করাতে উজীরনন্দন তাহার রোষভাব বুঝিয়া একেবারে চরণে পতিত হইলেন। আর বিনয়বাক্য দ্বারা অহল্যাকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, "প্রিয়তমে! আমি তোমার নিকট নিতান্ত দোষী হইয়াছি, অসদ্ব্যবহারদ্বারা আমি তোমাকে যে দুঃখ দিয়াছি তাহা কহিবার যোগ্য নয়, তজ্জন্য যে পর্য্যন্ত ক্ষুব্ধ আছি, বিধাতাই তাহা জানেন। তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন। প্রাণেশ্বরি! আমি তোমার সমক্ষে কপট বাক্য কহি নাই, বিরহ যাতনায় এত দিনে আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইছোম, শুদ্ধ নিরন্তর তোমার গুণ বর্ণন করাতে আমার তাপিত প্রাণ শীতল আছে। আমি ক্ষমা পাইবার প্রার্থনায় পুনর্ব্বার তোমার শরণাপন্ন হইলাম, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যাবজ্জীবন তোমার আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিব, করুণভাব প্রকাশ পূর্ব্বক তুমি আমার সহধর্ম্মিণী হইয়া মনোভিলাষ পূর্ণ কর, তাহা হইলে আমি আপ-

নাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিব। প্রিয়ে! জিজ্ঞাসা করি, সত্য করিয়া বল, তুমি আমার হইবে না?"

অহল্যা কহিল, "পাষাণচিত্ত পুরুষদিগের মৌখিক মিষ্ট কথাতে আর আমার প্রত্যয় হয় না। অতএব জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, কিসে তোমার এমন বিবেচনা হইল যে আমি এই সকল মধুর বাক্যে বিমোহিতা হইয়া পুনর্ব্বার তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারিব?।"

উজীরনন্দন কহিলেন "কুরঙ্গনয়নে! তুমি বুদ্ধিমতী, ভালমন্দ অনায়াসেই বিবেচনা করিতে পার, আমি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া তোমার প্রতি যে অসদাচার করিয়াছিলাম, আন্তরিক অনুরাগ এবং প্রীতিই তাহার মূল কারণ জানিবে। স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণ অতি সরল, ইহা আমার উত্তম উপলব্ধি আছে। তুমি স্বভাবতঃ সরলা হইয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ করত আর কেন এ অধীনকে দুঃখ প্রদান কর। এক্ষণে কৃপাবলোকন পূর্ব্বক তোমাকে আমার দোষ মার্জ্জনা করিতে হইবে।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া বিম্বোষ্ঠী অহল্যা সুন্দরী অল্প ২ হাস্য করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে উজীরনন্দনের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি প্রফুল্লচিত্তে আপন প্রণয়িনীর পদতল হইতে উঠিয়া প্রেমভাবে একেবারে তাহাকে নিজ বক্ষঃস্থলে লইলেন। কোমলাঙ্গী রূপসীকে আলিঙ্গন করিতে করিতে তাঁহার নয়নযুগলে আনন্দাশ্রু পড়িল। তখন প্রীতিরসে সিক্ত হইয়া তিনি মনোমোহিনী যুবতীবালাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে! অদ্যাবধি যাবজ্জীবন তুমি আমার, এবং আমি তোমার হইলাম, কস্মিন্‌কালে আমাদের উভয়ের প্রীতি

কখন শিথিল হইবে না। এক্ষণে আর বিলম্ব করিবার আবশ্যকতা নাই, অদ্যই আমাদের পরিণয় কর্ম্ম যথাবিধানে সাধারণ সমীপে সমাধান করিতে হইবে। বাদসাহ মহাশয় আমাকে যে কারাগৃহে রুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা দুঃখের কারণ না হইয়া বরং বিপুল সুখের নিদান হইল। আহা কি আনন্দ! অদ্য আমি এই স্থান হইতে বিমুক্ত হইয়া যাবজ্জীবন স্বর্ণময় সুখের শৃঙ্খলে পরিবদ্ধ হইলাম।

এইরূপে অহল্যা কামিনী উজীরনন্দনের আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ধন্যা বোধ করিল। তাহার পিতা মাতা উভয়েই প্রাণসমা কন্যাটীকে অতিশয় সুখী দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। দুঃখপূর্ণ হড্ডিক-পরিবারের বাটী সে দিন অবধি সুখপূর্ণ হইল।

অনন্তর অহল্যার পিতা মাহোমেদ খাঁ রাজধানীর তাবৎ আমীরগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক সাতিশয় সমারোহে মন্ত্রিপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। মোগলাধিপতি হুমায়ুন বাদসাহ স্বয়ং সভামণ্ডপে অধ্যাসীন হইয়া বর কন্যাকে প্রথমতঃ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ অমূল্য যৌতুক প্রদান করিলেন। অনন্তর আর আর আমীরবর্গ যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ ও যৌতুক প্রদান পূর্ব্বক বরকন্যার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন করিলেন। চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা মাহোমেদ খাঁ সমাগত লোকদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া সমুচিত সম্মান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। মন্ত্রিপুত্র এবং অহল্যাসুন্দরী এইরূপে পরস্পর সংমিলিত হইয়া মনের আনন্দে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এত দিনের পর, পূর্ব্বকথিত ডাকিনীর বাক্য সম্পূর্ণ রূপে সফল হইল। স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া চেষ্টা করিলে যে অবশ্যই মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, তাহার এই দৃষ্টান্ত ধরণী-মণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিল। অহল্যাসুন্দরী প্রিয়ভর্ত্তার প্রেম রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া বহুকাল এই পৃথ্বীতলে বাস করত অনেক সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিয়াছিলেন। পরে লোক যাত্রা সম্বরণ করি- উভয়ে স্বর্গধামে গমন করেন। ইতি।